A HISTORY OF THE MUHAMMADAN EMPIRE IN INDIA

Vol. I.

BY

ABDUL KARIM, B. A.

Assistant Inspector of Schools, Fellow of the Calcutta University, and Member of the Asiatic Society of Bengal.

ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত।

প্রথম খণ্ড।

বিদ্যালয় সমূহের এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং
এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য

শ্রীআবদুল করিম, বি, এ, প্রণীত।

সূচীপত্র।

মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও খলিফাগণ	১
আরবদিগের ভারতবিজয়	৩৮
গজনির স্থলতানগণ	৪৬
মোহাম্মদ ঘোরি	৭৫
দাসবংশীয় নরপতিগণ	৮৮
খিলজিবংশীয় স্থলতানগণ	১০৮
টগলকবংশীয় সম্রাটগণ	১২৮
সৈয়দবংশীয় স্থলতানগণ	১৪৫
লোদিবংশীয় স্থলতানগণ	১৪৮

NOT TO BE LENT OUT

ভারতবর্ষে

মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীআবদুল করিম, বি, এ, প্রণীত।

A

HISTORY

OF THE

MUHAMMADAN EMPIRE

IN INDIA

Vol. I.

BY

ABDUL KARIM, B. A.

Assistant Inspector of Schools, Fellow of the Calcutta University, and Member of the Asiatic Society of Bengal.

ভারতবর্ষে

মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত।

প্রথম খণ্ড।

বিদ্যালয় সমূহের এসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য

শ্রীআবদুল করিম, বি, এ, প্রণীত।

CALCUTTA.

PRINTED BY S. BHATTACHARYYA,
METCALFE PRESS:
1, GOUR MOHAN MUKHERJI'S STREET.

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
20, CORNWALLIS STREET.
1898.

To

C. A. Martin, Esq. L. L. D.

Director of Public Instruction, Bengal

THIS BOOK

is respectfully dedicated

IN TOKEN OF GRATITUDE FOR THE INTEREST HE TAKES IN PROMOTING EDUCATION AMONG MUHAMMADANS.

ভূমিকা।

মুসলমান রাজত্বপ্রকরণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ। মুসলমানেরা প্রায় সহস্র বৎসর এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং রাজত্বের সূত্রপাত অবধিই অত্রত্য অধিবাসিরূপে পরিণত হইয়াছেন। ভারতের প্রায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে কখনও না কখনও মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হয় নাই, এমন নগরই নাই যেখানে মুসলমান অধিবাসী ও মস্‌জেদ দৃষ্টিগোচর হয় না। ভারতের প্রচলিত রীতিনীতি ও ভাষাদিতেও মুসলমানদিগের সংস্রব-নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আজ বিধাতৃবিধানে হিন্দুমুসলমান উভয়সম্প্রদায়ই ইংরাজ রাজাশ্রয়ে শান্তিসুখের অধিকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্যাপি হিন্দুমুসলমান পরস্পরকে জানিতে পারেন নাই; অদ্যাপি উভয়ের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষভাব ও কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। ইতিহাস জাতীয় জীবনচরিত। যেমন জীবচরিত পাঠ করিলে ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণ জানা যায়, সেইরূপ ইতিহাসপাঠে জাতিবিশেষের দোষগুণ পরিলক্ষিত হয়। ভারতের মুসলমান বিজেতারা অনেকের মতে পরস্বাপহারী অত্যাচারী ও নরাধম বলিয়া পরিগণিত। বোধ হয় এই বিশ্বাসই অধিকাংশ কুসংস্কারের মূলীভূত।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ইতিহাস প্রণীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বিদ্যালয়পাঠ্য। মুসলমান রাজত্বপ্রকরণ ইংরাজী গ্রন্থকারদিগের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ দ্বারাই পরিপূর্ণ। মুসলমান ঐতি-

হাসিকগণ স্বীয় সম্প্রদায়ের যে সকল অক্ষয় কীর্ত্তি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অস্মদ্দেশীয় অনেকেরই অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য আমি মহম্মদ কাশিম ফেরেস্তা ও অন্যান্য পুরাবৃত্তকারদিগের মূল গ্রন্থ হইতে মুসলমান রাজত্বপ্রকরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি এতদ্দ্বারা হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অণুমাত্র প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, যদি এতদ্দ্বারা মুসলমানদিগের বীরত্ব, উদারতা ও বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধে লোকের অযথা ধারণার কিঞ্চিন্মাত্রও লাঘব হয়, যদি এতদ্দ্বারা মুসলমান পুরাবৃত্তপাঠে লোকের যৎসামান্য অনুরাগেরও সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই আমি পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

আপাততঃ পাঠান রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইল। স্বদেশবাসিগণের বিচারে যদি আমি উৎসাহ পাইবার যোগ্য হই তবে অপর অংশও প্রচারে যত্নবান্ হইব।

সূচীপত্র।

মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও খলিফাগণ	১
আরবদিগের ভারতবিজয়	৩৮
গজনির স্থলতানগণ	৪৬
মোহাম্মদ ঘোরি	৭৫
দাসবংশীয় নরপতিগণ	৮৮
খিলজিবংশীয় স্থলতানগণ	১০৮
টগলকবংশীয় সম্রাটগণ	১২৮
সৈয়দবংশীয় স্থলতানগণ	১৪৫
লোদিবংশীয় স্থলতানগণ	১৪৮

ভারতবর্ষে

মুসলমানরাজত্বের ইতিবৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

LIBRARY

মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও খলিফাগণ।

আরবদেশের সাধারণ বিবরণ।

আরব একটী সুবিস্তীর্ণ উপদ্বীপ; ইহা এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ফল সাড়ে বারলক্ষ বর্গ মাইল; অধিবাসীর সংখ্যা এক কোটী আশি লক্ষ। আরব দেশের অভ্যন্তর ভাগ উচ্চ মালভূমি ও অনুচ্চ শৈলমালায় সমাকীর্ণ। ইহার উত্তরপূর্ব্ব ও মধ্যভাগে বিশাল মরুভূমি সম্প্রসারিত। এদেশে একটীও নদী কিংবা হ্রদ নাই। সর্ব্বত্র প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি ও ভীষণ দৃশ্য সতত দেদীপ্যমান। তরুলতা শূন্য অনন্ত বালুকাময় মরুস্থলী নিরন্তর ধূ ধূ করিতেছে। মরু প্রদেশে গমনাগমনের জন্য উষ্ট্রই একমাত্র উপায়। আরবের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী পর্ব্বতময় প্রদেশের উত্তর ভাগের নাম হেজাজ। এই হেজাজ প্রদেশেই পরম পবিত্র মক্কা ও মদিনা এবং সুবিখ্যাত জেদ্দা নগরী অবস্থিত। জেদ্দা নগরী মানবসৃষ্টির প্রারম্ভ

হইতে প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি এখানে মানবের আদি জননী হাওয়ার (ইভের) প্রাচীর বেষ্টিত সমাধি দৃষ্ট হয়।

আরবের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ সুশ্রী, দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ। ইহারা সুচতুর, বাণিজ্যকুশল, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, উগ্রস্বভাব ও যুদ্ধানুরক্ত। ইহারা কখনও কোন বৈদেশিক জাতির পদানত হয় নাই। আতিথেয়তা আরব-জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

মহাত্মা নুহের পর মহাপুরুষ ইব্রাহিম, একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের পুনঃ প্রচার করেন। তাঁহার পুত্র মহাত্মা ইস্‌মাইলের দ্বাদশটী পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে কায়দরের বংশধরগণ হেজাজে বাস করিতেন। কায়দরবংশে কোরেশ্ নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন; এই কোরেশ্ হইতেই মক্কার সুপ্রসিদ্ধ কোরেশ্ বংশের উৎপত্তি। কোরেশ্ বংশে হাসেমের ঔরসে সুপ্রসিদ্ধ আবদুল মোত্তালেবের জন্ম হয়। তাঁহার রূপলাবণ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি তদীয় বিপুল ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ ছিল। সমগ্র কোরেশ্ জাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের নরপতিগণও তাঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তিনিই পবিত্র কাবাগৃহ ও জম্ জম্ কূপের অধ্যক্ষ ছিলেন। *

---

* কাবাগৃহ অতি প্রাচীন উপাসনামন্দির। একেশ্বরোপাসনার এত পুরাতন মন্দির পৃথিবীতে আর নাই। প্রাচীন ইতিবৃত্তলেখকদিগের মতে মানব জাতির আদিপুরুষ মহাত্মা আদম এই গৃহে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। আদমের পুত্র মহাত্মা শিশ্ প্রস্তর ও কর্দ্দম যোগে ইহা পুনর্নির্ম্মাণ করেন। পরে মহাপুরুষ নুহের সময়ে মহাজলপ্লাবনে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। মহাজলপ্লাবনের বহুকাল পরে মহাপুরুষ ইব্রাহিম ও তৎপুত্র মহাত্মা ইস্‌মাইলের দ্বারা এই মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হয়। জম্ জম্ কূপের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, যখন মহাপুরুষ ইব্রাহিম, স্বীয় পত্নী হাজেরা ও সদ্যঃপ্রসূত পুত্ররত্ন মহাত্মা ইস্‌মাইলকে মক্কায় নির্ব্বাসিত করিয়া চলিয়া যান, তাহার কিছুকাল পরে তাঁহাদের খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জল নিঃশেষ হইয়া যায়। কথিত আছে, ঈশ্বরের অপার করুণা-বলে সহসা তথায় একটী কূপের আবির্ভাব হয়; এবং উহা হইতে সুমিষ্ট জল নিঃসৃত হইতে থাকে। হাজেরা ও তাঁহার পুত্র ইস্‌মাইল ঐ জল পান করিয়া, সেই নির্জ্জন মরু-প্রদেশে জীবন রক্ষা করেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে যখন জরহম জাতি, ইস্‌মাইল বংশীয়দিগের দ্বারা মক্কা হইতে বিতাড়িত হয়, তখন তাহারা মৃত্তিকা ও বালুকা দ্বারা জম্ জম্ কূপ বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। বহুকাল পরে মহাপুরুষ মোহাম্মদের পিতামহ আবদুল মত্তালেব স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, বিলুপ্ত

আবদুল মোত্তালেবের অন্যতম পুত্র আবদুল্লা পরম রূপবান্‌পুরুষ ছিলেন। মক্কা নগরীস্থ ওহাবের পরমসুন্দরী কন্যা আমেনা দেবীর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহের রজনীতেই আমেনা দেবীর গর্ভ-সঞ্চার হইয়াছিল। পরে আবদুল্লা বাণিজ্যার্থ সিরিয়া দেশে গমন করেন, তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে, মদিনা নগরে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

মহাপুরুষ মোহাম্মদ।

আবদুল্লার মৃত্যুর ছয় মাস পরে, ৫৭০ খৃঃ অব্দের রবিওল আউওল মাসের দ্বাদশ দিবস্ সোমবার অতি প্রত্যূষে, মহাপুরুষ মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। জননী আমেনা দেবী, মহাপুরুষের ছয় মাস বয়ঃক্রম কালে মদিনা নগরীস্থ কোনও আত্মীয়ের গৃহে গমন করেন, তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। মাতৃহীন বালক মক্কায় আনীত হইয়া, স্বীয় পিতামহ আবদুল মোত্তালেব কর্ত্তৃক পরম যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে আবদুল মোত্তালেবের অন্তিম দশা উপস্থিত হইলে, তিনি মহাপুরুষের জ্যেষ্ঠতাত আবুতালেবের হস্তে তাঁহার লালন পালনের ভার অর্পণ করেন। আবুতালেব স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে আবুতালেব তাঁহাকে লইয়া বাণিজ্যার্থ সিরিয়া দেশে গমন করেন।

মক্কা নগরে খোয়েলদ্ নামক জনৈক অতুল ঐশ্বর্য্যশালী বণিক্ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা কন্যা খোদেজা, পিতার বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হন। প্রচুর ঐশ্বর্য্য থাকায় তিনি আরবের রাণী বলিয়া

জম্ জম্ কূপের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। এই কূপের বিশুদ্ধ জলরাশি দ্বারা প্রায় সমগ্র মক্কাবাসীর জলকষ্ট নিবারিত হয়। মুসলমানগণ এই কূপের জল পরমপবিত্র বলিয়া মনে

অভিহিতা হইতেন। বাহ্য সৌন্দর্য্য ব্যতীত অলৌকিক গুণগ্রামের ও তিনি একমাত্র আধার ছিলেন। খোদেজা অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া, পরম পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতেছিলেন। বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রগণ, এবং আরবের প্রধান প্রধান সামন্তগণ তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইয়াও সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই। মহাপুরুষ মোহাম্মদ প্রথমে খোদেজা দেবীর কর্ম্মচারিপদে নিযুক্ত হইয়া, বাণিজ্যার্থ সিরিয়া দেশে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তদীয় ধর্ম্মভাবে বিমুগ্ধা হইয়া পরম পবিত্রা খোদেজা-দেবী তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। বিবাহের পর খোদেজা স্বীয় ঐশ্বর্য্য রাশি স্বামিপদে উৎসর্গ করিয়া, অনন্যচিত্তে তাঁহার পরিচর্য্যায় অভিনিবিষ্টা হন। মহাপুরুষ এই বিপুল ঐশ্বর্য্য দীন দরিদ্রের অভাব মোচনেই পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই মহাপুরুষ মোহাম্মদের ধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল, তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তায় নিরত থাকিতেন। তাঁহার চরিত্র এত পবিত্র ছিল যে, তাঁহার চিরশত্রু মক্কার কোরেশগণ ও তাহাকে "আল্ আমিন" (বিশ্বাসী) বলিয়া অভিহিত করিত। ঐ সময় আরববাসিগণের ধর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল, ইহার সংস্কার যে একান্ত আবশ্যক, মহাপুরুষ পূর্ব্ব হইতেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সাংসারিক অসচ্ছলতা প্রযুক্ত এতদিন এদিকে সবিশেষ মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই, এক্ষণে খোদেজা দেবীর সহিত বিবাহে সাংসারিক অভাব বিদূরিত হওয়ায়, ধর্ম্মসংস্কারে অগ্রসর হইলেন। এই সময় হইতে তিনি হেরা পর্ব্বতের নির্জ্জন গুহায় দিবানিশি ঈশ্বর-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন; কেবল নিতান্ত প্রয়োজন হইলেই মধ্যে মধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। এই প্রকারে কয়েক বৎসর ধর্ম্ম চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া তিনি ইস্লাম * প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

মহাপুরুষ ইব্রাহিম ও তৎপুত্র মহাত্মা ইস্মাইল, আরবে একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাদের পরলোক প্রাপ্তির বহুকাল পরেও ঐ ধর্ম্ম

* ইস্লাম —(১) ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, (২) মুসলমান ধর্ম্ম।

প্রচলিত ছিল। ক্রমে পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। ইহার কিছুকাল পরে এদেশে ইহুদীধর্ম্ম প্রচারিত হয়। রোমকগণ প্যালেষ্টাইন ও জেরুজলম অধিকার করিলে, য়িহুদিগণ তাহাদের অধ্যুষিত ভূভাগ হইতে বিতাড়িত হইয়া, আরব দেশের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী "খাএবার" নামক স্থানে আসিয়া বাস করে। ক্রমে তাহারা ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লয়। সিরিয়াবাসী একজন খৃষ্টিয়ান সন্ন্যাসী, এক নূতন ধর্ম্ম মত প্রচার করেন। মহাপুরুষ মোহাম্মদের আবির্ভাবের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, এই ধর্ম্মমত আরব দেশে প্রচলিত হয়। এই সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ানেরা কাবা মন্দিরে মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট ও তদীয় জননী মরিয়মের (মেরীর) প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিত। আরবে সর্ব্বাপেক্ষা পৌত্তলিকতারই প্রাধান্য ছিল। হবল, ভোদ, সোয়া, ইয়াগুস্, ইয়াউক, নাছাব, ওজ্জা, লাৎ, মনাৎ প্রভৃতি ত্রয়োদশটী প্রধান প্রধান দেবতাকে, বিভিন্ন বংশীয় লোকেরা বিভিন্ন ভাবে পূজা করিত।

ধর্ম্মের অবনতির সহিত, আরবদিগের সামাজিক এবং নৈতিক অবনতির ও একশেষ হইয়াছিল। অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় আরবগণ ও সর্ব্বদা আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত থাকিত। কোন্ কোন বংশের মধ্যে শত শত বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধের কথাও আরবের ইতিহাসে বর্ণিত আছে। সামান্য সামান্য কারণে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া শত শত প্রাণীর জীবনান্ত হইত। হত্যার পরিবর্ত্তে হত্যা করিতে না পারিলে তাহাদের প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইত না। এই সময় আরবের সর্ব্বত্রই অশান্তি বিরাজ করিত। প্রতারণা, চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, সুরাপান, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি পাপ তদানীন্তন আরবদিগের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। ভক্তি, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, পরহিতৈষণা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি কোমল ও উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলির কোনটীই তথন: তাহাদিগের মধ্যে দৃষ্ট হইত না। পরকালে তাহাদের বিশ্বাস ছিল না, পাপের শাস্তি এবং পুণ্যের পুরস্কার আছে—ইহাও তাহারা স্বীকার করিত না। সুতরাং তাহারা কেবল ঐহিক ভোগসুখে আসক্ত হইয়া, পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সর্ব্বদা তৎপর থাকিত।

এরূপ সময়ে মহাপুরুষ মোহাম্মদ সেই ভয়ঙ্কর দেশে, ভয়াবহ জাতির মধ্যে,

শান্তির উন্নত পতাকা হস্তে আবির্ভূত হন। "ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; ঈশ্বর ভিন্ন উপাস্য নাই" এই মহাবাক্য তিনি জলদগম্ভীর স্বরে প্রচার করিলেন; এবং ইহারই প্রচারের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে অবনীমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী খোদেজা দেবী ইস্লাম গ্রহণ করেন, তৎপর তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র তরুণ-বয়স্ক মহাত্মা আলি ও ক্রীতদাস জয়দ এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে পরম জ্ঞানী ও পবিত্রচরিত্র মহাত্মা আবুবকরসিদ্দিক, দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইহার পরে মহাত্মা ওস্মান, তাল্হা, জোবের, সাদ ও আবদুর রহমান প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত মক্কাবাসী ইস্লাম অবলম্বন করেন। তদনন্তর ক্রমশঃ চল্লিশ জন নর নারী ইস্লামের স্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেন।

অতঃপর মহাপুরুষ মোহাম্মদ, সমুদায় নর নারীকে সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ জন্য প্রকাশ্য ভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন। কোরেশ্‌গণ পৈতৃকধর্ম্মের ঈদৃশ অবমাননায় ক্রোধোন্মত্ত হইয়া মহাপুরুষের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইল। ধর্ম্মপ্রচারের চতুর্থ বৎসরে মহাপুরুষ কোরেশ্‌বর্গকে সফা-পর্ব্বতে আহ্বান করিয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "হে কোরেশ্‌গণ! তোমাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তিনি ইহাও ঘোষণা করিতে আদেশ করিয়াছেন যে, তিনি অদ্বিতীয়; এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য।" এই উপদেশ পাষণ্ড কোরেশ্‌দিগের হৃদয়ে স্থান পাইল না; বরং তাহারা তাঁহার প্রতি অধিকতর কঠোর ভাবে অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কোরেশ্‌দিগের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, মহাপুরুষ শিষ্যমণ্ডলীকে আফ্রিকায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ধর্ম্ম-প্রচারের পঞ্চম বর্ষে তাঁহার জামাতা মহাত্মা ওস্মান, বার জন পুরুষ ও পাঁচ জন স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে আফ্রিকায় গমন পূর্ব্বক, তথাকার খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট্ নজ্জাসীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। * কিছুকাল পরে কেহ কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু পুনঃ উৎপীড়িত

হওয়ায় আফ্রিকায় গমন করিতে আদিষ্ট হন। পঁচাশি জন পুরুষ ও আঠার জন স্ত্রীলোক এবং তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ তথায় গমন করিয়া, নরপতি নজ্জাসীর আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। কোরেশ্‌গণ সেই দেশত্যাগী মুসলমানদিগকে হস্তগত করিবার জন্য, নজ্জাসীর নিকট বিবিধ উপহার সহ দূত প্রেরণ করিল; কিন্তু সেই ন্যায়বান্ নরপতি কিছুতেই তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। পরে কোরেশ্‌গণ মহাপুরুষ ও তদীয় শিষ্য মণ্ডলী এবং আবদুল মোত্তালেবের সমগ্র বংশের উপর খড়্গহস্ত হইল। অগত্যা আবুতালেবকে আত্মীয় স্বজনবর্গের সহিত, এক গিরিসঙ্কটে তিন বৎসর কাল অবরুদ্ধভাবে থাকিতে হয়। এই সময় তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। অবরুদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি লাভের অল্পদিন পরেই অন্যূন আশি বৎসর বয়ঃক্রম কালে আবুতালেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পিতৃ স্থানীয় জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুতে, মহাপুরুষ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আবার জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁহার সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী পরমসাধ্বী খোদেজা দেবীও পরলোক গমন করেন; এই ঘটনার কিছুদিন পরে মহাপুরুষ, প্রিয় শিষ্য মহাত্মা আবুবকরের কন্যা আয়েসা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

আবুতালেবের মৃত্যুর পর, কোরেশ্‌গণ মহাপুরুষের প্রতি অত্যাচার করিবার বিলক্ষণ সুবিধা পাইল। তাহাদের দারুণ অত্যাচারে মহাপুরুষ মক্কার সত্তর মাইল দূরবর্ত্তী তায়েফ্ নগরে গমন পূর্ব্বক, তথায় ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন; কিন্তু তত্রত্য পৌত্তলিক অধিবাসিগণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করাতে তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

ইহার পর একদা হজ্জব্রতের * সময় মদিনা নগরীর ক্ষমতাশালী খজরজ ও আওস বংশীয় দ্বাদশ জন লোক মহাপুরুষের নিকট আসিয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ শিক্ষা প্রদান জন্য

* জেলহজ্জ মাসে মক্কায় গিয়া কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ ও উহাতে উপাসনা করা এবং মক্কার অদূরবর্ত্তী আরফাতের মাঠে সমবেত হওয়া।

তিনি একজন শিষ্যকে তাঁহাদের সঙ্গে মদিনায় পাঠাইয়া দেন। সেই শিষ্য মদিনায় ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলে, ক্রমশঃ নানা সম্প্রদায়ের লোক দলে দলে ইস্‌লাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। অল্পদিনের মধ্যেই আওস্ ও খজরজবংশীয় সমুদয় প্রধানপ্রধান লোক পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মদিনায় ইস্‌লামের ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইলে, তত্রত্য অধিবাসিগণ মহাপুরুষকে তথায় আনয়ন জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া, সত্তর জন সম্ভ্রান্ত লোককে প্রতিনিধি স্বরূপ মক্কা নগরে প্রেরণ করেন। এই সময় কোরেশ্‌গণ মুসলমানদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করাতে, মহাপুরুষ স্বীয় প্রিয় শিষ্যদিগকে মদিনায় গমন করিতে আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে শিষ্যগণ ক্রমশঃ মদিনা নগরে চলিয়া যান।

অতঃপর মহাপুরুষ স্বয়ং ও তদীয় অতি প্রিয়শিষ্য মহাত্মা আবুবকর, ৬২২ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে, ৫ই রবিওল আউওল সোমবার দিন, গুপ্ত ভাবে মদিনায় যাত্রা করেন। মহাপুরুষের মক্কা হইতে মদিনায় প্রস্থান করাকে "হেজরৎ" বলে; এই হেজরৎ হইতেই মুসলমানদিগের ব্যবহৃত হিজরী সন আরম্ভ হয়। পথে কোরেশ্‌দিগের হস্ত হইতে অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়া মহাপুরুষ মদিনায় উপনীত হইলে, তথায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে পরমসমাদরে গ্রহণ করেন।

মহাপুরুষ ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী মদিনায় গমন করিলে, কোরেশ্‌গণ তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পায়। এক বৎসর পরে তাহারা মদিনা আক্রমণ করে। মহাপুরুষও স্বীয় অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য সঙ্গে লইয়া, কোরেশ্‌দিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। বদর নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে জয়ী এবং বিপক্ষ দলের প্রধান প্রধান কোরেশ্‌গণ নিহত ও বন্দী হয়। তৎপরে বনিকিকার য়িহুদিগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, য়িহুদিগণ ও পরাজিত হইয়া মহাপুরুষ মোহাম্মদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় হিজরীতেই মহাপুরুষের প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমা দেবীর সহিত, তদীয় জ্যেষ্ঠতাত পুত্র মহাত্মা আলির শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তৃতীয় হিজরীতে ওহোদ নামক স্থানে কোরেশ্‌দিগের সহিত, মহাপুরু-

যের এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটে। ইহাতে মুসলমানগণ পরাস্ত হয় ও কোরেশ্‌গণ জয় লাভ করে। এই বৎসরেই ফাতেমা দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম * হাসনের জন্ম হয়। পর বৎসর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র জগদ্বিখ্যাত ইমাম হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম হিজরীতে কোরেশ্‌ দলপতি আবুসুফিয়ান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দশ সহস্র যোদ্ধা লইয়া মদিনা আক্রমণ করেন, মহাপুরুষ তিন সহস্র মাত্র সৈন্য সহ শত্রুদলের গতি প্রতিরোধার্থ তাহাদের সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধে কোরেশ্‌গণ পর্য্যুদস্ত হইয়া পলায়ন করে।

ষষ্ঠ হিজরীতে মহাপুরুষ মোহাম্মদ স্বীয় জন্মভূমি মক্কার ভ্রমান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোরেশ্‌দিগকে ইস্‌লামে দীক্ষিত করিবার জন্য আর এক বার চেষ্টা করেন। জেল্কদ মাসে যুদ্ধাদি নিষিদ্ধ বলিয়া, মহাপুরুষ পনরশত শিষ্যসহ তীর্থ দর্শন মানসে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন, পরে কোরেশ্‌দিগের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে, মহাপুরুষ মোহাম্মদ এবার মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন; পর বৎসর হইতে প্রতি বৎসর মক্কায় আসিয়া হজ্জ্‌-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন। এই বৎসর তিনি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আবিসিনিয়া রাজ, রোমক সম্রাট্‌, মিসরের শাসনকর্ত্তা এবং অন্যান্য স্থানের নরপালদিগের নিকট দূত প্রেরণ করেন।

সপ্তম হিজরীর প্রসিদ্ধ ঘটনা খাএবারের যুদ্ধ। খাএবারে য়িহুদীদিগের আটটী সুদৃঢ় ও দুর্জ্জয় দুর্গ ছিল। তত্রত্য য়িহুদিগণ অন্যান্য য়িহুদীদিগের সহিত মিলিত হইয়া, মুসলমানদিগের উচ্ছেদ সাধনার্থ যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়। মহাপুরুষ তাহাদের ষড়্‌যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া, চৌদ্দশত শিষ্য সহ মহরম মাসে মদিনা হইতে খাএবার অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথমতঃ কয়েকটী সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে মুসলমানগণ জয়ী হইলেও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে মুসলমানগণ মহাবীর আলীর নেতৃত্বাধীনে, দুর্জ্জয়-দুর্গ-পরিবেষ্টিত এই খাএবার ভূমি অধিকার করেন।

খাএবারের যুদ্ধ যাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, মহাপুরুষ হজ্জ্‌ব্রত

---

* ইমাম—ধর্ম্মনেতা, ধর্ম্ম-গুরু। ইমাম হাসন হইতে তদ্বংশীয় দ্বাদশ জন মহাত্মা, সাধারণতঃ ইমাম বলিয়া অভিহিত হন।

সম্পাদনার্থ দুই সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে মক্কায় গমন করেন। কোরেশ্‌গণ তাঁহার আগমনে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। মহাপুরুষের সদ্‌গুণ ও সদাচার পরম্পরায় মোহিত হইয়া, মক্কার বহুসংখ্যকলোক এই সময় ইস্‌লামে দীক্ষিত হয়। মহাপুরুষ মক্কায় তিন দিন অবস্থান পূর্ব্বক, মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে বস্রার শাসনকর্ত্তা জাবালা ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। মহাপুরুষ মদিনায় উপনীত হইবার কয়েক দিন পরেই, জাবালার নিকট হইতে উক্ত সুসংবাদ সহ প্রচুর উপহার প্রাপ্ত হন। পরে আম্মানের শাসনকর্ত্তা ফারোয়া-বিন-আমেরের নিকট হইতেও ঐরূপ সুসংবাদ এবং উপঢৌকন আসিয়া উপস্থিত হয়।

অষ্টম হিজরীতে প্যালেষ্টিন, সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য রাজ্য বিজেতা অদ্বিতীয় বীরপুরুষ মহাত্মা খালেদ্‌-বিন্‌-অলিদ ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। এই বৎসর সিরিয়ার নিকটস্থ মূতার খৃষ্টানদিগের সহিত এক ভয়ঙ্করযুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রথমে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শেষে মহাবীর খালেদ্‌-বিন্‌-অলিদ সেনাপতিত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক, অসাধারণ পরাক্রম সহকারে শত্রু সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিদলিত ও বিধ্বস্ত করিয়া, জয়পতাকা উড্ডীন করেন। এই যুদ্ধে মহাবীর খালেদের নয় খানি তরবারি ভগ্ন হওয়ায় তিনি "সৈয়ফোল্লা" অর্থাৎ "ঈশ্বরের তরবারি" নামে অভিহিত হন।

কোরেশ্‌গণ সন্ধি ভঙ্গ করাতে, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। মূতার যুদ্ধের কিছু দিন পরে মহাপুরুষ এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার আদেশে অবিলম্বে দ্বাদশ সহস্র মুসলমান যুদ্ধার্থ সসজ্জ হইল। ১০ই রমজান এই বিশাল মুসলমান বাহিনী মক্কাভিমুখে আগমন করিল। মহাপুরুষের পিতৃব্য মহাত্মা আব্বাস্‌ ও মক্কার সর্ব্ব প্রধান কোরেশ্‌ দলপতি আবুসুফিয়ান প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া ইস্‌লাম গ্রহণ করেন। অতঃপর সমগ্র মুসলমান সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, মক্কায় প্রবেশ করিল। যিনি আট বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত দীনহীন নিরাশ্রয়ের ন্যায় গুপ্তভাবে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আজ তিনিই প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের ন্যায় মহাসমারোহে সেই জন্মভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

মহাপুরুষ মক্কায় আগমন করিয়া, কাবা গৃহস্থিত তিন শত ষাটটি দেবমূর্ত্তির ধ্বংস সাধন করিলেন। কোরেশগণ নির্ব্বাক্ হইয়া, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে লাগিল। অনন্তর মক্কার ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র সকল শ্রেণীর নরনারী দলে দলে আসিয়া, ইস্লাম গ্রহণ করিতে লাগিল। মহাপুরুষ ইহার পর মক্কা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের দেবমূর্ত্তির ধ্বংস-সাধন ও সমগ্র অধিবাসিদিগকে একেশ্বরবাদধর্ম্মে আনয়ন করেন।

একাদশ হিজরীতে মহাপুরুষ হঠাৎ জ্বররোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ১২ই রবিওলআউওল সোমবার (৬৩২ খৃঃ অব্দের ৮ই জুন) মহাপুরুষের পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেল। সমগ্র আরবদেশ যেন এক প্রবল ভূকম্পনে কম্পিত হইল। আরবের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র শোকের ভীষণ ঝটিকা সমুত্থিত হইল। তিনি চলিয়া গেলেন, কিন্তু তৎপ্রচারিত একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের জ্যোতিঃ দিন দিন প্রসারিত হইয়া, ক্রমশঃ সমগ্র ভূমণ্ডল আলোকিত করিল। আজ পৃথিবীর প্রায় ত্রিংশৎ কোটি অধিবাসী সেই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণা করিতেছে; যে আরবদেশ মূর্খতা ও কুসংস্কারের দুর্ভেদ্যদুর্গ স্বরূপ ছিল; যেখানে একতা, ভ্রাতৃভাব, মায়া, মমতা, ভক্তি, স্নেহ, সৌজন্য, সরলতা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলির নাম গন্ধও ছিলনা; যে দেশের অধিবাসিগণ জড়োপাসনাকেই আপনাদের পারলৌকিক মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করিত; দ্বেষ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, বিবাদ, বিসম্বাদ, হত্যাকাণ্ড, ব্যভিচার, প্রভৃতি যে জাতির নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও চরিত্রের প্রধান উপাদান ছিল। একেশ্বরবাদ ধর্ম্মপ্রচারক মহাপুরুষ মোহাম্মদের কঠোর সাধনা, অলৌকিক আত্মত্যাগ, অটল বিশ্বাস, অমানুষী সহিষ্ণুতা, অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠা, এবং প্রধানতঃ ঈশ্বরচিন্তা, ঈশ্বরভীতি ও ঈশ্বরপ্রেমের বলে, সেই পশুপ্রকৃতি নরনারীর জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইল, সমগ্র আরববাসী একেশ্বরবাদ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, সর্ব্বপ্রকার কদাচার, কুপ্রথা ও কুসংস্কার পরিহার পূর্ব্বক, ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র হইয়া উঠিল। ঈশ্বরের প্রেম তাহাদের পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিল। ক্রমশঃ তাহারা

পবিত্রভ্রাতৃভাব ও একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, এক অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী জাতিতে পরিণত হইল। পৃথিবীর তদানীন্তন প্রধান প্রধান সম্রাট্ ও পরাক্রান্ত জাতিগণ, সেই অল্পসংখ্যক আরবদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিল। অল্পকাল মধ্যেই আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে এশিয়ার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র প্রাচীন পৃথ্বীখণ্ডে ইস্‌লামের অর্দ্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল।

(খলিফাদিগের বিবরণ।) মহাপুরুষ মোহাম্মদের পরলোক প্রাপ্তির পর, মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। মহাত্মা আবুবকর, ওমর, ওস্‌মান এবং আলি এই সর্ব্বপ্রধান শিষ্য-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই নেতৃত্বপদের যোগ্য ছিলেন। মহাত্মা আবুবকর সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও উৎসাহী ছিলেন এবং মহাপুরুষের প্রতি তাঁহার অটল ভক্তি ছিল। তিনি মহাপুরুষের নিত্য সহচর ছিলেন এবং শত্রুদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করিতেন। মহাপুরুষের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী আয়েসা দেবী তাঁহারই দুহিতা। মহাপুরুষ মুমূর্ষু অবস্থায়, তাঁহাকেই উপাসনাকালে আচার্য্যের কার্য্য এবং অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। মহাত্মা ওমরের প্রতি কোরাণ সংগ্রহের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার উদারতা, বীরত্ব ও যুদ্ধনৈপুণ্য সর্ব্বজনপ্রশংসনীয় ছিল। ইস্‌লামের প্রাধান্য ও দৃঢ়তা রক্ষণে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। মহাত্মা ওস্‌মান মহাপুরুষের প্রিয়তম শিষ্য ও জামাতা ছিলেন। ইস্‌লামের উন্নতিকল্পে তিনি স্বীয় বিপুলঐশ্বর্য্য অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যয় করিয়াছিলেন। মহাত্মা আলি, মহাপুরুষের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র ও প্রিয়তমা কন্যা ফাতেমা-দেবীর স্বামী ছিলেন। তিনি সমগ্র সদ্‌গুণের আধার ও ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও যুদ্ধনৈপুণ্যে ইস্‌লামের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই চারি জনের মধ্যে কাহার হস্তে সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ভার অর্পিত হইবে, তাহার মীমাংসা জন্য মদিনার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সমবেত হইলেন। সর্ব

প্রথমে ইহাই নির্দ্ধারিত হইল যে, মুসলমানদিগের নেতৃত্ব বংশানুক্রমিক না হইয়া, নির্ব্বাচন-প্রথানুযায়ী হইবে। সমবেত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিষম বাদানুবাদ দর্শনে, মহাত্মা ওমর সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হইয়া, মহাত্মা আবু-বকরকে মহাপুরুষের প্রিয়তম এবং বিশ্বস্ত অনুচর প্রমাণ পূর্ব্বক, তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপরে প্রায় সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করাতে, মহাত্মা আবুবকর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া মনোনীত হইলেন। তিনি কোনও রাজো-পাধি ধারণ করিতে অস্বীকার করিয়া, কেবল "খলিফা" অর্থাৎ উত্তরা-রাধিকারী উপাধি ধারণ করিলেন, এবং ঘোষণা করিলেন, "আমি বিদ্বেষ ও পক্ষপাত শূন্য হইয়া কার্য্য করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। আমি যে পরিমাণে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের আজ্ঞা প্রতিপালন করি, হে মুসলমানগণ! তোমরাও সেই পরিমাণে আমার আজ্ঞা পালন করিবে। যদি আমি তাঁহা-দের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে তোমাদের উপর আমারও কোন ক্ষমতা থাকিবেনা; আর যদি কোন কার্য্যে ভ্রম প্রমাদ ঘটে, তবে তোমরা তাহা সংশোধন করিয়া দিবে।"

মহাপুরুষ মোহাম্মদের পরলোক প্রাপ্তির পর আরবের চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। মক্কা, মদিনা ও তায়েফ্ ব্যতীত আর কোথাও খলিফার প্রাধান্য রহিলনা। এমন কি, একদল বিদ্রোহী মদিনা আক্রমণ করিল, মহাবীর খালেদ্ বিন্-অলিদ্ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মহাপুরুষের জীবিত কালে মোস্‌লেমা নামক এক ব্যক্তি আপনাকে প্রেরিত পুরুষ (পয়গম্বর) বলিয়া ঘোষণা করিয়া বহু-সংখ্যক লোককে স্বীয় কল্পিত ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। এক্ষণে সে লোহিত-সাগর ও পারস্যোপসাগরের মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ "এমামা" প্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিল। মহাবীর খালেদ্ একদল পরাক্রান্ত সৈন্যসহ তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তিনি পথিমধ্যে অপর কতিপয় বিদ্রোহী দল-পতিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া মোস্‌লেমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মোস্-লেমার সৈন্য ও সেনানীগণ বিপুল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। মোস্‌লেমা নিহত হইলে, তাহার হতাবশিষ্ট অনুচরগণ ইস্‌লামে

পুনর্ব্বার দীক্ষিত হইল। খলিফা যে সমস্ত সেনাপতিকে বিদ্রোহ দমনার্থ ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হন। মোস্‌লেমার অনুচরদিগকে বশীভূত করিয়া মহাবীর খালেদ্ অন্যান্য সেনানীদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই বাহু-বিক্রমে ও অসাধারণ রণপাণ্ডিত্যে একবৎসরের মধ্যে আরবের সর্ব্বত্র ইস্‌লামের প্রাধান্য পুনঃ সংস্থাপিত হইল। এই ভয়ঙ্করবিদ্রোহে মুসলমানদিগের অপেক্ষা বিদ্রোহী দিগের সংখ্যা দুই শত গুণেরও অধিক ছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস ও প্রদীপ্ত উৎসাহ প্রভাবে সেই সর্ব্ব-ব্যাপী ভীষণ বিদ্রোহ-বহ্নি অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

আরবের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হইলে, সমগ্র পৃথিবীতে ইস্‌লাম প্রচার সম্বন্ধে মহাপুরুষের যে আদেশ ছিল, খলিফা সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে ইউফ্রেটীস নদী ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী ফল-শস্যসম্পন্ন পরম সমৃদ্ধ সুবিস্তীর্ণ সিরিয়াদেশ আক্রমণের উদ্যোগ হইল। কনষ্টান্টিনোপলের গ্রীক্ সম্রাট্ হিরাক্লিয়াস্, সিরিয়া রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। এই বিস্তীর্ণ প্রদেশ দুর্গবদ্ধ প্রধান প্রধান নগর পরম্পরায় সুরক্ষিত ছিল। আরবেরা বহুপূর্ব্ব হইতে এই দেশের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিল। আরবের খাদ্য দ্রব্য ও শস্যাদি সমস্তই সিরিয়া দেশ হইতে আনীত হইত। ইহা "প্রচুরতার দেশ" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। আরবেরা বাণিজ্যোপলক্ষে সর্ব্বদা এই দেশে যাতায়াত করিত। খলিফা এই সমৃদ্ধদেশ আক্রমণ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আহ্বান করিলেন, আরবের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া মদিনায় উপস্থিত হইল। অনতিবিলম্বে এক দল আরব সৈন্য সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদিগের যাত্রা কালে খলিফা সৈন্যাধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সৈন্যদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, শত্রুকে কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবেনা, যুদ্ধে জয়ী হইলে বৃদ্ধদিগকে বিনাশ করিও না এবং স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে রক্ষা করিও, খর্জ্জুর কিংবা অন্যান্য ফলবান বৃক্ষ নষ্ট করিওনা, শস্যক্ষেত্র দগ্ধ করিওনা, খাদ্যের জন্য আবশ্যক না হইলে গৃহপালিত জন্তুদিগকে হত্যা

আশ্রম ও দেবালয়ের লোকদিগকে সম্মান করিও, এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-মন্দির গুলি রক্ষা করিও।" তৎপরে একদল সৈন্য প্যালেষ্টাইন, একদল দামেস্ক এবং একদল জর্ডান অভিমুখে গমন করিল। সেনাপতিগণ আবশ্যক মত পরস্পরের সাহায্য করিতে আদিষ্ট হইলেন। পারস্য-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ইরাক প্রদেশ আক্রমণের জন্য মহাবীর খালেদের অধীনে স্বতন্ত্র একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। খালেদ্ প্রথমতঃ হিরা রাজ্য আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য শাসনকর্ত্তাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিলেন, এবং সেই রাজ্যের উপর সপ্ততি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা বার্ষিক কর ধার্য্য করিলেন। বিদেশে আরবদিগের ইহাই সর্ব্বপ্রথম কর স্থাপন। তৎপর খালেদ্ আয়লা আক্রমণ ও বশীভূত করিলেন। পারসীক সৈন্যগণ মুসলমানদিগকে বাধা দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না; দুর্গের পর দুর্গ নগরের পর নগর খালেদের হস্তগত হইতে লাগিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহ বহু-সংখ্যক উষ্ট্র যোগে মদিনায় প্রেরিত হইল। অতঃপর খালেদ ইউফ্রেটিস্ নদী-তীরে ইস্লাম-জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ইস্লাম ধর্ম্মগ্রহণ, অন্যথা কর প্রদান জন্য পারস্য সম্রাট্‌কে আহ্বান করিলেন; এবং ইহাও জানাইলেন, "যদি তুমি ইহার কোন প্রস্তাবেই সম্মত নাহও, তাহা হইলে যাহারা সম্মুখ সংগ্রামে জীবনবিসর্জ্জন প্রাণাপেক্ষা স্পৃহনীয় মনে করে, এরূপ একদল সৈন্যসহ, অচিরে তোমার রাজ্য আক্রমণ করিব।"

এদিকে সিরিয়ার বিজয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত না হওয়ায়, খলিফা মহাবীর খালেদ্‌কে তত্রত্য সৈন্যের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি-পদে বরণ করিয়া, সত্বর তথায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে খালেদ অন্যান্য সেনাপতিদিগের হস্তে পারস্য বিজয়ের ভার অর্পণ করিয়া, স্বয়ং অনিবার্য্য বিক্রমে সিরিয়া অভিমুখে অভিযান করিলেন। প্রথমে তিনি বস্রা নগরী আক্রমণ করেন, সিরিয় ভাষায় বসরা শব্দের অর্থ নিরাপদের দুর্গ। এই নগরী সুদৃঢ় দুর্গবদ্ধ ও-সুরক্ষিত ছিল বলিয়া উপরোক্ত নামে অভিহিত হইত। বসরার শাসন-কর্ত্তা রোমেনাস, মুসলমানদিগের বল বিক্রমের বিষয় অবগত হইয়া, কর প্রদানে সম্মত ছিলেন; কিন্তু নগরের অধিবাসিগণ তাঁহার

প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর খালেদ্ ভীষণ সংগ্রামে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। রোমেনাস, দ্বন্দ্বযুদ্ধ ব্যপদেশে খালেদের নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রস্তাব করিলেন, "আমি মনে মনে অনেক দিন হইতেই মুসলমান; যদি আপনি আমার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করেন; তবে আমি প্রকাশ্যে ইস্লাম গ্রহণ করিয়া, বসরা নগরী আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি।" খালেদ্ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অতঃপর রাত্রিকালে নগর প্রাচীরের কিয়দংশ ভগ্ন করিয়া, রোমেনাস মুসলমান সৈন্যদিগকে নগরে প্রবেশ করাইলেন। নৈশযুদ্ধে বহুসংখ্যক নগরবাসী নিহত হইলে, নগরের অবশিষ্ট অধিবাসিগণ আরব সেনাপতির বশ্যতা স্বীকার করিল।

বসরা হস্তগত হওয়াতে মুসলমানদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল; বিজয়োৎফুল্ল সৈন্যদিগকে লইয়া সেনাপতি খালেদ্, সুপ্রসিদ্ধ দামেস্ক নগর জয় করিতে প্রস্তুত হইলেন। দামেস্ক অতি মনোহর, সুবিস্তৃত, জনপূর্ণ, সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী নগর, পৃথিবীর মধ্যে ইহা একটি অতি প্রাচীন নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ। খালেদ্ প্রবল পরাক্রম ও বিশেষ দক্ষতার সহিত দামেস্ক আক্রমণ করিয়া, রোমক সৈন্যদিগকে পরাজিত এবং তাহাদের সেনাপতিকে বন্দী ও নিহত করিলেন। রোমক সম্রাট্ হিরাক্লিয়াস্ দুইবার সৈন্য প্রেরণ করিলেন; প্রথমবার একলক্ষ এবং দ্বিতীয়বার সপ্ততি সহস্র। ইহারা বিপুল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইল। খালেদের সৈন্য সংখ্যা রোমকদিগের এক তৃতীয়াংশও ছিলনা; তথাপি তিনি অধিকাংশ রোমক সৈনিকের নিপাত সাধন করিয়া, বিজয়শ্রীর অধিকারী হইলেন। এই ভীষণ যুদ্ধ "আজনা দিন" ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, এইজন্য উহা "আজনাদিনের মহাসংগ্রাম" বলিয়া প্রসিদ্ধ। দামেস্কের অধিবাসিগণ সম্রাটের জামাতা টমাসের নেতৃত্বাধীনে মুসলমানদিগকে বাধা দিতে অনেক উপায় অবলম্বন করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলনা। অবশেষে এক বৎসরেরও অধিক কাল যুদ্ধ এবং অবরোধের পর নগরের অধিবাসিগণ

আরব সেনাপতির বশ্যতা স্বীকার ও তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল; সুতরাং দামেস্কের উন্নত দুর্গপ্রাচীরে মুসলমান বিজয়পতাকা উড্ডীন হইল। অতঃপর যাহারা খলিফাকে নিয়মিত কর দিতে সম্মত হয়, তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে থাকিয়া দামেস্কে বাস করিতে অনুমতি দেওয়া হইল, অবশিষ্ট লোকেরা আপনাদের সামগ্রীসম্ভারসহ রোমক শাসিত প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল। যে দিন দামেস্ক নগর মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়, সেই দিনেই—অর্থাৎ ত্রয়োদশ হিজরীর ১১ই জমাদিয়স্সানি তারিখে, মহানুভব খলিফা আবুবকর ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমে জ্বররোগে দেহত্যাগ করেন। মহাত্মা আবুবকর দুই বৎসর তিন মাস মাত্র মণ্ডলীর নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

খলিফা মহাত্মা আবুবকর অত্যন্ত ন্যায় পরায়ণ, শান্ত প্রকৃতি, মিতাচারী, মিতব্যয়ী এবং স্বার্থশূন্য পুরুষ ছিলেন। উপযুক্ত দক্ষতা, তেজস্বিতা এবং উৎসাহের সহিত নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার জন্য, তাঁহার শাসনকাল বিখ্যাত। সকলেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং সম্মান প্রদর্শন করিত; সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে মণ্ডলীর ব্যক্তিমাত্রেই দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্র ও আচরণ এরূপ উন্নত ও আদর্শ স্থানীয় ছিল যে, মহাত্মা ওমর বলিতেন, "তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের পক্ষে তাঁহার অনুকরণ করা দুঃসাধ্য।"

মৃত্যুকালে মহাত্মা আবুবকর, মহাত্মা ওমরকে উত্তরাধিকারিত্বে মনোনীত করাতে তিনি বলিলেন, "এই গুরুতর ভার হইতে আমাকে রক্ষা করুন, আমি খলিফার পদ চাহিনা।" মুমূর্ষু আবুবকর উত্তর করিলেন, "তুমি খলিফার পদ না চাহিলেও, খলিফার পদ তোমাকে চায়।" মহাত্মা আলি, আয়েসা দেবী ও অন্যান্য সকলেই ওমরের খলিফা পদে অভিষিক্ত হওয়ার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। তিনি খলিফা পদে অভিষিক্ত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে সিরিয়া বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। মহাত্মা খালেদের বীরত্ব ও যুদ্ধনৈপুণ্য অসাধারণ ও অমানুষিক ছিল বটে, কিন্তু তিনি কিয়ৎ পরিমাণে অব্যবস্থিত চিত্ত, উদ্ধত স্বভাব, দুঃসাহসী এবং অপব্যয়ী ছিলেন। বিপজ্জনক দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কিছুমাত্র বিবেচনা করিতেন না। এরূপ লোককে বিদেশবিজয়ে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের-

পদে সংস্থাপিত রাখা, খলিফা যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেননা। তিনি ধীর-গম্ভীর, মহাপুরুষের প্রাথমিক শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম মহাত্মা আবুওবেদকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। ইনি বয়োবৃদ্ধ, নম্রস্বভাব, দয়ালু অথচ সাহসী ও যুদ্ধকুশল বীরপুরুষ ছিলেন। ইনি দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, সৈন্যদিগকে বিপন্ন করিতেন না। ইহার নিয়োগ ও নিজের পদচ্যুতিতে মহাবীর খালেদ দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু আবু-ওবেদের অধীনে কার্য্য করিতে, এবং ইস্লামের প্রচার ও উন্নতি সাধনরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যে পূর্ব্ববৎ অটল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রহিলেন।

দামেস্কে পাঁচশত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য রাখিয়া, আবুওবেদ সিরিয়ার অবশিষ্টাংশ বিজয়ে বহির্গত হইলেন; অল্পকাল মধ্যেই তিনি বাল্‌-বেক ও ইমিসা জয় করিলেন। আরবদিগের পূর্ব্বোক্তরূপ জয়পরম্পরায় ভীত হইয়া সম্রাট্ হিরাক্লিয়াস্ তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক দল সৈন্য প্রেরণ করি-লেন। অন্যূন সপ্তলক্ষ সমর নিপুণ রোমক যোদ্ধ্‌পুরুষ ও ষষ্টিসহস্র পরা-ক্রান্ত আরব সৈনিকে এই বিশাল সৈন্য দল গঠিত ছিল; খলিফা ইহা জানিতে পারিয়া মদিনা হইতে অশীতিসহস্র নূতন সৈন্য পাঠাইলেন। এরমুক ক্ষেত্রে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সংঘটিত হয়। ক্রমাগত কয়েকদিন পর্য্যন্ত ঘোর-তর যুদ্ধ চলিল; কয়েকটী সামান্য যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হইল। কিন্তু অব-শেষে আরবদিগের ভীষণ প্রতাপে রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল; হতাবশিষ্টেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। ৬৩৬ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে এই দুইদলে ভয়ঙ্কর ও সর্ব্বসংহারক যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এরমুক যুদ্ধে বিজয়লাভের সংবাদ মদিনায় পঁহুছিলে, খলিফা পবিত্র নগর জেরুজেলম জয় করিতে আদেশ করিলেন। মুসলমানেরা চারি মাস পর্য্যন্ত এই নগর অবরোধ করিয়া রাখিল। অবশেষে জেরুজেলমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রকাশ করিলেন যে, খলিফা স্বয়ং আসিয়া গ্রহণ করিলে, তাঁহারা এই নগর তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই সংবাদ পাইয়া খলিফা স্বয়ং আসিয়া ৬৩৭ খৃঃ অব্দে জেরুজেলম গ্রহণ করিলেন। তথায় দশ দিন অবস্থানের পর, সিরিয়ার অবশিষ্টাংশ বিজয় সম্বন্ধে আবশ্যক মত উপদেশ

মিতাচারিতা, অবিলাসিতা ও সরলতার জন্যই আরবেরা এরূপ ক্ষিপ্র-কর্ম্মা ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিল। রোমীয়দিগের ন্যায় বিলাসিতা ও জাঁকজমকে তাহারা একেবারেই অনভ্যস্ত ছিল। আরবগণ সামান্য জল ভিন্ন আর কিছু পান করিতনা, তণ্ডুল ও ফল ভিন্ন কিছুই আহার করিতনা, এবং স্বদেশের সামান্য মোটা বস্ত্র ভিন্ন অন্য প্রকার বস্ত্রাদি পরিধান করিতনা; ইহার উপর তাহাদের অধিকাংশ সময় উপবাস-ব্রত পালনে অতিবাহিত হইত। তাহাদের খাদ্য এবং পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও আড়ম্বর না থাকাতে, সহজে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারিত, এবং যুদ্ধ ক্লেশ সহ্য করিতেও অভ্যস্ত ছিল। সিরিয়াতে যাহাতে তাহারা কোনও প্রকার বিলাসি ব্যসনে লিপ্ত না হয়, খলিফা সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কোন কোন সৈনিক পুরুষ মদ্যপান করিতে শিখিয়াছে শুনিয়া খলিফা তাহাদের কঠোর দণ্ড-বিধান করেন। জেরুজেলম গমন কালে, পথিমধ্যস্থ এক আরব শিবিরে, উৎকৃষ্ট রেসমী বস্ত্র পরিহিত কতিপয় আরব সৈন্য দেখিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে টানিয়া কর্দ্দমে ফেলিতে, এবং তাহাদের মূল্যবান্ রেসমী বস্ত্রগুলি ছিন্ন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। খলিফার আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল। আর একবার তিনি শুনিতে পাইলেন যে,কুফার শাসনকর্ত্তা এক মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, পারস্য রাজের রাজ-প্রাসাদস্থ বহুমূল্য গৃহ-সজ্জা দ্বারা তাহা সজ্জিত করিয়াছেন; এরূপ কার্য্য পরম্পরায় আরবগণ ক্রমশঃ স্বদেশের মিতাচার ভুলিয়া গিয়া বিলাসিতা শিখিবে, এই আশঙ্কায় তিনি কুফার শাসনকর্ত্তাকে শিক্ষা দিবার জন্য, তথায় একজন অনুচর প্রেরণ করিলেন। তিনি কুফায় উপস্থিত হইয়া, সমুদায় বহুমূল্য সামগ্রী সহ সেই গৃহ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিলেন। যতদিন আরবেরা স্বদেশীয় প্রথা ও প্রেরিত মহাপুরুষের উপদেশ, এবং খলিফাদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিল, ততদিন তাহাদের প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। তাহাদিগের মধ্যে বিলাসিতা প্রবেশ করাতেই, বিজিত রাজ্য সকল ক্রমশঃ তাহাদের হস্তচ্যুত হয়, এবং ইস্লামের জলন্ত প্রভাব নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

খলিফা জেরুজেলম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রধান সেনাপতি আবু-

ওবেদ আলিপো আক্রমণ করিলেন। সিরিয়ার আর কোন নগর অধিকারে এরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম ও আরবদিগের এতাদৃশ বলক্ষয় হয় নাই। আলিপোর খৃষ্টীয়ান শাসনকর্ত্তা ইউকেনা অত্যন্ত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মুসলমানেরা পাঁচ মাস পর্য্যন্ত আলিপো অবরোধ করিয়া একদা রাত্রিকালে গুপ্তভাবে দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক উহা অধিকার করিল। ইউকেনা এবং আরও বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান রোমক বীর ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইস্লামের অনেক শত্রু ইস্লাম গ্রহণ করার পর ইহার বিস্তার ও উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন; ইউকেনা তাহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার কৌশল, উদ্যোগ, বীরত্ব, ইস্লামহিতৈষণা—পক্ষান্তরে স্বজাতিদ্রোহিতা প্রভাবেই অনেক নগরও জনপদ সহজে মুসলমান সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল।

এণ্টিওক নগর সিরিয়ার রাজধানী ছিল। রোমক সম্রাট্ হিরাক্লিয়াস্ এই স্থানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ইউকেনা সম্রাট্ সকাশে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, আমি কেবল নিজের প্রাণরক্ষার্থ প্রকাশ্যে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলাম; এক্ষণে সুযোগক্রমে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি, এবং ইস্লাম পরিত্যাগ করিয়া আবার খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। এই কথায় প্রতারিত হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকেই স্বীয় প্রধান পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিলেন। এই সময় আবুওবেদ সিরিয়ার অন্যান্য স্থান জয় করিতে করিতে এণ্টিওকে উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য দুর্গ অবরোধ করিলেন। ইউকেনা সম্রাটের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি মুসলমান বন্দিগণকে মুক্তি ও তাহাদিগকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক, দুর্গাভ্যন্তরে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত করিলেন। সম্রাট্ হিরাক্লিয়াস্ ইহা জানিতে পারিয়া, গুপ্তভাবে কনষ্টাণ্টিনোপলে পলায়ন করিলেন। এণ্টিওকের রোমক সৈন্যেরা ঘোরতর যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু অবশেষে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, ৬৩৮ খৃঃ অব্দের ২১এ আগষ্ট দিবসে উক্ত নগরী মুসলমানদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

জেরুজেলম বিজয়ের পর আমরু নামক সেনাপতি সিসেরিয়া আক্রমণ করিলেন। সম্রাট্ হিরাক্লিয়াসের পুত্র কনষ্টাণ্টাইন অনেক সৈন্যসহ এখানে

অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, ট্রিপোলি এবং টায়ার নগরী আরবদিগের হস্তগত হইয়াছে। এন্টিওক বিজয়ের পর ইউকেনা ট্রিপোলিতে উপস্থিত হন; তথায় তাঁহার খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় কেহই অবগত না থাকাতে, নাগরিকগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। তিনি সুযোগক্রমে নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়া মুসলমানদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরে ইউকেনার সাহায্যে প্রাচীন টায়ার নগরীও আরবদিগের হস্তগত হয়। এই সংবাদে ভীত হইয়া কনষ্টাণ্টাইন সিসেরিয়া হইতে কনষ্টাণ্টিনোপলে পলায়ন করিলেন, সুতরাং সিসেরিয়াও অবাধে মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। তৎপরে অল্পদিনের মধ্যেই সিরিয়ার অবশিষ্ট স্থান সমূহ আরবদিগের হস্তগত হয়। এইরূপে ক্রমাগত ছয় বৎসর কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর ৬৩৯ খৃঃ অব্দে সমগ্র সিরিয়া মুসলমানদিগের করকবলিত হইল। সিরিয়ার বিজয় কার্য্য শেষ হইলে, তথায় এক ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইয়া, লক্ষাধিক সিরিয়াবাসী এবং পঁচিশ সহস্র আরব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সর্ব্বসংহারক মহামারীতে প্রধান সেনাপতি আবুওবেদ এবং অন্যান্য কতিপয় বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ পরলোক গমন করেন। এই শোচনীয় ঘটনার অল্পদিন পরেই মহাবীর খালেদও মৃত্যুমুখে পতিত হন। একজন আরব কবি তাঁহার সিরিয়া বিজয়-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া একখানি কাব্য রচনা করাতে, খালেদ্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্রিশসহস্র রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করেন। ইহা খলিফার কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি পার্থিব সুনাম সুখ্যাতির একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না; তদ্ব্যতীত তাঁহার সন্দেহ হয় যে, খালেদ্ সরকারী ধন অপহরণ পূর্ব্বক এরূপ অপব্যয় করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ পরম্পরায় তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। যুদ্ধকার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত এবং কঠোর রণক্লেশে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। প্রিয় সহচর ও সহযোগিগণ একে একে অকালে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে—বিশেষতঃ বৃদ্ধবয়সে ঈদৃশ অপমান লাঞ্ছনায় তাঁহার বীরহৃদয় বিচূর্ণ ও স্বাস্থ্য

এককালে নষ্ট হইয়া গেল। বিচারে যদিও তিনি পুর্ব্বোক্ত অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পাইলেন, তথাপি এই লাঞ্ছনার পরে আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পরে, খলিফা মহাত্মা ওমর যখন জানিতে পারিলেন যে, একটী দাস এবং যুদ্ধের অশ্ব ও অস্ত্র ব্যতীত তিনি এ সংসারে আর কিছুই রাখিয়া যান নাই; তখন সেই মহাবীরের প্রতি নিতান্ত অবিচার হইয়াছে মনে করিয়া, সেই সুদূরবর্ত্তী সিরিয়াদেশে গমন পুর্ব্বক, তদীয় সমাধিস্থলে সন্তপ্ত হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন।

সিরিয়া বিজয়ের পর খলিফা মিসর বিজয়ের অনুমতি দিলেন। আম্‌রু নামক সেনাপতির হস্তে মিসর বিজয়ের ভার অর্পিত হইল। ৬৩৯ খৃঃ অব্দে আমরু মিসর-প্রবেশ দ্বার ফারওয়াক নামক স্থান অধিকার করেন। তখন তিনি সুয়েজ যোজকে খাল কাটিয়া লোহিত সাগর এবং ভূমধ্য সাগরকে সংযুক্ত করণার্থে খলিফার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এই খাল কাটা হইলে খৃষ্টীয়ানেরা জলপথে আরব আক্রমণের সুযোগ লাভ করিবে এই আশঙ্কায়, খলিফা আম্‌রুর প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না। পরে আম্‌রু মিসরের প্রাচীন রাজধানী মিস্‌রা জয় করিয়া, তৎকালীন রাজধানী আলেকজ্যাণ্ড্রিয়া মহানগরীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়া একে সুরক্ষিত নগরী ছিল, তদুপরি নগররক্ষক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রেরও অপ্রতুল ছিলনা। এরূপ সুরক্ষিত নগরী,তাদৃশ অত্যল্প সৈন্যের সাহায্যে আক্রমণ করা বাতুলের কার্য্য বলিয়া বোধ হইলেও, মহাবীর আমরু পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি দুর্জ্জয় সাহসে নির্ভর করিয়া আলেকজ্যাণ্ড্রিয়া আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বহুসংখ্যক সৈন্যসহ বন্দী হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মুক্তিলাভ করিলেন। পরাজিত হওয়াতেও মুসলমানদিগের উদ্যম অথবা সাহস ভঙ্গ হইল না। চৌদ্দমাস পর্য্যন্ত তাহারা আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়া অবরোধ করিয়া রহিল। অবশেষে তাহাদের অতুলধৈর্য্য,অনিবার্য্য উৎসাহ ও দুর্জ্জয় সাহসেরই জয় হইল। ৬৪০ খৃঃ অব্দে মিসরের রাজধানী মহানগরী আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ার উন্নতদুর্গ শিরে মুসলমানদিগের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল। কথিত আছে যে, আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ায় চারিসহস্র সুরম্য প্রাসাদ, পাঁচসহস্র স্নানাগার; চারিশত অভিনয় গৃহ বর্ত্তমান ছিল।

বহুসংখ্যক পুরাতন ও বহুমূল্য পুস্তকের এক প্রকাণ্ড পুস্তকাগার উক্ত মহানগরীর গৌরব ও প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছিল। * রাজধানী বশীভূত হওয়াতে মিসরের অন্যান্য অংশ অনতিবিলম্বে আরবদিগের হস্তগত হইল; এবং সমগ্র মিসরের কর এককোটি বিংশতি লক্ষ দিনার † ধার্য্য হইয়াছিল।

সিরিয়া এবং মিসর হস্তচ্যুত হওয়াতে সম্রাট্ হিরাক্লিয়াস্ নিদারুণ দুঃখ ও ক্ষোভে, আলেক্জ্যাণ্ড্রিয়া পরাজয়ের সাত সপ্তাহের মধ্যেই মানব-লীলা সংবরণ করিলেন; পরে তাঁহার পুত্র কনষ্টাণ্টাইন, কনষ্টাণ্টিনোপলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

---

* কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ মিসররাজ টলেমিসোটার এই পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ইহার একঅংশে চারিলক্ষ এবং অন্যঅংশে তিনলক্ষ পুস্তক ছিল। রোমক-বীর জুলিয়াস্ সিজারের সঙ্গে যুদ্ধকালে প্রথমোক্ত অংশ দগ্ধ হয়। মার্কএণ্টনি, মিসর-সুন্দরী ক্লিওপেট্রাকে যে দুইলক্ষ পুস্তক দিয়াছিলেন, তাহাও এই ভবনে সংরক্ষিত হইয়াছিল। উপর্য্যুপরি বিপ্লবে, বারংবার ইহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রত্যেক বারই গ্রন্থ সংখ্যা পূর্ণ করা হয়; ইহা ভিন্ন সময় সময় পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি করাও হইয়াছিল। কোন কোন ইতিহাস লেখক বলেন যে, এই পুস্তকালয় সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইবে, আমরু তৎসম্বন্ধে খলিফার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে, তিনি তদুত্তরে লিখিলেন, "এই সকল পুস্তকের সার, মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য হয় কোরাণানুযায়ী, নয় তাহার বিপরীত হইবে। যদি প্রথমোক্ত রূপ হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য কোরাণই যথেষ্ট, এই সকল পুস্তকের কোন আবশ্যক নাই। আর যদি কোরাণের বিপরীত হয়,তবে উহা বিশেষ অনিষ্টকর; সুতরাং উহার ধ্বংসই বাঞ্ছনীয়।" কথিত আছে যে, জ্বালানি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে এই সকল পুস্তক পাঁচ হাজার স্নানাগারে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং সমুদায় পুস্তক রাশি দগ্ধ করিতে ছয়মাস সময় অতিবাহিত হয়। আধুনিক নিরপেক্ষ ইতিবৃত্ত লেখকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, আলেক্জ্যাণ্ড্রিয়ার পুস্তকালয় ভস্মীকরণের বিবরণ কাল্পনিক, উক্ত পুস্তকালয়ের অনেক পুস্তক অদ্যাবধি কনষ্টাণ্টিনোপলের পুস্তকাগারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনেকের মতে উল্লিখিত ঘটনার বহুপূর্ব্বে আলেক্জ্যাণ্ড্রিয়ার পুস্তকালয় খৃষ্টীয়ানদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। খৃষ্টীয়ানেরা এই প্রকারে আরবদিগের স্থাপিত কর্দ্দোভার জগদ্বিখ্যাত পুস্তকালয়ও ধ্বংস করিয়া বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছিল।

একদিকে যখন সিরিয়া ও মিসর বিজয় হইতেছিল, তখন অপর দিকে পারস্য বিজয় কার্য্য ও চলিতেছিল। পারস্য হইতে খালেদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর, মুসলমানগণ তথায় সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। তৎপরে নূতন সৈন্য যাইয়া পারসীকদিগকে পরাজিত করে; সুতরাং পারসীকেরা পশ্চাৎপদ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। এই সময় মুসলমানেরা বোগদাদ অধিকার করেন; তখন ইহা একটী সামান্য পল্লীমাত্র ছিল। পারস্য সম্রাট্ তৃতীয় এজদিগার্দ মুসলমানদিগকে পারস্য হইতে দূরীকৃত করিবার জন্য, একদল পরাক্রান্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। কদেসিয়ার নিকট উভয়-পক্ষে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়, এই মহাসংগ্রামে ত্রিংশৎ সহস্র পারসীক সৈন্য এবং তাহাদের সেনাপতি নিহত হন; অবশিষ্ট সৈন্যেরা পলায়ন করে। পক্ষান্তরে সপ্তসহস্রাধিক আরব রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করে। ৬৩৬ খৃঃ অব্দে এই মহাসংগ্রাম ঘটিয়াছিল। তৎপরে দুর্গের পর দুর্গ, নগরের পর নগর মুসলমানদিগের হস্তগত হইতে লাগিল। আরবগণ ক্রমশঃ টাইগ্রিস নদী পার হইয়া, পারস্যের রাজধানী মদায়েনের দিকে অগ্রসর হইলে অধিবাসীরা তাহাদিগকে কোন বাধা না দিয়া পলায়ন করিল; সুতরাং মুসলমানেরা ৬৩৭ খৃঃ অব্দে, জেরুজেলম বিজয়ের বৎসরে মদায়েন অধিকার করে। এই মহাবিজয় কার্য্যে এরূপ অপরিমিত ঐশ্বর্য্যরাশি আরবদিগের হস্তগত হইয়াছিল যে, খলিফার প্রাপ্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের পঞ্চমাংশ, নয়শত উষ্ট্রপৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া মদিনায় প্রেরিত হয়, এবং অবশিষ্ট ধনরাশি ষাটিহাজার সৈন্যের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইলে, তাহারা প্রত্যেকে দ্বাদশশত রৌপ্য দিরহাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। মদায়েনের জলবায়ু আরবদিগের স্বাস্থ্যের উপযোগী না হওয়াতে, তাহারা কুফা নগরীর পত্তন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

তৎপরে ৬৪০ খৃঃ অব্দে আহওয়াজ বিজিত হয়; পর বৎসর পলায়িত পারস্যরাজ স্বীয় রাজ্য উদ্ধারের জন্য একবার শেষ উদ্যম করিলেন। তদনুসারে তিনি সমধিক সৈন্য সহ নেহাভন্দে মুসলমানদিগের সম্মুখীন হন। কিন্তু যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে এক-লক্ষ পারসীক সৈন্য নিহত হইয়াছিল। ইহাতেই পারস্য সাম্রাজ্য বিলয় প্রাপ্ত

হয়। তৎপরে মুসলমানেরা হামাদান, আজরবাইজান প্রভৃতি স্থান অধিকার করে।

পারস্য হইতে আনীত দাসদিগের মধ্যে ফিরোজ নামক এক দাস ছিল। ফিরোজ যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহা হইতে তাহার প্রভু প্রত্যহ দুই দিরহাম গ্রহণ করিতেন। ফিরোজ ইহা অত্যাচার মনে করিয়া, খলিফার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। খলিফা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ফিরোজ যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা হইতে প্রভুকে দৈনিক দুই দিরহাম দিতে অক্ষম নহে। সুতরাং তিনি ফিরোজের অভিযোগ অগ্রাহ্য করিলেন। ফিরোজ খলিফার বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার বধ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। তিন দিন পরে যখন খলিফা মস্‌জেদে নমাজ পড়িতেছিলেন, তখন পাপাত্মা ফিরোজ তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে তরবারির দ্বারা সাংঘাতিক রূপে আঘাত করে; এই আহত অবস্থায় সাত দিন পরে মহানুভব খলিফা ওমর ত্রিষষ্টি বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি দশ বৎসর ছয়মাস শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মহাত্মা ওমর প্রথমতঃ ইস্‌লামের মহা শত্রু ছিলেন, এমনকি, তিনি মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবন সংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, নিষ্কোশিত অসিহস্তে তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি ইস্‌লাম গ্রহণ করেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ইস্‌লামের একজন প্রকৃত বন্ধু, তেজস্বী রক্ষক ও সর্ব্বতোভাবে ইহার উন্নতি প্রার্থী ছিলেন। মুসলমানেরা প্রথমে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে অসাধারণ বীরত্ব ও অলৌকিক সমর-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, মহাত্মা ওমরই তাহার মূলাধার। তিনিই ইস্‌লাম রাজ্য বিস্তার এবং সুদৃঢ় করেন। সিরিয়া, মিসর ও পারস্য তাঁহারই শাসন-কালে ইস্‌লাম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁহার সময় ছত্রিশ সহস্র নগর এবং দুর্গ মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মহাত্মা ওমরই সর্ব্বপ্রথমে মুসলমানদিগের রাজকোষ স্থাপন এবং মুদ্রা প্রচলন করেন। সাধুতা, সরলতা, ন্যায়পরতা ও সদ্বিচারের জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তিনি ধার্ম্মিক, মিতাচারী এবং মিতাহারী ছিলেন; জাঁক জমক ও বাহ্যাড়ম্বর

একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। মুসলমানগণ যাহাতে ইস্লামের নির্দ্দিষ্ট অনুশাসন ও সীমাবন্ধনী অতিক্রম করিতে না পারে, তৎপ্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ লক্ষ্য ছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের প্রতি তিনি সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার এই আশঙ্কা ছিল যে সমৃদ্ধিশালী এবং বিলাসপ্রিয় দেশ সমূহ জয় করিয়া আরবদিগের চরিত্র কলুষিত হইবে; এবং তাহাদের স্বাভাবিক সরলতা, সাধুতা, তেজস্বিতা এবং মিতাচারিতা প্রভৃতি তাহারা বিস্মৃত হইয়া যাইবে। তিনি সর্ব্বদা সৈন্য ও অনুচরদিগকে বলিতেন, "খাদ্যে এবং পরিচ্ছদে পারস্যের বিলাসিতা হইতে সতর্ক থাকিও, তোমাদের দেশের সরলতা, সচ্চরিত্রতা ও বিলাসপরিশূন্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিও, এরূপ হইলে ঈশ্বর তোমাদিগের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিবেন। ইহার ব্যতিক্রম করিলে তোমাদের ভাগ্য বিপর্য্যয় হইবে।"

মহাত্মা ওমর মৃত্যু কালে কাহাকেও উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান নাই। খলিফা মনোনীত করিবার নিমিত্ত তিনি মহাপুরুষ মোহাম্মদের ছয়জন প্রিয়তম সঙ্গীর দ্বারা * এক সভা সংগঠন করেন এবং মহাত্মা আলি ও মহাত্মা ওস্মান, এই দুই জনের মধ্যে একজন খলিফা হইবেন, এরূপ নির্দ্দেশ করিয়া যান। প্রথমতঃ মহাত্মা আলিকে এইসর্ত্তে খলিফা করার প্রস্তাব হইল যে, তিনি কোরাণ ও মহাপুরুষের উপদেশ-পরম্পরা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাদিগের ব্যবস্থানুযায়ী চলিবেন। কিন্তু আলি শেষোক্ত সর্ত্তে সম্মত হইলেন না। তৎপরে মহাত্মা ওস্মানের নিকট পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি সম্মত হইয়া, খলিফা মহাত্মা ওমরের মৃত্যুর তিন দিন পরে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর হইয়াছিল।

খলিফা ওস্মানের সময়েও আরবগণ জয়লাভ করিতে লাগিলেন। একদল আরব সৈন্য মেসোপটেমিয়া জয় করিল; এবং আর একদল পারস্য রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ ইস্পাহান, ইস্তিখার প্রভৃতি জয় করিয়া খোরাসানের কিয়দংশও অধিকার করিল। পারস্যের সম্রাট্ একস্থান হইতে অন্যস্থানে

---

* মহাত্মা আলী, ওস্মান, জোবের, তাল্হা, সাদ এবং আবদুর রহমান।

পলায়ন করিতে করিতে, অবশেষে সৈন্য ও অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও নিহত হইলেন।

খলিফা ওস্‌মান, স্বীয় আত্মীয় ও বন্ধুবর্গকে রাজকার্য্যে অধিক পরিমাণে নিযুক্ত করিয়া, পক্ষপাতিতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। তিনি আমরুর স্থানে স্বীয় ধাত্রী পুত্র আবদুল্লাকে মিসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন; সম্রাট্ কনষ্টেণ্টাইন ইহা জানিতে পারিয়া মিসরের পুনরুদ্ধার জন্য বহু সংখ্যক রণপোত প্রেরণ করিলেন। আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়ার গ্রীক্ অধিবাসীদিগের সাহায্যে সম্রাটের সৈন্যগণ সেই নগর অধিকার করিয়া লইল। খলিফা এই সংবাদ পাইয়া আমরুকেই পুনঃ মিসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন; আমরু তথায় পঁহুছিলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে গ্রীক্ সৈন্যগণ অতুল সাহস ও বীর্য্যবত্তার পরিচয় প্রদান করিলেও, তিনি ভীষণ প্রতাপে আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়ার পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই খলিফা আবার আবদুল্লাকে মিসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এবার আবদুল্লা বিলক্ষণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিলেন। তিনি চল্লিশ সহস্র সৈন্য লইয়া ট্রিপোলি আক্রমণ করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ট্রিপোলির শাসনকর্ত্তা বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত নিহত হইলে, ট্রিপোলিরাজ্য আরবদিগের অধিকৃত হইল। তৎপরে আবদুল্লা কয়েক বার নিউবিয়া আক্রমণ করিয়া অনেক ধন রত্ন লাভ করেন।

অপর দিকে সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা আমির মাবিয়া রণপোতের সাহায্যে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব-উত্তর প্রান্তের স্থান সমূহ আক্রমণ ও জয় করিতে লাগিলেন। তিনি সাইপ্রস্, এরেডাস্, রোডস্ প্রভৃতি দ্বীপাবলী জয় করিয়া ক্রীট্ ও মাল্‌টা দ্বীপ—এমনকি, কনষ্টেণ্টিনোপলের বন্দর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ইহাতে মাবিয়ার লোক-প্রিয়তা ও ক্ষমতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইল, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার খলিফা হইবার পথ পরিষ্কার হইয়া রহিল।

মহাত্মা ওস্‌মান সাহসী, দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অবিবেচনা ও অন্যায় পক্ষপাতিতা নিবন্ধন অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। তিনি উপযুক্ত লোকের পরিবর্ত্তে অকর্ম্মণ্য লোকদিগকে রাজ-

কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, রাজকোষের টাকা অযোগ্য লোকদিগকে বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার উপর এইরূপ নানা প্রকার দোষারোপ হইতে লাগিল। মারোয়ান নামক তাঁহার একজন কর্ম্মচারীকেই এই সকল অনর্থের মূল মনে করিয়া, খলিফার শত্রু পক্ষ তাঁহার গৃহবেষ্টন পূর্ব্বক মারওয়ানকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে বলিল। খলিফা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাতে, তাহারা খলিফাকে হত্যা করিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮২ বৎসর হইয়াছিল; তিনি প্রায় বার বৎসর কাল শাসনদণ্ড পরিচলনা করিয়াছিলেন।

মহাত্মা আলি, জোবের, তাল্‌হা এবং মাবিয়া খলিফাপদের জন্য প্রার্থী হইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে মহাত্মা আলিই সর্ব্বাংশে উপযুক্ত পাত্র ছিলেন; এবং তাঁহার অধিকারই সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল। কুফা, মিসর এবং আরবের অধিকাংশ অধিবাসী মহাত্মা আলির পক্ষ অবলম্বন করিল; সুতরাং তিনি খলিফা পদে অভিষিক্ত হইলেন। আয়েসা দেবীর সহিত মহাত্মা আলির সদ্ভাব ছিলনা; তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে জোবের ও তাল্‌হার সহিত যোগ দিলেন; এবং মক্কাবাসীদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিলেন। কুফা, মিসর ও সিরিয়ার শাসনকর্ত্তাদিগের উপর বিশ্বাস না থাকাতে, খলিফা তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া ঐ সকল স্থানে নূতন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তৃগণ ঐ সকল স্থানের শাসনভার গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইতিমধ্যে আয়েসা দেবী, জোবের ও তাল্‌হার সাহায্যে বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বস্রায় উপস্থিত হইলেন। খলিফা তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করাতে, কুফার অধিবাসিগণ তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। অতঃপর বস্রায় এক ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সমারব্ধ হয়। মুসলমান দিগের বিরুদ্ধে মুসলমান দিগের ইহাই সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ। ইহাতে খলিফা জয়লাভ করেন। জোবের ও তাল্‌হা নিহত এবং আয়েসা দেবী খলিফার হস্তে নিপতিতা হন। কিন্তু খলিফা তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করেন। যুদ্ধান্তে খলিফা বস্রায় স্বীয় অনুগত শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, কুফা নগরীতে

স্বরূপ ৬৫৫ খৃঃ অব্দে উক্ত নগরীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন।

এক্ষণে সিরিয়া ব্যতীত সমগ্র আরব, পারস্য ও মিসরের উপর খলিফার আধিপত্য স্থাপিত হইল। সিরিয়ার শাসনকর্ত্তা মাবিয়ার ঐশ্বর্য্য ও সৈনিক বলবিক্রম প্রভূত পরিমাণে থাকিলেও খলিফা বীর দর্পে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। অতঃপর উভয় পক্ষ প্রায় চারিমাস কাল পরস্পর সম্মুখীন থাকিয়া ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে মাবিয়া পরাস্ত হন, উভয় পক্ষের বিস্তর সৈন্য সমরশায়ী হয়। যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া মাবিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু নানা কারণে সন্ধি হইলনা। স্বজাতির শোণিতপাতে অনিচ্ছুক হইয়া খলিফা সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে মাবিয়া মিসরে সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক, ঐ দেশ স্বীয় বশে আনয়ন করিলেন; এবং তৎপরে আরব দেশ আক্রমণ করিয়া, মক্কা, মদিনা এবং ইমন হস্তগত করিলেন। খলিফার ক্ষমতা ও অধিকার অনুদিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া, তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। অগত্যা সিরিয়া পুনরাক্রমণের উদ্যোগ করিলেন, ষষ্টিসহস্র বিক্রান্ত সৈনিক পুরুষ তাঁহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল। কিন্তু সমুদয় আয়োজন করিয়া যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই, তিনজন দুর্ব্বৃত্ত লোক মস্‌জেদে প্রবেশ কালে খলিফাকে আক্রমণ ও সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। ঐ দুরাচারদিগের স্বজাতীয় অনেক লোক খলিফার সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। খলিফা আহত অবস্থায় তিনদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। মহাত্মা আলি, পাঁচ বৎসর খলিফা পদে থাকিয়া, ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কুফা নগরে মানব-লীলা সম্বরণ করিলেন। কুফার পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী "নজফ্" নামক স্থানে তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান আছে। উহা এক্ষণে মুসলমান-দিগের পবিত্র তীর্থ স্থান মধ্যে গণ্য। *

---

* মহাত্মা আবুবকর হইতে মহাত্মা হাসন পর্য্যন্ত এই পাঁচ জন খলিফাকে "খোলফায় রাশেদিন" কহে। ইঁহাদের মধ্যে বীরেন্দ্র কেশরী মহাত্মা আলি পর্য্যন্ত চারিজন খলিফা, মহাপুরুষ মোহাম্মদের প্রধান শিষ্য ও প্রচার-বন্ধু। আবার ইঁহারাই তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া সর্ব্বভাবে পূজিত। খোলফায় রাশেদিনদিগের শেষ বা তাহার

আরবগণ সাহসিকতা, বাগ্মীতা এবং দানশীলতার অত্যন্ত আদর করে; মহাত্মা আলি এই তিন গুণেই অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার অতুল সাহস ও অমানুষিক বীরত্ব দেখিয়া মহাপুরুষ মোহাম্মদ তাঁহাকে "ঈশ্বরের সিংহ" এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সরল, বদান্য ও আত্মত্যাগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি এবং অলন্ত ধর্ম্মানুরাগ চিরস্মরণীয়। ফলতঃ তিনি সর্ব্বাংশে মহাপুরুষের প্রতিকৃতি স্বরূপ ছিলেন।

মহাত্মা আলির প্রথমা পত্নী ফাতেমা দেবীর গর্ভে তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ মোহসেন বাল্যকালেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র মহাত্মা হাসন এবং তৃতীয় পুত্র মহানুভব হোসেন পিতার মৃত্যু-কালে বর্ত্তমান ছিলেন। মহাত্মা আলি কাহাকেও উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান নাই। তিনি পরলোক গমন করিলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাত্মা হাসন ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। মহাত্মা হাসন সরল প্রকৃতি, ন্যায়পর, দানশীল এবং ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তদীয়

ও পরবর্ত্তী সময়ে একজন য়িহুদী ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নূতন একটী সম্প্রদায়ের গঠন করে, ঐ ব্যক্তি মহাত্মা আলি ও তাঁহার বংশধরদিগের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পথ প্রদর্শক। তাহার ও তন্মতাবলম্বীদিগের মতে মহাত্মা আলিই মহাপুরুষের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। তৎপূর্ব্ব-বর্ত্তী মহাত্মা আবুবকর, ওমর ও ওস্মান প্রতারণা বা বলপূর্ব্বক খলিফার পদ অধিকার করিয়াছিলেন। এই নব গঠিত সম্প্রদায় শিয়া বা রাফেজী নামে অভিহিত। শিয়া ব্যতীত আর প্রায় সমুদয় মুসলমানই সুন্নি। শিয়াগণ মহাত্মা আলির পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফা ত্রয়ের প্রতি নানা প্রকার কটু বাক্য প্রয়োগ করে। রাফেজী দিগের ঠিক বিপরীত খারেজী নামক সম্প্রদায়। খারেজীগণ মহাত্মা আলি ও তদ্বংশধরদিগের পরম শত্রু এবং তাঁহাদের নিন্দা বিঘোষক। ইহারা মাবিয়া ও এজিদের আত্মীয় স্বজন ও তাহাদের পক্ষাবলম্বী। অধুনা কেবল পারস্য দেশে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও সংখ্যাধিক্য এবং সিরিয়া ও ইরাক দেশে কিয়ৎ পরিমাণে খারেজী দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর মুসলমান নরপালদিগের মধ্যে কেবল মাত্র পারস্যের অধিপতি শিয়া মতাবলম্বী। সুন্নিদিগের তুলনায় শিয়া সংখ্যা পৃথিবীতে যৎ সামান্য। শিয়াগণ মহরমোপলক্ষে মহাত্মা হোসেনের শোচনীয় মৃত্যু ঘটনার পুনরভিনয় ও কৃত্রিম শোক প্রকাশ করে। সুন্নিগণ এরূপ কার্য্য দূষণীয় মনে করিয়া, নীরবে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কারবালা ক্ষেত্র শিয়া দিগের সর্ব্ব প্রধান তীর্থ স্থান।

মহচ্চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও সমাদর করিত। তাঁহার তাদৃশ বীর্য্যবত্তা ও সাহস ছিলনা; বিশেষতঃ তিনি স্বজাতির শোণিত-পাতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন; সুতরাং উপস্থিত সঙ্কট কালে খলিফার গুরুতর পদ রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ছিল। তিনি একান্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা মহাত্মা হোসেন পিতার ন্যায় সাহসী, তেজস্বী ও সমর নিপুণ বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণ খলিফাকে মাবিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য করিলেন। তদনুসারে তিনি ষষ্টি সহস্র বিক্রান্ত সৈন্য লইয়া সিরিয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় পঁহুছিবার পুর্ব্বেই সৈন্যদিগের মধ্যে আত্ম-কলহ উপস্থিত হইল। এতদ্দর্শনে খলিফা স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনের নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বেও খলিফার পদত্যাগ করিয়া মাবিয়াকে অর্পণ করিলেন। স্থির হইল যে, তিনি স্বীয় ব্যয়ের জন্য প্রচুর বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন; এবং মাবিয়ার মৃত্যুর পর তিনিই আবার খলিফা হইবেন; ৪১ হিজরী অর্থাৎ ৬৬১ খৃঃ অব্দে মাবিয়া সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড গ্রহণ ও দামেস্ক নগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। মাবিয়া হইতে ওম্মিয়া বংশীয় * খলিফাদিগের শাসন কাল আরম্ভ। মাবিয়া খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অধিকৃত প্রদেশ সমূহে উপযুক্ত শাসনকর্ত্তৃগণকে নিযুক্ত করিলেন, এবং দেশ হিতকর ব্যবস্থা প্রচলন পূর্ব্বক, রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত করিলেন। সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধানের পর তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। সর্ব্বপ্রথমে এক বিশাল সৈন্য দল কনষ্টেণ্টিনোপল জয়ের নিমিত্ত প্রেরিত হইল। উক্ত মহানগরীর ৭ মাইল দূরে প্রবল আরব বাহিনী রণপোত হইতে অবতীর্ণ হইয়া অচিরে রাজধানী আক্রমণ করিল। কিন্তু গ্রীকদিগের এই খ্যাতনামা রাজধানী সুদৃঢ় দুর্গ পরম্পরা ও বিপুল সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মুসলমান সৈন্যগণ ছয় বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিয়া, উহা অধিকার করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইল; ইহাতে বিপুল সৈন্য ও বিপুল অর্থ বিনষ্ট

* ওম্মিয়া বংশ মক্কার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদিগের অন্যতম শাখা। মাবিয়ার প্রপিতামহ ওম্মিয়া হইতে এই বংশ প্রসিদ্ধ। এই বংশের লোকদিগকে বনি-ওম্মিয়া নামে অভিহিত করা হয়।

হইল ; কিন্তু কিছুতেই কনষ্টেণ্টিনোপল অধিকৃত হইলনা। অবশেষে খলিফা সম্রাটের সহিত সন্ধি স্থাপন করতঃ সৈন্য দল ফিরাইয়া আনিলেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ মাবিয়া দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এজিদ মনে করিল যে, হাসন জীবিত থাকিলে পিতার পরে তিনিই খলিফা হইবেন ; সুতরাং কোন মতে তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে পারিলেই আমার ভাগ্যে খলিফার গৌরবান্বিত পদলাভ হইবে। কথিত আছে যে, দুর্ম্মতি এজিদ বিষম চক্রান্ত জাল বিস্তার করিয়া মহাত্মা হাসনের সপত্নিবিদ্বেষ-বিদগ্ধা এক স্ত্রীর দ্বারা কৌশলে তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল। এই তীব্র হলাহল পানেই মহাত্মা হাসনের জীবন লীলা অকালে পরিসমাপ্ত হয়। ইহার কিছু দিন পরেই মাবিয়া স্বীয় পুত্র এজিদকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া বিংশতি বৎসর রাজত্বের পর ৬৭৯ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিলেন। এই হইতেই খলিফার পদ বংশানুক্রমিক হইল।

মাবিয়া অত্যন্ত সাহসী এবং বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি যুদ্ধে যেমন ভয়ঙ্কর, পরাজিত শত্রুর প্রতি তেমনই উদার ছিলেন। ন্যায় বিচারের জন্য তিনি সম্যক্ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এবং বিদ্বান্‌দিগের আদর করিতেন। তদানীন্তন খ্যাতনামা কবি ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মাবিয়ার আনুকূল্যেই আরবেরা গ্রীক্ বিজ্ঞান শাস্ত্র সকল শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু তিনি স্বার্থান্ধ হইয়া, এজিদের ন্যায় অনুপযুক্ত ও দুরাচার পুত্রকে, ইস্‌লামের পবিত্র মণ্ডলীর খলিফা মনোনীত করাতে, তদীয় সদ্‌গুণরাশি দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

৬৮০ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে ৩৪ বৎসর বয়সে এজিদ খলিফা উপাধি ধারণ করিয়া দামেস্কের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল খলিফাই নির্ব্বাচন প্রথা অনুসারে মনোনীত হইয়া ছিলেন। এজিদ নির্ব্বোধ ছিলনা, সে বিদ্বান্ এবং কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন, কিন্তু অতিশয় বিলাসী, নীচাশয়, অর্থগৃধ্নু, গৌরবাকাঙ্ক্ষী, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র ও পানাসক্ত ছিল। এরূপ হীন প্রকৃতি হইলেও, মক্কা এবং মদিনা ব্যতীত অন্য সকল স্থানের অধিবাসিগণ তাহাকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিল। সমগ্র

মুসলমান সাম্রাজ্যের উপর অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার করাই, তাহার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিশাল মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যে কেবল মহাত্মা আলির পুত্র হোসেন এবং জোবেরের পুত্র আবদুল্লা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই তখন মদিনায় অবস্থিতি করিতেন। এজিদ তাহার প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করিবার নিমিত্ত মদিনার শাসনকর্ত্তার নিকট আদেশলিপি প্রেরণ করিলে, মহাত্মা হোসেন ও আবদুল্লা সপরিবারে মক্কা নগরে প্রস্থান করিলেন; এবং তথায় প্রকাশ্যভাবে এজিদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। মহাত্মা হোসেন কুফাবাসীদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্তির জন্য স্বীয় জ্যেষ্ঠ-তাতপুত্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন। কুফাবাসীরা সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়া, মহাত্মা হোসেনকে তথায় আহ্বান করিল। এজিদ এই সংবাদ পাইয়া কুফার অধিবাসীদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন জন্য, বস্রার শাসনকর্ত্তা ওবেদুল্লাকে তথায় যাইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে ওবেদুল্লা কুফায় উপস্থিত হইলে, অধিবাসিগণ তাহাকেই হোসেন মনে করিয়া, সম্বর্দ্ধনা করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া, নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। এই সুযোগে ওবেদুল্লা, মহাত্মা হোসেনের ভ্রাতা ও তৎপুত্রদ্বয়ের প্রাণনাশ করিয়া তাঁহাদের ছিন্ন মস্তক এজিদের নিকট প্রেরণ করিল; এবং মহাত্মা হোসেনকে সাহায্য করিবার জন্য যাহারা সমবেত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। কুফার অধিবাসিগণ চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ; সুতরাং ওবেদুল্লা সহজেই তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। এদিকে মহাত্মা হোসেন কুফাবাসীদিগের এবং তাঁহার প্রতিনিধির অনুকূল পত্র পাইয়া, সপরিবারে কুফা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ওবেদুল্লা তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য ওমর-বিন্ সাদের নেতৃত্বাধীনে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিল। ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্ত্তী "কার বালা" নামক স্থানে উভয় দলে সাক্ষাৎ হইলে মহাত্মা হোসেন মনে করিলেন, তাঁহারই সাহায্যের জন্য কুফা হইতে এই সৈন্য দল আসিতেছে। কিন্তু অবশেষে প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিয়া, নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি মক্কায় ফিরিয়া যাইবার জন্য আয়োজন করাতে, ওবেদুল্লা সেনাপতির প্রতি এই আদেশ পাঠাইল যে, "যে পর্য্যন্ত হোসেন এজিদকে খলিফা

বলিয়া স্বীকার না করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে কিছুতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দিবে না; এবং তাঁহারা যাহাতে ইউফ্রেটিস নদীর জল গ্রহণ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবে।" সেনাপতি ওমর, ওবেদুল্লার আদেশানুসারে কার্য্য করিল। মহাত্মা হোসেন উত্তর প্রদানে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া ওবেদুল্লা, শেমর নামক এক পাষণ্ডকে এই আদেশ দিয়া পাঠাইল যে, "যদি হোসেন ও তাঁহার অনুচরবর্গ অনতিবিলম্বে এজিদকে খলিফা বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া, তাঁহাদের মৃতদেহ অশ্বপদতলে দলিত করিবে।" অবশেষে মহাত্মা হোসেন এজিদের ন্যায় সুরাপায়ী, ব্যভি-চারী ও দুষ্ক্রিয়াশীল দুরাচারকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইলেন; এবং প্রকৃত ধর্ম্মবীরের ন্যায় সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃকল্প মনে করিলেন। তদনুসারে পরিবার বর্গকে সান্ত্বনা প্রদান ও ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করতঃ, ৭২ জন মাত্র আত্মীয় স্বজন ও অনুচরবর্গ লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পাপিষ্ঠগণ ইউফ্রেটিস নদীর জল বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; সুতরাং তাঁহারা দারুণ পিপাসায় উন্মত্তবৎ হইয়া উঠি-লেন। নদী হইতে জল আনয়নার্থ এক এক জন বীর পুরুষ বীর দর্পে অগ্রসর হইয়া, অসংখ্য শত্রু সৈন্যের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। ক্রমশঃ মহাত্মা হোসেনের ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, পুত্র ও দাসগণ ঘোর-তর যুদ্ধে সমরশায়ী হইলেন। তৃষ্ণার্ত্ত কোমলপ্রাণ বালকবালিকাগণের করুণ রোদন ও মহিলাগণের বিলাপধ্বনিতে কারবালা ভূমি প্রকম্পিত হইতে লাগিল। আজ মহাপুরুষের পরিবারবর্গের উপর যে ভয়ানক অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইল, সমগ্র জগতে তাহার উপমা নাই। যখন তাঁহার পক্ষীয় পুরুষ মাত্রেই এই অন্যায় কালসমরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া, আত্মোৎসর্গের জলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন, তখন পুরুষসিংহ মহাত্মা হোসেন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও অসংখ্য শত্রুশবে রণস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া, ঈশ্বরের নামে জীবনোৎসর্গ করিলেন। ৬১ হিজিরির ১০ই মহরম এই শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাপিষ্ঠ শেমর তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ওবেদুল্লার নিকট প্রেরণ করিল; এবং তাহার আদেশানুসারে নিহত ধর্ম্মবীরদিগের মৃতদেহ অশ্বপদতলে দলিত করিল। ওবেদুল্লা মহাত্মা হোসেনের একমাত্র অবশিষ্ট পুত্র জয়নাল আবেদিন ও তাঁহার

পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে রাজকীয় বন্দিরূপে দামেস্কে পাঠাইয়া দিল; ইহাই মহরম কাণ্ডের মূল ইতিবৃত্ত। *

তৎপরে জোবেরের পুত্র মহাবীর আবদুল্লা মক্কাতে এজিদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং মহাত্মা হোসেনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ব্যথিত হইয়া ও এজিদের নানাবিধ দুষ্ক্রিয়ার বিষয় জানিতে পারিয়া, বহুসংখ্যক আরব তাঁহার সহিত যোগদান করিল। তাহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য এজিদ বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিল; ঐ দুরাচার সৈন্যগণ প্রথমতঃ মদিনা আক্রমণ করিয়া, উক্ত পবিত্র নগরীতে পৈশাচিক অত্যাচার করে; তৎপরে তাহারা মক্কা আক্রমণ করিয়া উক্ত পবিত্র নগরীও হস্তগত করিতে উদ্যত হয়। এই সময় হঠাৎ এজিদের মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত হওয়াতে, সৈন্য দল মক্কার অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দামেস্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। এজিদ কেবল সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া, ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এজিদের পুত্র দ্বিতীয় মাবিয়া কেবল ছয়মাস রাজত্ব করার পর, আপনাকে খলিফাপদের অনুপযুক্ত মনে করিয়া, স্বেচ্ছাক্রমে সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে ওম্মিয়া বংশীয় হাকেমের পুত্র মারওয়ান দামেস্কে, এবং জোবেরের পুত্র আবদুল্লা মক্কায় খলিফা হইলেন। আরব, খোরাসান এবং মিসর আবদুল্লার প্রাধান্য স্বীকার করিল। কিন্তু মারওয়ান মিসরে সৈন্য প্রেরণ করিয়া, সেই দেশ স্বীয় শাসনাধীন করিলেন। মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালেক উত্তর আফ্রিকায় গমন করিয়া, যে যে স্থান ইতিপূর্ব্বে মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, সেই সকল পুনর্জ্জয় করিলেন। প্রায় এক বৎসর রাজত্বের পর মারওয়ানের মৃত্যু হইলে, আবদুল মালেক চল্লিশ বৎসর বয়সে দামেস্কের খলিফা হইলেন। এই সময় ইরাক প্রদেশে আল্ মোক্তার নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে এক সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া, মহাত্মা হোসেন ও তাঁহার

---

* কারবালার অধিবাসিগণ, মহাত্মা হোসেন ও তদীয় সঙ্গিবর্গের দলিত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহাংশ সংগ্রহ করিয়া কবরস্থ করিল, এক্ষণে সেই স্থান সুদৃশ্য হর্ম্ম্যমালায় সুশোভিত, এবং মুসলমানদিগের পরম পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। মহাত্মা হোসেনের ছিন্নমস্তক দামেস্ক হইতে মদিনা, তথা হইতে মিশরে নীত হইয়া, বর্ত্তমান কায়রো নগরে সমাহিত হইয়াছিল; ঐ স্থানও মুসলমানদিগের তীর্থরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।

আত্মীয়বর্গের হত্যাকারী, এবং তদ্বংশীয় দিগের প্রতি উৎপীড়নকারী সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ বিনাশ করিল। শেষর, ওবেদুল্লা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অত্যাচারীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। কারবালা কাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের আত্মীয় স্বজন ও পরিবার বর্গের কেহই তাহাদের শাণিত তরবারি হইতে রক্ষা পাইল না। মোক্তার উভয় খলিফার অধিকৃত অনেক স্থান হস্তগত ও অধিকার করেন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তদীয় প্রভাব বিলুপ্ত হয়। ইহার কিছুকাল পরে আবদুল মালেক ইরাক প্রদেশ আক্রমণ ও তত্রত্য শাসনকর্ত্তা খলিফা আবদুল্লার ভ্রাতাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, সেই দেশ অধিকার করেন। পরে আবদুল মালেকের বিশাল বাহিনী, আবদুল্লার বিরুদ্ধে মক্কায় প্রেরিত হয়। মহাবীর আবদুল্লা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও নিহত হন। আবদুল্লার মৃত্যুতে আবদুল মালেক সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিলেন। তিনি হেজাজ নামক প্রসিদ্ধ কুট রাজনীতিজ্ঞ যোদ্ধৃপুরুষকে ইরাণের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। হেজাজ অত্যন্ত কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা সহকারে ইরাকের বিদ্রোহ দমন করিয়া, আবদুল মালেক ও তৎপুত্র অলিদের শাসনকাল পর্য্যন্ত নিরাপদে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

খলিফা আবদুল মালেক বিদ্রোহ ও গৃহ-বিবাদের মুলোচ্ছেদ করিয়া, স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন; এবং তৎপরে বিদেশ বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ঐ সময় লিওনিটাস কনষ্টাণ্টিনোপলের রোমক সম্রাট্ ছিলেন। আরবগণ জল এবং স্থল উভয় দিক হইতেই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার অন্তর্গত লাজুকা, কার্থেজ প্রভৃতি স্থান জয় করিল। বিংশতি বৎসর কাল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়া, ষষ্টি বৎসর বয়সে আবদুল মালেক মানব-লীলা সংবরণ করেন। ইনি সাহস ও বিদ্যাবুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

আবদুল মালেকের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অলিদ ৭০৫ খৃঃ অব্দে দামেস্কের খলিফা হইলেন। বহ্বাড়ম্বরপূর্ণ মনোহর রাজ-প্রাসাদ, সুদৃশ্য মস্‌জেদ ইত্যাদি নির্ম্মাণে তাঁহার রাজত্ব কালের অধিকাংশ অতিবাহিত হয়। কিন্তু তিনি বিদ্যার উন্নতি সাধন এবং বিদেশ বিজয় ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন

ও জ্যোতিষাদি শিক্ষা এবং আয়ত্ত করে। অলিদের সময় এই সকল বিদ্যানুশীলনের অশেষ প্রকার উন্নতি হয়। রাজ্যশাসন, স্থপতি বিদ্যা, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে আরবগণ সমধিক উৎকর্ষ লাভ করে। খলিফার ভ্রাতা মসলেমা কর্তৃক টায়না, আরমেনিয়া প্রভৃতি প্রদেশ বিজিত হয়; পক্ষান্তরে মস্‌লেমার পুত্র খতিব তুর্ক ও তাতারদিগকে পরাজিত করিয়া বোখারা এবং সমরকন্দ প্রভৃতি স্থান জয় করেন। পরে হেজাজের জামাতা, কাসেমের পুত্র মোহাম্মদ ভারতবর্ষ আক্রমণ ও সিন্ধুদেশে বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। অপর দিকে তানজিয়ার্স, সিওতা, স্পেইন প্রভৃতি আফ্রিকা ও ইউরোপখণ্ডের সুদূরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ মুসলমানশাসনের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। দামেস্কের খলিফাদিগের ইহাই উন্নতির মধ্যাহ্ন কাল।*

---

* অলিদের পরে ওম্মিয়া বংশীয় খলিফাগণ ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া পড়েন। ঐ সময় মহাপুরুষের পিতৃব্য মহাত্মা আব্বাসের বংশধরগণ ওম্মিয়া বংশীয় খলিফাদিগের সম্পূর্ণরূপ উচ্ছেদ সাধন করিয়া, বোগ্দাদ নগরীর পত্তন ও তথায় আপনাদিগের ভুবন বিখ্যাত রাজধানী স্থাপন করেন। ওম্মিয়া বংশীয় জনৈক রাজকুমার কোনও রূপে প্রাণ রক্ষা করিয়া আপনাদের অধিকৃত পশ্চিমরাজ্য অর্থাৎ স্পেনদেশে উপস্থিত হন; এবং তথায় এক অভিনব রাজ্য স্থাপন করিয়া, প্রবল প্রতাপে ইউরোপ ও আফ্রিকার বিস্তৃত অংশে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই স্পেনীয় আরবগণই ইউরোপের বর্ত্তমান উন্নতির মূলাধার। তাঁহারা জ্যোতিষ, রসায়ন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস, চিকিৎসা, ভূ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও অর্থনীতি শাস্ত্রের এবং শিল্প, কৃষি, স্থপত্যাদি বিদ্যার চরমোৎকর্ষ সাধন করেন। গ্রানাডা নগরের "আল্‌হামরা" নামক ভুবন বিদিত রাজ-প্রাসাদ অদ্যাপি স্পেনের আরবগণের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কর্ডোভা নগরের জগদ্বিখ্যাত পুস্তকালয় ও বৃহদায়তন সুদৃশ্য মস্‌জেদ অদ্যাপি ঐতিহাসিকের স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। লক্ষ লক্ষ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমন্বিত সেই প্রকাণ্ড পুস্তকালয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্পেনরাজ ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলা কর্তৃক ভস্মীভূত কিম্বা অন্য প্রকারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বোগ্দাদেও বিবিধ বিদ্যার উন্নতি সাধন হয়। সুপ্রসিদ্ধ খলিফা হারুণ-অররশীদ ও তৎপুত্র মামুন অর্‌রশীদের রাজত্বকালে বোগ্দাদে বিবিধ বিদ্যা ও শাস্ত্রালোচনার চূড়ান্ত উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আরবদিগের ভারতবিজয়।

খলিফা মহাত্মা ওমরের শাসনকালে ৬৩৬ খৃঃ অব্দে, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী স্থান সমূহ লুণ্ঠনের জন্য ওমানের শাসনকর্ত্তা ওসমান, একদল আরবসৈন্য জলপথে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তাহারা বোম্বাই উপকূলস্থ টানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। ওসমানের ভ্রাতা বহিরাইনের শাসনকর্ত্তাও সেই সময় ব্রোচের অধিপতির বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, শেষোক্ত সৈন্যদল দেবালের নিকট হিন্দু সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিল; আবার কেহ কেহ বলেন, হিন্দুদিগের দ্বারা আরবেরা পরাজিত হইয়াছিল। ওসমান, খলিফার বিনানুমতিতে বোম্বাই উপকূলে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, খলিফা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লিখিলেন, "যদি আরবেরা এই যুদ্ধে পরাজিত হইত, তাহা হইলে নিহত আরবদিগের সংখ্যানুসারে তোমার বংশের লোকদিগের প্রাণ বধ করিতাম।" এরূপ দূরদেশে সৈন্য প্রেরণ করা খলিফার অনভিপ্রেত হওয়াতে, পরবর্ত্তী আটাশ বৎসর পর্য্যন্ত আরবগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে নিরস্ত ছিল। ইহার মধ্যে বিজয়ী আরব সৈন্যগণ জুরজান, খোরাসান, সিস্তান, খোতন, নেশাপুর, হিরাট, ঘোর প্রভৃতি দেশসমূহ জয় করিয়া, তথায় ইসলাম প্রচার করে। ৬৬৪ খৃঃ অব্দে মুসলমানগণ কাবুল হস্তগত করে। এই বৎসরেই আরব সেনাপতি মুহাল্লিব ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি মুলতানের নিকটবর্ত্তী বানা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সিন্ধুদেশও জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষে অধিক দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। পরে আবদুল মালেক খলিফা হইয়া, সুপ্রসিদ্ধ কূটরাজনীতিকুশল হেজাজকে ইরাকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন; এবং তাঁহাকে রাজ্য বিস্তারের অনুমতি দেন। আবদুল মালেকের পুত্র ও উত্তরাধিকারী অলিদের রাজত্বকালে খলিফার অধিকার এতদূর বিস্তৃত

হইয়াছিল যে, মুসলমান সাম্রাজ্য আর কখনও সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। খলিফা অলিদ ও হেজাজকে রাজ্যবিস্তারের অনুমতি প্রদান করিলেন। হেজাজের প্রেরিত এক দল আরব সৈন্য বোখারা, খোজাণ্ড, সমরকণ্ড এবং ফারগানা জয় করিয়া কাসগারে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। এই দেশসমূহের কিয়দংশ আরবেরা পূর্ব্বেও আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু তখন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে সক্ষম হয় নাই। এই সময় আর একদল আরব সৈন্য কাবুল অভিমুখে যাত্রা করে; এবং তৃতীয় একদল সিন্ধুনদের নিম্ন প্রদেশ সমূহের দিকে অগ্রসর হয়। এই তৃতীয় সৈন্যদল সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল। সিংহল দ্বীপের অধিপতি, নানাবিধ দ্রব্য আটখানা জাহাজে করিয়া হেজাজের জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তীর্থযাত্রিগণ এবং সিংহল দ্বীপস্থ মুসলমান ব্যবসায়ীদিগের পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকাগণ ঐ সকল জাহাজে প্রেরিত হইয়াছিল। পথিমধ্যে দিবালের কতক গুলি জলদস্যু ঐ জাহাজ লুণ্ঠন করে। উৎপীড়িতা হইয়া জাহাজের একটী স্ত্রীলোক "হে হেজাজ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই সংবাদ বস্রায় হেজাজের নিকট পহুঁছিল; তিনি ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ "আমি এখানে উপস্থিত" এই কথা বলিলেন। অনতিবিলম্বে তিনি সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট বন্দিদিগের মুক্তির জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দাহির উত্তর দিলেন "যাহারা জাহাজ লুণ্ঠন করিয়াছে, তাহারা আমার শাসনাধীন নহে; তাহাদের উৎপাত নিবারণে আমি অসমর্থ।" হেজাজ এই উত্তর পাইয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য খলিফার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। এত দূরদেশে সৈন্য প্রেরণে খলিফার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু হেজাজের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় এবং এই যুদ্ধে রাজকোষ হইতে যত টাকা ব্যয় হইবে, তাহার দ্বিগুণ তিনি নিজে দিবেন অঙ্গীকার করাতে, খলিফা অগত্যা অনুমতি প্রদান করিলেন। হেজাজ দেবালের বন্দর আক্রমণ জন্য সেনাপতি ওবেহুল্লার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ওবেহুল্লা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। হেজাজ বুদেল নামক সেনাপতির অধীনে আর একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধকালে বুদেল অশ্ব হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। আরব সৈন্য পরাজিত ও বন্দীকৃত হইল। এই

শোচনীয় সংবাদে হেজাজ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। পরে স্বীয় ভ্রাতা কাসেমের পুত্র মোহাম্মদকে বিপুল সৈন্যসহ দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তখন মোহাম্মদের বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর মাত্র। মোহাম্মদ স্বীয় পিতৃব্য হেজাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৭১২ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে মোহাম্মদ ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দাহির ভাবিয়াছিলেন, আরবেরা আর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না; এজন্য তিনি রাজ্য রক্ষার্থ উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন; সুতরাং মোহাম্মদ অল্পকাল মধ্যেই দিবাল ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ সহজে জয় করিয়া, সিন্ধুদেশের রাজধানী আলোর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময় আলোর এক পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবিস্তীর্ণ নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কুঞ্জ, জলাশয়, কৃত্রিম সরিৎ, পুষ্পবাটিকা ও উদ্যান পরম্পরা ইহার শোভা বর্দ্ধন করিত। দাহির তথায় নিশ্চিন্ত মনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মোহাম্মদ আলোরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া দাহির স্তম্ভিত হইলেন; এবং অবিলম্বে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধারম্ভে তিনি হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন, যখন দেখিলেন যে, তদীয় সৈন্যগণ নির্ভীক চিত্তে ভয়ানক যুদ্ধ করিতেছে অথচ আরব দিগের বিক্রম ও যুদ্ধ নৈপুণ্যে স্থির থাকিতে পারিতেছে না, তখন তিনি হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া, স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত দিন বিপুল সাহস ও বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দাহির নিহত হইলেন; তাঁহার পুত্র ব্রাহ্মণাবাদের দিকে পলায়ন করিলেন; কিন্তু বীরাঙ্গনা দাহির মহিষী মোহাম্মদকে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি স্বয়ং দুর্গস্থিত সৈন্য দিগকে পরিদর্শন করিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পঞ্চদশসহস্রসৈন্য স্বদেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। মোহাম্মদ বিপুল বিক্রমে দুর্গ আক্রমণ করিয়া, দুর্গ প্রাচীরের নিম্নভাগ খনন করিতে আদেশ দিলেন; এবং শত্রুপক্ষের প্রতি বর্ষা, তীর ইত্যাদি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। দুর্গে খাদ্য দ্রব্যের অভাব হওয়াতে রাজ্ঞী হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি অবশেষে দুর্গস্থিত স্ত্রীলোকদিগকে আহ্বান করিয়া এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, আরবদিগের দ্বারা অব-

মানিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তদনুসারে তাঁহারা স্ব স্ব সন্তান সন্ততি সহ প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্ম-বিসর্জ্জন করিলেন।* মোহাম্মদ দুর্গ অধিকার করিয়া অস্ত্রধারী পুরুষ মাত্রকেই শমন সদনে প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ব্যবসায়ী শিল্পী এবং সাধারণ অধিবাসীদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিলেন না। বরং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অভয় প্রদান করিলেন। আলোরে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হইলে যাহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করিল, তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট রাজকর এবং জিজিয়া নামক কর হইতে মুক্তি প্রদান করা হইল। আর যাহারা স্বধর্ম্মে রহিল, তাহাদের অবস্থানুসারে কর ধার্য্য হইল। ধনী দিগকে ৪৮ দিরহাম (১২৲ টাকা) মধ্যবিত্ত লোকদিগকে ২৪ দিরহাম এবং সাধারণ প্রজা দিগকে ১২ দিরহাম কর দিতে হইত। হিন্দুদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইবে কিনা, এবিষয়ে হেজাজের অনুমতির জন্য মোহাম্মদ পত্র লিখিলেন। তদুত্তরে হেজাজ লিখিলেন, "যখন তাহারা অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, এবং খলিফাকে কর দিতে সম্মত আছে, তখন তাহারা আমাদের দ্বারা রক্ষিত হইবে, এবং তাহাদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদে থাকিবে। তাহাদিগকে তাহাদের দেব দেবীর পূজা করিতে অনুমতি দেওয়া হইল। যে সকল দেব-মন্দির ভগ্ন হইয়াছে, সে সমুদায় তাহারা পুনর্নির্ম্মাণ করিতে পারে; এবং তাহাদের ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব আবাস বাটীতে নিশ্চিন্তমনে বাস করিতে পারে।" হেজাজের আদেশ অনতিবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইল।

এই যুদ্ধে হেজাজের ৬ কোটি দিরহাম ব্যয়িত হয়; কিন্তু তিনি বারকোটী দিরহাম লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ রূপে (সমুদায়ের এক পঞ্চমাংশ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সিন্ধুবিজয়ের সংবাদ পাইয়া, রাজধানী দামেস্ক ও মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থান হইতে বহুসংখ্যক যোদ্ধৃপুরুষ আসিয়া মোহাম্মদের সঙ্গে যোগদান করিল। মোহাম্মদ অল্পকাল মধ্যেই মুলতান অধিকার করিলেন; এবং তিন বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে দাহিরের সমগ্র রাজ্য জয় করিয়া লইলেন।

---

* কোন কোন ইতিহাস লেখক বলেন যে, দুর্গ হঠাৎ মোহাম্মদের হস্তগত হওয়াতে, রাজ্ঞী আত্মহত্যা করিতে অবসর পান নাই; সুতরাং তিনি স্বীয় কন্যাদ্বয় সহ ধৃত হইয়াছিলেন।

৭১৫ খৃঃ অব্দে হেজাজের মৃত্যু হয়; এবং ইহার ছয় মাস পর খলিফা অলিদেরও পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। অলিদের ভ্রাতা সোলেমান খলিফা হইয়া, সালেহকে ইরাকের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। হেজাজ কোন কারণ বশতঃ সালেহের ভ্রাতা আদমের প্রাণবধ করিয়াছিলেন; এক্ষণে সালেহ হেজাজের জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয়শ্রী পরম্পরায় গৌরবান্বিত মোহাম্মদের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; এবং খলিফার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে পদচ্যুত ও বন্দী করিলেন। সিন্ধু-বিজেতা বীরেন্দ্রকেশরী মোহাম্মদের প্রতি কারাগারে এরূপ ভীষণ উৎপীড়ন হইতে লাগিল যে, তথায় তরুণ বয়স্ক উদারহৃদয় সেনাপতির জীবন নাটকাভিনয়ের পর্য্যবসান হইল। *

মোহাম্মদ তিন বৎসরের উর্দ্ধকাল সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাবে ছিলেন। ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত; সুতরাং তাঁহার পদচ্যুতি ও অপমানে তাহারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিল। তাহারা তাঁহার জন্য অশ্রু

* কোন কোন ইতিহাসলেখক বলেন যে, আলোর বিজয়ের পর সিন্ধুপতি রাজা দাহিরের দুই কন্যা মোহাম্মদের হস্তগত হয়। তিনি তাহাদিগকে উপঢৌকন স্বরূপ দামেস্কে খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। সিন্ধুরাজের সেই অনুপম রূপলাবণ্যবতী কন্যাদ্বয় দামেস্কে নীত হইলে, সমুদয় বহুমূল্য লুণ্ঠিত সামগ্রী সহ তাহাদিগকে খলিফার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। খলিফা জ্যেষ্ঠা কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া, তাহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন সেই কুহকিনী বাষ্পাকুল লোচনে কাতরকণ্ঠে খলিফা সমীপে নিবেদন করিল "হে বসুন্ধরাপতে! এ হতভাগিনী এক্ষণে আর ভবৎ সদৃশ মহান্ পুরুষের উপযুক্তা নহে। আপনার সেনাপতি মোহাম্মদ পূর্ব্বেই আমার সতীত্ব রত্ন অপহরণ করিয়াছে।" খলিফা তচ্ছ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ এই আদেশলিপি প্রেরণ করিলেন যে, মোহাম্মদকে জীবিতাবস্থায় চর্ম্মমশকে পুরিয়া অতি সত্বরে যেন দামেস্কে প্রেরণ করা হয়। খলিফার আদেশ অনতিবিলম্বে প্রতিপালিত হইল। বীরবর মোহাম্মদের মৃতদেহ দামেস্কে নীত হইলে, মায়াবিনী সিন্ধুরাজদুহিতা উহা দর্শনে ঈষৎ হাস্য করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "সেনাপতি মোহাম্মদ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধপিপাসা নিবৃত্তি জন্য এইরূপ চাতুর্য্যজাল বিস্তার করিয়াছিলাম; মোহাম্মদের কোনও অপরাধ ছিল না। এক্ষণে আমার অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছে; পিতৃশত্রুর বিনাশ সাধন করিয়া আমার আত্মা শান্তিলাভ করিয়াছে।" রাজকুমারীর বাক্যশ্রবণে খলিফা আপনার দারুণ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন; তখন স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অত্যন্ত ব্যথিত ও অনুতপ্ত হইয়া, দাহির নন্দিনীকে জীবিতাবস্থায় দেওয়ালের মধ্যে প্রোথিত করিতে আদেশ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, রাজকুমারীদ্বয়কে অশ্বের লাঙ্গুলে বন্ধন পূর্ব্বক নগরের মধ্যে পরিভ্রমণ করান হয় এবং তাহাতেই তাহাদের মৃত্যু ঘটে। অধিকাংশ ইতিহাস রচয়িতাই এই ঘটনা অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের মতে মোহাম্মদের কারাগারে মৃত্যুই প্রকৃত ঘটনা।

বিসর্জ্জন করিয়াছিল, এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তদীয় প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

মোহাম্মদের অকাল মৃত্যুতে আরবদিগের ভারতবিজয়ে গুরুতর বাধা পড়িল। অতঃপর এজিদ নামক এক ব্যক্তিকে সালেহ সিন্ধু দেশের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ভারতবর্ষে পঁহুছিবার ১৮ দিন মধ্যেই এজিদের মৃত্যু হইল। তৎপর খলিফা মুহাল্লিবের পুত্র হবিবকে সিন্ধুদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইতিমধ্যে হিন্দুরাজগণ বিদ্রোহী হন; এবং দাহিরের পুত্র ব্রাহ্মণাবাদ হস্তগত করেন। হবিবের আগমনে আলোর-বাসীরা তাঁহার বশুতা স্বীকার করিল। খলিফা সোলেমানের মৃত্যু হইলে, আবদুল আজিজের পুত্র ওমর খলিফা হইয়া, ভারতবর্ষীয় হিন্দুরাজগণকে ইস্লাম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন, এবং তাহাদিগকে অন্যান্য মুসল-মানের ন্যায় অধিকার ও স্বত্ব দিয়া পুরস্কৃত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কথিত আছে, দাহিরের পুত্র এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক হিন্দু রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ইস্লাম গ্রহণ ও আরবীয় নাম ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর পরেই আবার তাঁহারা ইস্লাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিদ্রোহী হইলেন। আরবগণও দৃঢ়তা এবং কঠোরতার সহিত এই বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদুপলক্ষে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে দাহিরের পুত্র পরাজিত ও নিহত হইলেন; পরে অন্যান্য রাজগণও যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আরবদিগের বশুতা স্বীকার করিলেন।

আব্বাস বংশীয় খলিফা আবুজাফর মনসুরের শাসনকালে (৭৫৪ হইতে ৭৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত) কাশ্মীর, পঞ্জাব, এবং সমগ্র সিন্ধুদেশ আরবেরা জয় করে। পরে জগদ্বিখ্যাত হারুণ অর-রশীদ খলিফা হইলে, সিন্ধুদেশে আরবদিগের অক্ষুণ্ণ প্রাধান্য স্থাপিত হয়; এবং উত্তর ভারতের রাজগণও আরবদিগের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হন। এমন কি, সুদূর তিব্বতের অধিপতিগণ মুসলমানদিগের রাজ্য বিস্তার দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন। হারুণের পুত্র মামুনের আধিপত্য-কালেও আরবদিগের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ থাকে। পরে খলিফাগণ ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সর্দ্দারেরা স্বাধীন হইতে লাগিলেন। ঈদৃশ কারণ পরম্পরায় সিন্ধুদেশের প্রতি খলিফারা আর দৃষ্টি রাখিতে পারি-

লেন না, সিন্ধুদেশ কতিপয় মুসলমান সামন্তের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এই সকল সামন্তগণ বাস্তবিক স্বাধীন ছিলেন, তাঁহারা খলিফাকে কোনরূপ কর প্রদান করিতেন না; কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। ক্রমে মুলতান ও মনসুরা নামক দুইটী পরাক্রান্ত মুসলমানরাজ্য স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত তুরাণ, মাকরাৎ প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যও বর্ত্তমান ছিল। সিন্ধুদেশের মুসলমানি রাজন্যবর্গের পরস্পর সদ্ভাব ছিল না, তাঁহারা সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকিতেন, এবং স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করিতে প্রয়াস পাইতেন। সুতরাং তাঁহাদের রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। চতুর্দ্দিকের হিন্দু রাজগণ মিলিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে আরবদিগকে সিন্ধুদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

আরবদিগের শাসনকালে সিন্ধুদেশের বার্ষিক আয় এককোটী পনর লক্ষ দিরহাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা সাধারণতঃ ভূমির কর হইতে আদায় হইত। যে সকল প্রজা সরকারি খাল হইতে জল লইত, তাহাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের পঞ্চমাংশের দুই অংশ, আর যাহারা জল না লইত, তাহাদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ ভূমির কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইত। খর্জ্জূর, আঙ্গুর ইত্যাদি ফলের এক তৃতীয়াংশ, এবং মৎস্য, মুক্তা প্রভৃতির এক পঞ্চমাংশ কররূপে গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। এতদ্ব্যতীত বাণিজ্য শুল্ক, জমির কর ইত্যাদি হইতেও বৎসর বৎসর অনেক টাকা আদায় হইত।

আরবগণ প্রায়ই তাহাদের স্বপ্রতিষ্ঠিত নগর সমূহে বাস করিত; দেশীয় লোকদিগের সহিত প্রায়ই মিশিত না। যোদ্ধৃপুরুষগণ আপনাদের স্ত্রী পরিবার সঙ্গে লইয়া আসিত না, এজন্য ক্রমশঃ সিন্ধুদেশীয় হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের পাণিগ্রহণ করিতে লাগিল। এই সম্বন্ধ সূত্রে দেশীয়দিগের সহিত তাহাদের কিয়ৎ পরিমাণে সহানুভূতি জন্মে। আরবেরা যখন প্রথমতঃ সিন্ধুদেশে আগমন করে, তখন সেখানে জাট, মিড প্রভৃতি জাতিরাই অধিক পরিমাণে বাস করিত। ইহারা আরব সৈন্য দলে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিয়াছিল। এই নূতন সৈন্যদল দিগ্বিজয়ী আরব সৈন্যদিগের সহিত অতি দূরতর দেশে গমন পূর্ব্বক, অনেকবার প্রতিপক্ষের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

আরবদিগের অধিকৃত অন্যান্য দেশের অধিবাসী অপেক্ষা সিন্ধুদেশবাসিগণ অধিকতর স্বাধীনতা, সুবিধা ও সুখ স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিত। তথায় কারাবাসিগণ সহজেই মুক্তি লাভ করিত; বিদ্রোহীদিগকে অবিলম্বে ক্ষমা করা হইত, অধিবাসিগণ নির্ব্বিবাদে ও স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিত, এবং তাহাদের স্বদেশ প্রচলিত আইন অনুসারে তাহারা শাসিত হইত। সময় সময় কোন কোন স্থানে তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন এবং তাহাদের ধর্ম্ম ও দেব-মন্দিরাদির উপর হস্তক্ষেপ করা হইত না এমন নহে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহারা শান্তি ভোগ করিত এবং প্রধান প্রধান রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইত। বিজয়ী আরবদের মধ্যে সৈনিক ব্রতধারী লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল, শাসনকার্য্যে সুপটু লোকের সংখ্যা অল্প ছিল; সুতরাং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনভার কার্য্যতঃ দেশীয় লোকের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। দেশীয় রাজস্ব সচিব, কোষাধ্যক্ষ এবং হিসাব পরীক্ষকগণ এরূপ ভাবে হিসাব পত্র রাখিত যে, আরবেরা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিত না; সুতরাং তাহারা নানা প্রকার প্রতারণা করিয়া রাজস্ব আত্মসাৎ করিত। এজন্য সময় সময় সন্দেহ বশতঃ এবং কখন কখন সত্যসত্যই ধরা পড়িয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করিত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সিন্ধুদেশবাসীদিগকে তাহাদের ধর্ম্মমন্দির সমূহ পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া, দেবগণের পূজা করিতে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল; তদ্ব্যতীত হিন্দুরাজাদিগের অধিকার কালে, প্রজা সাধারণ পুরোহিত দিগকে যে শতকরা ৩৲ তিন টাকা হারে "ধর্ম্মকর" প্রদান করিত, মুসলমান শাসনকর্ত্তারাও সেই নিয়ম অব্যাহত রাখিয়া ছিলেন। দেশীয় লোকদিগের স্বত্বাদি ও পূর্ব্বপ্রচলিত রাজনীতি রক্ষা করিবার জন্য, সিন্ধুদেশের আরব শাসনকর্ত্তা, দাহিরের মন্ত্রীকেই স্বীয় মন্ত্রীত্ব পদ প্রদান করিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত রাজস্বাদি আদায়ের নিমিত্ত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, রাজকর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

গজনির সুলতানগণ।

আলপ্তগিন। জগদ্বিখ্যাত খলিফা হারুণ-অররসীদ ও তৎপুত্র মামুন-অর-রসীদের মৃত্যুর পর খলিফাদিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। অবশেষে খলিফার বিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে বোগদাদ ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় প্রদেশ ভিন্ন সমুদয়ই তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীনভাবে রাজোপাধি ধারণ করেন। এই প্রকারে খোরাসানে এক অভিনব রাজ্য স্থাপিত হয়। অনন্তর ৯০৩ খৃঃ অব্দে সামানিগণ এই রাজ্যে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ইসমাইল নামক এক ধীশক্তিসম্পন্ন বিচক্ষণ পুরুষ, সামানিরাজ্যের সংস্থাপয়িতা। সামানিবংশীয় পাঁচ জন নৃপতি ১২০ বৎসরকাল নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশীয় পঞ্চম নৃপতি আবদুলমালেক মনসুর নামক একটী অল্প বয়স্ক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

আলপ্তগিন নামে আবদুল মালেকের একজন প্রিয়পাত্র তুর্কি দাস, খোরাসানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মনসুরের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে আলপ্তগিনের অভিপ্রায় জানিবার জন্য, দূত প্রেরিত হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, "মনসুর এক্ষণে অল্প বয়স্ক, সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার খুল্লতাত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করুন। পরে মনসুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন।" কিন্তু দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই মনসুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। মনসুর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া আলপ্তগিনকে রাজধানী বোখারায় উপস্থিত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। আলপ্তগিন প্রাণভয়ে বোখারায় যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া, নানারূপ আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। পরে ৯৬২ খৃঃ অব্দে প্রকাশ্য-ভাবে বিদ্রোহী হইয়া, স্বীয় বিশ্বস্ত অনুচর ও সৈন্য সামন্ত সহকারে গজনিতে গমন পূর্ব্বক রাজকীয় সৈন্যদলের সহিত কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তিনি গজনিতে পঁহুছিলে, তত্রত্য দুর্গের সৈন্য ও

অধিবাসিগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকৃত হইয়া, দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। অগত্যা তিনি নগরের বহির্দ্দেশে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, চতুর্দ্দিকের জনপদসমূহ অধিকার করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ ন্যায়পরায়ণ ও অপক্ষপাতী হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা আরম্ভ করিলেন যে, তাহাতে রাজ্যের সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। একদা রাজপথ দিয়া গমন করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন, যে তাঁহার কতিপয় ভৃত্য কোন সমীপবর্ত্তী পল্লীগ্রাম হইতে কএকটী গৃহপালিত পক্ষী লইয়া আসিতেছে। এ সকল পক্ষী তাহারা কোথায় পাইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে ভৃত্যগণ উত্তর করিল, ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। ভৃত্যদিগের বাক্যে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, তখনই সেই গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনিলেন; এবং এই সকল পক্ষীর মূল্য দেওয়া হইয়াছে কিনা, ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি উত্তর করিল, তুর্কেরা গ্রামে আসিলে, কুক্কুট প্রভৃতির মূল্য না দিয়া বল পূর্ব্বক লইয়া যায়। আলপ্তগিন ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ভৃত্যদিগের প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। অমাত্যগণের অনুরোধে সে ভীষণ দণ্ড রহিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের কর্ণে ছিদ্র করিয়া, কুক্কুট গুলিকে সূত্রদ্বারা ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। দোদুল্যমান কুক্কুটদিগের নখরপ্রহার ও পক্ষাঘাতে হতভাগ্যদিগের মুখ ও মস্তক হইতে শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল। আবার এই অবস্থাতেই তাহাদিগকে সৈন্যদিগের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করান হইল। গজনির অধিবাসিগণ আলপ্তগিনের এরূপ ন্যাপরায়ণতা ও সুবিচার সংবাদ শ্রবণে, সমবেত হইয়া অবধারণ করিল যে, এরূপ ন্যায়বান্ ব্যক্তি আমাদের শাসনকর্ত্তা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। তদনুসারে তাহারা সেই দিনই আলপ্তগিনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল; পরদিন আলপ্তগিন মহা সমারোহে গজনিতে প্রবেশ করিলেন। আলপ্তগিন নির্ব্বিঘ্নে ১৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন।

আলপ্তগিনের পুত্র আবুইস্‌হাক দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে আলপ্তগিনের জামাতা সুবিচক্ষণ সবুক্তগিন গজনির সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

সবুক্তগিন—পারস্যের রাজবংশে সবুক্তগিনের জন্ম হয়; কিন্তু তিনি অদৃষ্ট-

চক্রের আবর্ত্তনে পতিত হইয়া, দাসরূপে বিক্রীত ও আলপ্তগিনের হস্তে পতিত হন। তাঁহার অসাধারণ যোগ্যতা, অতুল সাহস এবং প্রখর বুদ্ধি শীঘ্রই আলপ্তগিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই সময় হইতে সবুক্তগিনের ক্রমশঃ পদোন্নতি হইতে লাগিল। আলপ্তগিন তাহাকে "আমীর-ওল-ওমরা" উপাধিতে ভূষিত করেন। কালে গজনি রাজ্যে তিনিই অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইয়া উঠেন। আবুইস্হাকের মৃত্যুর পর, সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে সবুক্তগিনই গজনির অধীশ্বর বলিয়া মনোনীত হন। তদনন্তর তিনি ৯৭৮ খৃঃ অব্দে আলপ্তগিনের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া গজনির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।*

সবুক্তগিন সিংহাসনারোহণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে কান্দাহার জয় করেন; পরে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া, ভারতের সীমান্ত প্রদেশস্থিত কয়েকটি দুর্গ হস্তগত করেন; এবং অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া গজনিতে প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে জয়পাল লাহোরের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্য সরহেন্দ হইতে লগমান এবং কাশ্মীর হইতে মুলতান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুসলমানদিগের আক্রমণ নিবারণার্থ তিনি বিতুন্দার দুর্গে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেন। জয়পাল যখন দেখিলেন, সবুক্তগিন তাঁহাকে নিরাপদে রাজত্ব করিতে দিবেন না, তখন তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য এবং হস্তী সংগ্রহ করিয়া, বীরদর্পে গজনি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদে সবুক্তগিনও সৈন্যসজ্জা করিয়া রাজধানী

---

* কথিত আছে, সবুক্তগিন যখন একজন সামান্য সৈনিক ছিলেন, সেই সময় তিনি একদা মৃগয়ায় গমন করেন। মৃগয়াকালীন তৎকর্ত্তৃক এক মৃগশাবক ধৃত হয়। যখন উক্ত মৃগশিশুকে লইয়া অশ্বারোহণে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন, তখন পশ্চাতে কোন জীবের পদধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন যে, শাবকহারা হরিণী উন্মত্তার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। হরিণীর ব্যাকুলতা, কাতর অঙ্গভঙ্গী ও বিষাদময় ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, হরিণী শাবকের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। অবস্থা দর্শনে তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ মৃগশিশুকে ছাড়িয়া দিলেন। হরিণী শাবকটী পাইয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে অরণ্যাভিমুখে চলিয়া গেল। সেই রাত্রিতেই সবুক্তগিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গীয় পুরুষ তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, "হে সবুক্তগিন! তুমি আজ হরিণীর প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে ঈশ্বর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তোমাকে গজনির রাজত্ব প্রদান করিয়াছেন। আজ বাক্শক্তিহীন ইতর প্রাণীর প্রতি তুমি যেরূপ দয়া প্রদর্শন করিয়াছ, রাজত্ব লাভ করিয়া স্বীয় প্রজা মণ্ডলীর প্রতিও সেইরূপ সদয় ব্যবহার করিবে ইহাই তাঁহার আদেশ।"

হইতে বহির্গত হইলেন। দুই দল সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিল, কিন্তু সেই রজনীতে হঠাৎ দুঃসহ তুষার বর্ষণ হওয়াতে, উভয় পক্ষের বিস্তর সৈন্য প্রাণত্যাগ করে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার হিন্দুগণই অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহারা কখনও এরূপ তুষার বর্ষণ দেখে নাই, সুতরাং ভয়ে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িল। সবুক্তগিনের দৃঢ়কায়, কষ্ট সহিষ্ণু পার্ব্বত্য সৈন্যগণ ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইল না। তখন জয়পাল নিরুপায় হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; সবুক্তগিন সন্ধিবন্ধনে সম্মত থাকিলেও, তাঁহার বীরপুত্র মাহ্মুদ যুদ্ধ করিতে নিতান্ত উৎসুক ছিলেন। তিনি পিতাকে অনেক বুঝাইয়া, সন্ধি সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিলেন। জয়পাল এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া, দূতদ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাজপুত সৈন্যগণ যুদ্ধে জয়ী হওয়া অসম্ভব বিবেচনা করিলে এক কালীন মমতাশূন্য হইয়া স্বহস্তে স্ত্রীপুত্রদিগের বধসাধন ও গৃহাদি অগ্নিসাৎ করতঃ ভীষণবেগে শত্রুসৈন্য আক্রমণ পূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করে। সবুক্তগিন এইরূপ বৃথা শোণিতপাতে ও রাজপুতগণের জীবন নাশে অনিচ্ছুক হইয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। স্থিরীকৃত হইল যে, জয়পাল নগদ দশ লক্ষ দিরহাম ও পঞ্চাশটী হস্তী গজনিপতিকে প্রদান করিবেন। প্রতিশ্রুত সমুদায় টাকা সঙ্গে না থাকাতে, তিনি অবশিষ্ট টাকা প্রদানের জন্য সবুক্তগিনের কতিপয় বিশ্বস্ত লোক সঙ্গে লইয়া, স্বীয় রাজধানী লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জয়পাল লাহোরে পঁহুছিয়াই শুনিতে পাইলেন যে, স্বদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে উহার দমনার্থ সবুক্তগিন ভারতসীমা হইতে চলিয়া গিয়াছেন। এতচ্ছ্রবণে জয়পাল প্রতিশ্রুত টাকা প্রদান করা দূরে থাকুক, বরং স্বীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদিগের পরামর্শে সবুক্তগিনের প্রেরিত দূতদিগকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। জয়পালের ক্ষত্রিয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, সবুক্তগিন এরূপ অপমান ও অন্যায় আচরণের সমুচিত প্রতিশোধ না লইয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিবেন না। কিন্তু জয়পাল দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। সবুক্তগিন জয়পালের এরূপ অশিষ্ট ব্যবহারের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, ও সসৈন্যে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। জয়পালও আসন্ন বিপদ ভাবিয়া দিল্লী, আজমীর, কাশ্মীর এবং কনোজের রাজগণের

নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব সৈন্য লইয়া, জয়পালের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। "লমগান" নামক স্থানে দুই পক্ষে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। হিন্দুদিগের এরূপ বিপুল সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধ সজ্জা দেখিয়া, সবুক্তগিন কিঞ্চিন্মাত্র ভীত ও বিচলিত হইলেন না; তিনি দৃঢ়কায় এবং অসীম সাহসী পার্ব্বত্য সৈন্যদিগের বলবিক্রম ও রণনৈপুণ্য এবং স্বকীয় সাহস ও রণপাণ্ডিত্যের উপর নির্ভর করিয়া, হিন্দুদিগকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর, হিন্দুগণ সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল; মুসলমানেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, অনেকের প্রাণ সংহার করিল। সবুক্তগিন সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন; এবং পেশাওরে একজন শাসনকর্ত্তা ও দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য স্থাপনপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহাই ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের প্রথম সূত্রপাত।

সবুক্তগিন ৯৯৭ খৃঃ অব্দে ৫৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, বিচক্ষণ, সাধু, ন্যায়বান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। তিনি বিংশতি বৎসরকাল গজনিরাজ্য শাসন করেন। তাঁহার অপক্ষপাতিতা এবং সদয় ব্যবহারে প্রজাবৃন্দ সাতিশয় মুগ্ধ হয়। তিনি বাহ্যাড়ম্বর ও জাঁকজমক ভালবাসিতেন না। কথিত আছে, একদা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মাহ্‌মুদ, স্বীয় উদ্যানে এক অতি সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, পিতাকে উহা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সবুক্তগিন উহা দেখিয়া বলিলেন "আমি ইহাকে বালকের ক্রীড়নকের ন্যায় তুচ্ছ পদার্থ মনে করি। অর্থ থাকিলে, যে কোন প্রজা এইরূপ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইতে পারে। সৎকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করাই নৃপতিগণের কর্ত্তব্য। সকলেই তাহার অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করিবে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত হইবে না"।

সুলতান মাহ্‌মুদ—সবুক্তগিনের মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মাহ্‌মুদ, খোরাসানের রাজধানী নেশাপুরে ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র ইস্‌মাইল পিতার মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিতে সম্মত করিয়াছিলেন; সুতরাং সবুক্তগিনের মৃত্যু হইলে, ইসমাইল গজনির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তিনি সাধারণের প্রিয়পাত্র হইবার মানসে মুক্ত হস্তে অজস্র অর্থদান করিতে লাগিলেন এবং সৈন্য ও কর্ম্মচারীদিগকে যথেষ্ট উপঢৌকন প্রদান করিলেন। মাহ্‌মুদ, স্বীয় বয়ঃ কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সিংহাসনারোহণের সংবাদ পাইয়া, তাহাকে লিখিলেন, "আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি, সাধ্যমত তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে আমার ইচ্ছা; কিন্তু শাসনকার্য্যে বয়স, বিদ্যাবুদ্ধি ও বহুদর্শিতা একান্ত আবশ্যক; তোমাতে এ সকল গুণের সম্পূর্ণ অভাব দেখিতেছি। আশা করি, তুমি এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিবে; এবং বল্‌খ ও খোরাসানের রাজত্ব লইয়া সন্তুষ্ট হইবে।" ইসমাইল এ প্রস্তাবে কর্ণপাত না করাতে মাহ্‌মুদ যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলেন না। তখন তিনি সসৈন্যে গজনি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইস্‌মাইলও যথাসাধ্য সৈন্য সজ্জা করিয়া জ্যেষ্ঠের সম্মুখীন হইলেন। দুইদলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল; ইস্‌মাইল সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইলেন এবং দুর্গ ও রাজকোষের চাবি মাহ্‌মুদের হস্তে সমর্পণ ও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিয়দ্দিন পরে মাহ্‌মুদ একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি জয়ী হইলে আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে?" ইস্‌মাইল উত্তর করিলেন, তোমাকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখিতাম, এবং মুক্তি ভিন্ন তুমি যাহা কিছু চাহিতে, তাহাই তোমাকে প্রদান করিতাম।" তখন মাহ্‌মুদ কিছুই বলিলেন না, কিন্তু অল্প দিন পরেই তাঁহাকে "জুরজানের" দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

মাহ্‌মুদ ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে "সুলতান" উপাধি ধারণ পূর্ব্বক, গজনির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি সুশৃঙ্খলরূপে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা করিয়া রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং পিতার সঙ্গে সর্ব্বদা যুদ্ধে গমন করিতেন, সুতরাং যুদ্ধের বিপদ ও কঠোরতা সহ্য করিতে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার পিতা, রাজপুতদিগের সহিত যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। তিনি ভারতের উর্ব্বরতা ও সমৃদ্ধি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন; এবং ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সঞ্চিত অতুল ঐশ্বর্য্যের বিষয়ও বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, সুতরাং রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই ভারত বিজয়ের

উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। সিংহাসনারোহণ করিবার চারি বৎসর পরে ১০০১ খৃঃ অব্দে মাহ্মুদ দশ সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, ভারতবর্ষাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার পিতৃ শত্রু জয়পাল, বহুসংখ্যক রাজপুত রাজা, দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও ত্রিংশৎ সহস্র পদাতি সৈন্য সহকারে পেশাওয়ারে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে জয়পাল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন, তাঁহার পাঁচ সহস্র যোদ্ধা সমরশায়ী হইল; এবং ১৫ জন প্রধান সামন্ত রাজসহ তিনি স্বয়ং বন্দী হইলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনেক টাকা, বহু সংখ্যক হস্তী এবং বার্ষিক নিয়মিত কর দিতে অঙ্গীকার করায়, তাঁহাকে ও অন্যান্য বন্দিদিগকে মুক্তি প্রদান করা হইল। কিন্তু মাহ্মুদ তাঁহার এক পুত্র ও এক পৌত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিলেন; টাকা এবং হস্তী পঁহুছিলে, তাঁহাদিগকেও ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মাহ্মুদ প্রত্যাবর্ত্তনকালে বিতুন্দার দুর্গ অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে অনেক মণিমুক্তা ও বহুমূল্য সামগ্রী মাহ্মুদের হস্তগত হয়। কথিত আছে জয়পালের গলার একছড়া হারের মূল্য জওহরিগণ ১৮০০০০ দিনার ধার্য্য করিয়াছিল।

জয়পাল মুক্তিলাভ করিয়া লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন বটে, কিন্তু মনঃক্ষোভে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্র ভীষণ রূপে দগ্ধ হইতে লাগিল। আবার তখন এরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কোনও রাজা দুইবার বৈদেশিক শত্রুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে, তিনি রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন; সুতরাং জয়পাল, স্বীয় পুত্র অনঙ্গপালের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক, প্রজ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। অনঙ্গপাল লাহোরের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, সুলতানের নিকট নিয়মিতরূপে কর পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ ভাটিয়ার রাজা, তাহার অংশের কর না দেওয়াতে মাহ্মুদ ১০০৪ খৃঃ অব্দে ভাটিয়া আক্রমণ করিলেন। রাজপুতেরা এরূপ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, ক্রমাগত তিন দিন পর্য্যন্ত সুলতানের সৈন্যগণ পরাজিত হইল। অবশেষে চতুর্থ দিনে মুসলমানদিগের ভীষণ আক্রমণে হিন্দুরা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করিল, রাজা পলায়ন করিলেন; কিন্তু অবশেষে ধৃত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আত্মহত্যা করিলেন। মাহ্মুদ ভাটিয়া রাজ্য অধিকার এবং দীন

১০০৫ খৃঃ অব্দে সুলতানের শাসনকর্ত্তা দাউদ, অনঙ্গপালের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে, মাহ্‌মুদ আবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। অনঙ্গপাল পরাজিত হইয়া কাশ্মীরে পলায়ন করিলেন ; এবং দাউদ অধীনতা স্বীকার করাতে সুলতান তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ঐ সময় কাসগারের অধিপতি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া, মাহমুদ স্বদেশে প্রতিগমন করিবার আয়োজন করিলেন। সিউকপাল নামক একজন হিন্দু রাজা ইতিপূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মাহ্‌মুদ তাঁহার হস্তে ভারতবর্ষ শাসনের ভার অর্পণ করিয়া সত্বর গজনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; এবং কাসগারের অধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মাহ্‌মুদের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা সিউকপাল কিছুদিন পরে হিন্দুধর্ম্ম পুনর্গ্রহণ করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। মাহ্‌মুদ এই সংবাদ পাইয়া পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক সিউকপালকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে চল্লিশ সহস্র দিরহাম আদায় করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই বিদ্রোহেও অনঙ্গপাল সাহায্য করিয়াছিলেন, এজন্য মাহ্‌মুদ নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি প্রদানে কৃতসংকল্প হইলেন। ১০০৮ খৃঃ অব্দে তিনি বিপুল বাহিনী সজ্জিত করিয়া, অনঙ্গপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অনঙ্গপাল এই সংবাদ পাইয়া দিল্লী, আজমীর, কনোজ, কালঞ্জর, উজ্জয়িনী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্যের হিন্দুরাজাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা সসৈন্যে অনঙ্গপালের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এবার হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু রাজত্ব রক্ষার জন্য, ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ দৃঢ়তার সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ বিপুল বাহিনী পঞ্জাবক্ষেত্রে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সমবেত হয় নাই। চতুর্দ্দিক হইতে অজস্র অর্থরাশি আসিতে লাগিল। এই ঘটনায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও বিভিন্ন জনপদবাসী হিন্দু নরনারীগণ এরূপ স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি বৎসলতার পরিচয় প্রদান করেন যে, অচিরে মোসলেম গৌরব সিন্ধুনদে নিমজ্জিত হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত পুরমহিলাগণ স্ব স্ব মণিমুক্তা বিক্রয় করিয়া ও অলঙ্কারাদি গলাইয়া স্বর্ণ রৌপ্য ও নগদ মুদ্রা, আর দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা স্বহস্তপ্রস্তুত কার্পাস-সূত্র বিক্রয় করিয়া তল্লব্ধ অর্থ যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রেরণ

করিতে লাগিলেন। এরূপ সার্ব্বজনীন উৎসাহ ও একতা ভারতবাসীদিগের মধ্যে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। পার্ব্বত্য গাক্কার (গোক্কুর) জাতীয় ত্রিশ সহস্র যোদ্ধা রাজপুতদিগের সহিত মিলিত হইল। অনঙ্গপাল বিশাল সৈন্য-দল ও বিপুলযুদ্ধ সজ্জা সহকারে সিন্ধুনদ পার হইলেন; এবং পেশাওরের নিকটে মাহ্‌মুদের সম্মুখীন হইলেন। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন থাকিয়া, অবশেষে যুদ্ধারম্ভ করিল। উভয় পক্ষই দুর্জ্জয় সাহস ও অদ্ভুত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত কোনও পক্ষের জয় পরাজয় হইল না। অবশেষে অনঙ্গপাল যে হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ় ছিলেন, উহা জ্বলন্ত গোলক দৃষ্টে ভীত হইয়া, হঠাৎ আরোহী সহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। হিন্দু সৈন্যগণ পরিচালক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে মনে করিয়া ভয়ে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিতে লাগিল। মুসলমানগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বিংশতি সহস্র হিন্দুর প্রাণসংহার করিয়াছিল। যুদ্ধান্তে বিপুল যুদ্ধ সামগ্রী সুলতানের হস্তগত হয়। তৎপরে মাহ্‌মুদ নগর-কোটের গিরিদুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই দুর্গ দুরারোহ ও দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকাতে চতুর্দ্দিকের হিন্দুদেবমন্দিরের সম্পত্তি সকল এখানে রক্ষিত হইত। ফেরেস্তা লিখিয়াছেন, নগরকোটের দুর্গে ৭০০০০ লক্ষ স্বর্ণ দিনার, ৭০০ মণ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত বাসন ২০০ মণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ, ২০০০ মণ রৌপ্য এবং ২০ মণ হীরক, মণি, মুক্তা ইত্যাদি মাহ্‌মুদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মাহ্‌মুদ পর বৎসর ঘোর আক্রমণ করিয়া তত্রত্য রাজাকে পরাজিত ও বন্দি করিলেন। ঘোরপতি স্বহস্তস্থিত বিষাক্ত অঙ্গুরী লেহনে প্রাণত্যাগ করেন। মাহ্‌মুদও ঘোর রাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করিলেন। ঐ বৎসর মুলতানে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, মাহ্‌মুদ মুলতান আক্রমণপূর্ব্বক তত্রত্য শাসনকর্ত্তা দাউদকে বন্দী করিয়া গজনিতে লইয়া যান; পর বৎসর অর্থাৎ ১০১১ খৃঃ অব্দে থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন মানসে, ষষ্ঠবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। অনঙ্গ পাল মন্দির রক্ষার জন্য, সুলতানকে অনেক মণিমুক্তা, হস্তী ও থানেশ্বরের সমগ্র রাজস্ব প্রদান করিতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অনঙ্গপাল অগত্যা মন্দির রক্ষার্থে মাহ্‌মুদকে বাধা দিবার প্রস্তাব করিয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশস্থ রাজাদিগের নিকট দূত পাঠাইলেন।

কিন্তু তাঁহাদের সাহায্য আসিবার পূর্ব্বেই মাহ্‌মুদ থানেশ্বর আক্রমণ ও অবাধে মন্দির অধিকার করিয়া শতাধিক বৎসরের সঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি হস্তগত করিলেন। তৎপরে ঐ অতুল ঐশ্বর্য্য এবং দুই লক্ষ বন্দী লইয়া গজনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই যাত্রায় মাহ্‌মুদের সৈন্যদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দুই বৎসর পরে মাহ্‌মুদ নিনদুনা দুর্গ আক্রমণ করেন। অনঙ্গপালের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল, লাহোরের রাজা হইয়াছিলেন। মাহ্‌মুদের আগমনে তিনি কাশ্মীরে পলায়ন করিলেন। মাহ্‌মুদ নিনদুনা দুর্গ অধিকার ও লুণ্ঠন করিয়া কাশ্মীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। জয়পাল তথা হইতে পলায়ন করিয়া দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মাহ্‌মুদ কাশ্মীর লুণ্ঠন এবং তত্রত্য বহুসংখ্যক অধিবাসীকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১০১৫ খৃঃ অব্দে মাহ্‌মুদ পুনরায় কাশ্মীরে প্রবেশ করেন; বিদ্রোহী সামন্তদিগের দণ্ডবিধান, এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও লকোটের দুর্গ জয় করিতে না পারিয়া, শীতের প্রারম্ভে গজনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাগমনকালে পথ প্রদর্শকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার সৈন্যগণকে বিপথে লইয়া যাওয়ায় অনেক সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পর সুলতান মাহ্‌মুদ অক্ষমনদীর অপর পার্শ্বের দেশ সমূহ জয় করিয়া, স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তৎপরে ১০১৭ খৃঃ অব্দে বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে কনোজ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। কনোজরাজ রাজ্যপাল আপনাকে যুদ্ধে অসমর্থ জানিয়া সুলতানের শরণাগত হন। মাহ্‌মুদ সে রাজ্যের কোনও অনিষ্ট করিলেন না। তথায় তিন দিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া তিনি মিরাটে উপস্থিত হইলেন। তথাকার রাজা অত্যল্প মাত্র সৈন্য দুর্গে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য সহ পলায়ন করিলেন। দুর্গস্থিত সৈন্যগণ সুলতানকে কালানল প্রতাপে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, ২৫০০০০ রৌপ্য দিনার এবং ৩০টী হস্তী প্রদানে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তৎপরে মাহ্‌মুদ মহাভণের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। রাজা হতাশ হইয়া, স্ত্রীপুত্রকে বধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। সুলতান দুর্গ অধিকার করিয়া ৮০টী হস্তী এবং অনেক লুণ্ঠিত সামগ্রী হস্তগত করেন। ইহার পর তিনি

সুবিখ্যাত মথুরা নগরীতে উপস্থিত হইয়া, অবাধে উহা অধিকার করেন; এবং ২০ দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া, উক্ত নগরী লুণ্ঠন দ্বারা বিপুল পরিমাণে মণিমুক্তা, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মহামূল্য সামগ্রী এবং বহুসংখ্যক দাস ও হস্তী হস্তগত করিয়াছিলেন। তিনি মথুরার মন্দির সমূহের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া, উহা ধ্বংস করিতে বিরত হন। মথুরার মনোহর সৌধমালা দর্শনে স্বীয় রাজধানী গজনি নগরীকেও তাদৃশ অট্টালিকা সমূহে সজ্জিত করিতে তাঁহার প্রবল বাসনা জন্মে। সুলতান মথুরা পরিত্যাগ করিয়া, আরও কতিপয় দুর্গ, এবং রাজা চন্দপালও চন্দ্র রায়ের রাজ্য লুণ্ঠন পূর্ব্বক মহা সমারোহে গজনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সুলতান মাহ্‌মুদ এইবার গজনিতে গিয়া, এক অতি সুন্দর মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিলেন; এবং একটী বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদুঘর স্থাপন করিলেন। ওমরাহগণও তাঁহার অনুসরণ করিয়া অনেক মনোহর অট্টালিকা, মস্‌জেদ, ইন্দারা প্রস্তুত করিলেন; এবং অল্পকাল মধ্যে গজনি এক অতি শোভনা মহানগরীতে পরিণতা হইল।

কনোজ রাজ মাহ্‌মুদের শরণাপন্ন হওয়ায়, অন্যান্য হিন্দুরাজগণ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া, ১০২১ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মাহ্‌মুদ এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র সসৈন্য ভারতবর্ষে উপস্থিত হন; কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই কালঞ্জরের রাজা, কনোজপতি রাজ্যপালকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, তদীয় রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন। সুলতানের আগমনে কালঞ্জররাজ ভয়ে স্বরাজ্যে পলায়ন করিলে, তিনি কনোজ নগরী সম্পূর্ণরূপে উৎসাদিত করিয়া ফেলিলেন; এবং কালঞ্জরাধিপতিকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের নিমিত্ত তদীয় রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাজা পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইলেন। তথায় ৫৮০টী হস্তী এবং অনেক ঐশ্বর্য্য হস্তগত করিয়া, সুলতান গজনিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ইহার অল্প দিন পরে মাহ্‌মুদ পুনর্ব্বার কাশ্মীরের দিকে অভিযান করিলেন। পথে লকোট দুর্গ অবরোধ করিলেন; কিন্তু উহা অধিকার করিতে পারিলেন না। তথা হইতে লাহোরে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই লাহোরপতি পলায়ন করিয়া আজমীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং মাহ্‌মুদ

অবাধে লাহোর নগর অধিকার করিয়া সমগ্র লাহোর রাজ্য স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লইলেন; এবং তথায় একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

সমরপ্রিয় মাহ্‌মুদ অধিকদিন স্থির থাকিতে পারিলেন না। ১০২৩ খৃঃ অব্দে আবার তিনি ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। এবার তিনি লাহোরের পথে কালঞ্জরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে গোয়ালিয়র আক্রমণ করেন, কিন্তু রাজা বিস্তর উপঢৌকন দিয়া তাঁহার কোপানল হইতে স্বরাজ্য রক্ষা করিলেন। পরে তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া কালঞ্জর আক্রমণ করিলেন। কালঞ্জরের রাজা নন্দরায় তিনশত হস্তী এবং অন্যান্য উপঢৌকন দিয়া, সন্ধির প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু সুলতান ইহাতে সম্মত হইলেন না। নন্দরায় মাহ্‌মুদের সৈন্যগণের সাহস পরীক্ষার জন্য, স্বীয় ভীষণ কায় রণমাতঙ্গ গুলিকে মদিরাপান করাইয়া, বিনা মাহুতে সুলতানের শিবিরাভিমুখে ছাড়িয়া দিলেন। মাহ্‌মুদ ইহা দেখিতে পাইয়া একদল অতি উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যকে, হস্তী গুলি ধৃত কিম্বা বধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সেই বিক্রান্ত অশ্বারোহিগণ নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া, কেহ কেহ হস্তীর উপর চড়িয়া বসিল, আর সকলে অত্যন্ত বেগে আক্রমণ করিয়া অবশিষ্ট গুলিকে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে তাড়াইয়া দিল। নন্দরায় গজনির সৈন্যদিগের অসম সাহসিকতা দর্শনে একান্ত ভীত হইলেন, এবং সুলতানের ক্রোধ শান্তি করিবার উদ্দেশ্যে, হিন্দিভাষায় তাঁহার সৈন্যগণের প্রশংসা পূর্ব্বক কয়েকটী উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন। সুলতানের সমভিব্যাহারে যে সকল ভারতবর্ষীয় বিদ্বান এবং কবি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সেই কবিতার অত্যন্ত প্রশংসা করায় তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক আরও ১৫টী দুর্গের শাসনভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

পর-বৎসর (১০২৪ খৃঃ অব্দে) মাহ্‌মুদ সুবিখ্যাত সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন। গুজরাটের দক্ষিণে পত্তন নগরস্থ সমুদ্রতীরে সোমনাথ বা শম্ভু নাথ নামক শিবের এক প্রকাণ্ড মন্দির ছিল৭ তৎকালে এই মন্দির

সম্পন্ন মন্দির বলিয়া পরিগণিত ছিল। গ্রহণের সময় তথায় লক্ষ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইত। হিন্দুরাজারা এই মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহ ও পুরোহিত দিগের ভরণ পোষণের জন্ম, দুই সহস্র গ্রাম দেবোত্তর রূপে দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা সময় সময় অনেক বহু মূল্য সামগ্রী উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করিতেন। সাধারণ যাত্রীদিগের নিকট হইতেও প্রতি বৎসর বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইত। লোকের বিশ্বাস ছিল যে সোমনাথের মন্দিরে যে পরিমাণ স্বর্ণ ও মণিমুক্তা আছে, কোনও রাজার ভাণ্ডারে সেরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি সঞ্চিত নাই। এই সংবাদ পাইয়া মাহ্‌মুদ সোমনাথ আক্রমণ করিতে ব্যগ্র হইলেন। ১০২৪ খৃঃ অব্দে তিনি এক বিশাল বাহিনী সঙ্গে লইয়া গজনি হইতে বহির্গত হইলেন। আজমীর এবং গুজরাটের রাজগণ তাঁহার আগমনে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন; সুতরাং তিনি নির্ব্বিঘ্নে সোমনাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের পাণ্ডাগণ মন্দির রক্ষার্থে পূর্ব্ব হইতেই একদল বেতন ভুক্ সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিল; তদ্ব্যতীত সন্নিহিত প্রদেশের রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু রাজগণ, তাঁহাদের পবিত্র মন্দির রক্ষার্থ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। ক্রমাগত তিন দিন পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল, উহাতে মাহ্‌মুদের বহুসংখ্যক সৈন্য প্রাণত্যাগ করাতে, বিজয় শ্রী কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহা অনিশ্চিত বোধ হইল। অবশেষে মাহ্‌মুদ পরাজিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিয়া, অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কিয়ৎক্ষণ কাতরভাবে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন; তৎপরে অশ্বারোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় সৈন্যদিগকে এরূপ উৎসাহিত করিলেন যে, তাহারা জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ভীম বেগে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে পঞ্চ সহস্র বিরাটকায় রাজপুত বীর সমরশায়ী হইয়া, রণক্ষেত্রের দৃশ্য ভীষণ করিয়া তুলিল। হিন্দুগণ, মুসলমান সৈন্যের সেই দুর্ব্বার পরাক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে না পারিয়া, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। অনেকে নৌকারোহণে নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহে পলায়ন করিতেছিল, বিজয়ী মুসলমানেরাও নৌকারোহণ পূর্ব্বক তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, অধিকাংশের বিনাশ সাধন করিল। হিন্দু সৈন্যদিগের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক ব্যক্তি কোনও

যুদ্ধাবসানে মাহ্‌মুদ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; ব্রাহ্মণেরা অনেক টাকা দিয়া মন্দির রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাইল, কিন্তু মাহ্‌মুদ সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। "আমি প্রতিমা বিক্রয় করিতে আসি নাই প্রতিমা ধ্বংস করিতে আসিয়াছি;" এই বলিয়া হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা সেই শূন্য-গর্ভমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণেরা সুলতানকে যে পরিমাণ অর্থ দিতে চাহিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক টাকার মণিমুক্তা ও মূল্যবান রত্নাদি উহার গর্ভ হইতে বাহির হইল। মন্দিরের চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রকাণ্ড কবাট এবং মূর্ত্তির দুই ভগ্নাংশ গজনিতে, এবং এক ভগ্নাংশ মক্কায় ও আর এক ভগ্নাংশ মদিনায় প্রেরিত হইল*।

গুজরাটের রাজা ব্রহ্মদেব সোমনাথের যুদ্ধকালে হিন্দুদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তিন সহস্রাধিক মুসলমানের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। মাহ্‌মুদ তাহার প্রতিশোধ মানসে গুজরাট আক্রমণ করিলেন। ব্রহ্মদেব ও তাঁহার সৈন্যগণ পলায়ন করাতে, মাহ্‌মুদ সহজেই রাজধানী অনহলবরা পত্তন অধিকার করিয়া লইলেন; এবং স্বীয় একজন অনুগত দেশীয় রাজাকে সমগ্র গুজরাটের আধিপত্য প্রদান করিয়া, আড়াই বৎসর পরে গজনিতে ফিরিয়া গেলেন।

সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া গমন কালে, জনৈক হিন্দুপথ-প্রদর্শকের দুরভিসন্ধিতে মাহ্‌মুদের সৈন্যগণ বিপথগামী হয়। ক্রমাগত তিন দিবস তাহাদিগকে মরুভূমি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এই অবস্থায় তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য ও অনুযাত্রী অসহ্য উত্তাপ এবং তৃষ্ণায় উন্মত্তবৎ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পথ-প্রদর্শকের উপর সন্দেহ হওয়ায়, মাহ্‌মুদ তাঁহাকে যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করেন। তখন সে স্বীকার করে যে, সে সোমনাথের একজন পাণ্ডা; সেই ধর্ম্ম মন্দিরের ক্ষতির প্রতিশোধ লইবার জন্য, গজনির সমুদায় সৈন্যকে এইরূপে বিনাশ করিবার

---

* আধুনিক ঐতিহাসিকদিগের মতে এই বিবরণ সম্পূর্ণ অলীক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে দ্বাদশটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল তন্মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ সোমনাথ নামে প্রসিদ্ধ। মাহ্‌মুদ "প্রতিমা-নাশক" উপাধি গ্রহণ করায়, পারস্য ঐতিহাসিকগণ সোমনাথ লুণ্ঠনকে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের পরিচায়ক উপাখ্যানে পরিণত করিয়াছেন।

চেষ্টা পাইয়াছে। সুলতানের আদেশে তৎক্ষণাৎ সেই পাণ্ডাকে হত্যা করা হয়। অতঃপর মাহ্‌মুদ এই বিপদ সাগর হইতে উদ্ধারের জন্য কাতরভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে উত্তর দিকে হঠাৎ একটী উল্কা দৃষ্ট হওয়াতে, মাহ্‌মুদ তাহা লক্ষ্য করিয়া স্বীয় সৈন্যদল চালিত করিলেন এবং রজনী অবসান হইবার পূর্ব্বেই এক হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন। এইরূপে তিনি ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন।

মাহ্‌মুদ যখন গুজরাট হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময় পার্ব্বত্য জাঠেরা তাঁহার সৈন্যদিগকে বড়ই উত্যক্ত করিয়াছিল; ঐ অত্যাচারী জাঠদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার মানসে মাহ্‌মুদ আবার ১০২৭ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। এই অভিযানের পর তিনি আর ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। মুলতানের নিকটে জাঠদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল; জাঠেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও জয়লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখিল না। প্রত্যুত তাঁহাদের অধিকাংশ যোদ্ধা সমরশায়ী হইলে, হতাবশিষ্টেরা সম্পূর্ণ রূপে সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিল।

মাহ্‌মুদের জীবনের শেষ কার্য্য পারস্য বিজয়। তিনি যখন সিংহাসন আরোহণ করেন, সেই সময় পারস্য-ইরাকের অধিপতি পরলোকগত হন। তাঁহার শিশুপুত্র, স্বীয় জননীর তত্ত্বাবধানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পারস্যের তদানীন্তন অবস্থা অবগত হইয়া মাহ্‌মুদ প্রথমতঃ ইরাক জয়ের বাসনা করেন। কিন্তু রাজমাতার একখানি বিনয় পূর্ণ পত্র পাইয়া, তিনি সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন।* কিন্তু তিনি মাতার প্রতি যে উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পুত্রের প্রতি তাহা প্রদর্শন করিলেন না। ঐ রাজকুমার প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া, স্বহস্তে রাজ্যগ্রহণ করিলে, রাজ্যের সর্ব্বত্র অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

---

* রাজমাতা লিখিয়াছিলেন "যখন আমার সমরপ্রিয় স্বামী জীবিত ছিলেন, তখন আপনি এই রাজ্য আক্রমণ করিবেন এই আশঙ্কা করিতাম। কিন্তু এখন আমি এই রাজ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভবাদৃশ বীরপুরুষ কখনই নিঃসহায়া রমণীকে আক্রমণ করিবেন না, কারণ এতাদৃশ কার্য্যে আপনার গৌরববৃদ্ধির অণুমাত্র সম্ভাবনা নাই।"

রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মাহ্‌মুদ সুযোগ মনে করিয়া, ইরাক আক্রমণ করিলেন; এবং যুদ্ধে এই নবীন ভূপতিকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া, তাঁহার সমগ্র রাজ্য অধিকার করিলেন। ইস্পাহান এবং কাজভিনের লোকেরা তাঁহাকে বাধা দেওয়াতে তিনি তাঁহাদের সহস্র সহস্র লোকের বিনাশ সাধন করেন। মাহ্‌মুদ আর কখনও কোন রাজ্য জয় করিয়া তাহার অধিবাসীদিগকে বধ করেন নাই। ইহাই তাঁহার রাজত্বের এক দুরপনেয় কলঙ্ক; এবং সর্ব্বশেষ ঘটনা।

এই যুদ্ধের পর গজনিতে ফিরিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই মাহ্‌মুদ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। পীড়া ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। নানা প্রকার চিকিৎসায় কোন ফলোদয় হইল না। অবশেষে ১০৩০ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে, ৬৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, ৩৩ বৎসর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য শাসন ও দিগ্বিজয়কার্য্য সমাধা করিয়া, তিনি গজনি নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। কথিত আছে যে, মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে তিনি রাজভাণ্ডারস্থ সমুদয় স্বর্ণ এবং মণিমুক্তা প্রভৃতি আপনার সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন; এবং সেই সকল দর্শন করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঐ সকল দ্রব্য পুনর্ব্বার ভাণ্ডারে রাখিতে আদেশ করিলেন। পরদিন সৈন্য, হস্তী, উষ্ট্র ও ঘোটক ইত্যাদি প্রদর্শিত হইলে, ঐ সকল দেখিয়াও তিনি পূর্ব্ববৎ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মাহ্‌মুদের সময় পৃথিবীতে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন এবং মহাগৌরবান্বিত সম্রাট ছিলেন। মহত্বের সকল লক্ষণই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। তিনি অত্যন্ত সাহসী, সুচতুর, রণনিপুণ এবং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিতেন; বিচারাসনে বসিয়াও সেই প্রকার সুবিচার করিতেন। তিনি শত্রুদিগের সহিত যতগুলি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তত্তাবতেই জয়ী হইয়া, গৌরবের উচ্চ মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন; কোন যুদ্ধেই পরাজিত হন নাই। তিনি পুনঃ পুনঃ স্বরাজ্য ছাড়িয়া দীর্ঘকালের জন্য দূরবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থান করিলেও তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্যে সর্ব্বত্র যে প্রকার সুশৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করিত, তাহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শাসন কার্য্যেও বিশেষ পারদর্শী এবং রাজনীতি শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রজা সাধারণের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। ঐতিহাসিক

গণ রূপকস্থলে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহার শাসনে ব্যাঘ্র ও মেষ একঘাটে জলপান করিত। তিনি শত্রুদিগের প্রতি কখনও নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন না। বন্দী শত্রুদিগকেও তিনি কখন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, তিনি বিদ্রোহীদিগের প্রতি কখনও নিষ্ঠুর ব্যবহার কিম্বা তাহাদিগকে কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন; অথবা যুদ্ধ ব্যতীত, কোনও সময় কোনও হিন্দুকে বধ করিয়াছিলেন। তৎ-কর্ত্তৃক একমাত্র হত্যাকাণ্ড, তাঁহার স্বজাতীয় পারস্যবাসী মুসলমানদিগের মধ্যেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু উহা একটী সাময়িক উত্তেজনার ফল, তাঁহার নির্দ্দয় স্বভাবের পরিচায়ক নহে। তদানীন্তন অন্যান্য বিজয়ীদিগের হত্যাকাণ্ডের তুলনায় ইহা অতি সামান্য ঘটনা। তিনি যে সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক রক্তপাত ও লোকের বিপদ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিষ্ঠুর ছিলেন না। তৎকালে অন্যান্য নৃপতি গণের পরিবারে ও দরবারে যেরূপ নৃশংস ও হৃদয় বিদারক ঘটনার নিত্য অনুষ্ঠান হইত, মাহ্‌মুদের পরিবারে ও দরবারে সেরূপ কখনও হইয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রাজত্বকালে লোকদিগকে নিষ্ঠুর শাস্তি দেওয়া হইত না। বিদ্রোহীদিগকে এমন কি, যাহাদিগের অপরাধ একবার ক্ষমা করা হইয়াছে, তাহারাও বিশ্বাস ঘাতক এবং পুনঃ বিদ্রোহী হইলে,তাহাদিগকে কেবল বন্দী করা হইত;তদ্ভিন্ন অন্য কোন গুরুতর শাস্তি প্রদান করা হইত না। লাহোর পতি জয়পাল, তাঁহার পিতা ও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত করিলে তিনি প্রথমে তাঁহাকে বন্দী করেন এবং পরিশেষে মুক্তিদান করেন। জয় পালের পুত্র অনঙ্গপালও তাঁহার সহিত পুনঃ পুনঃ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন; সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, বিদ্রোহী দিগের সহিত যোগদান এবং ভারতীয় সমুদয় হিন্দু নরপতিদিগের সাহায্যে তাঁহাকে ঘোর যুদ্ধে বিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতেও তিনি তাঁহাকে উৎসন্ন করেন নাই। কালঞ্জরাধিপতি নন্দরায় তাঁহার আশ্রিত এবং সুহৃদ কনোজ-রাজ রাজ্যপালকে নিহত করিয়া, তদীয় রাজ্য অধিকার করেন; মাহ্‌মুদ প্রতিশোধ-পিপাসায় কালঞ্জর আক্রমণ করিয়াও শেষে তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন। কনোজের রাজা পূর্ব্বোক্ত রাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার শরণাগত হওয়াতে, তিনি তাঁহার রাজ্যের কিঞ্চিন্মাত্র অনিষ্ট না

করিয়া, তাঁহাকে মিত্রভাবে গ্রহণ করেন; আবার তাঁহার বিপদের সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ গজনি হইতে কনোজ যাত্রা করেন। এই সকল কার্য্য-পরম্পরায় তাঁহার উদারতা ও মহানুভবতা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

মাহ্‌মুদ অনেক মন্দির লুণ্ঠন এবং বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কখন কাহাকেও বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিন্ধু-বিজয়ী মোহাম্মদের ন্যায় বাধ্য করিয়া স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করা দূরে থাকুক, তাঁহার গুজরাটের দীর্ঘকালীন অবস্থান কালে, কিম্বা লাহোর অধিকার কালে তিনি কাহাকেও বলপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে এরূপ উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষে তাঁহার একমাত্র মিত্র কনোজের রাজা হিন্দু ছিলেন। লাহোরের রাজার সঙ্গে তিনি যে সন্ধি স্থাপন করেন, তাহা রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়াই করিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্মের কোন সংস্রব বা উল্লেখ ছিল না। গুজরাটের সিংহাসনে তিনি একজন হিন্দুকে অধিপতি করিয়াছিলেন। যদি গোঁড়ামি প্রদর্শন কিংবা ধর্ম্ম বিস্তারই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে তিনি কখনও বিধর্ম্মীকে বিজিত রাজ্য প্রদান করিতেন না। সুলতান মাহ্‌মুদ যে কেবল বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশিতে স্বীয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে; তিনি উহার সদ্ব্যবহারও জানিতেন। রাজপথ প্রস্তুত, কূপ খনন, মস্‌জেদ নির্ম্মাণ, পান্থশালা প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সাধারণ-হিতকর কার্য্যে তিনি মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। বিদ্যা শিক্ষার উৎসাহ দান ও শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি বিপুল অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানী, সাধু পুরুষ ও খ্যাতাপন্ন লোক, বিশেষতঃ বিদ্বান গণ তাঁহার নিকট প্রচুর পরিমাণে বৃত্তিলাভ করিতেন। প্রাচ্য জগতের বিদ্যার কেন্দ্র ভূমি বোগদাদ ঐ সময় অবসন্ন দশায় পতিত হইয়াছিল বলিয়া, সমগ্র আসিয়ার খ্যাতনামা বিদ্বন্মণ্ডলী গজনির রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে মাহ্‌মুদের যেরূপ উৎসাহ ছিল, তৎকালে অন্য কোনও ভূপতির সেরূপ ছিল না। পরবর্ত্তী কালেও কোন রাজা বা সম্রাট এ সম্বন্ধে মাহ্‌মুদের অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মাহমুদ গজনিতে দুর্ল্লভ প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের এক প্রদর্শনী(মিউজিয়াম)

এবং এক বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত স্বীয় সুবিখ্যাত পুস্তকালয়ে বিভিন্ন ভাষার রাশি রাশি গ্রন্থ একত্রীভূত করিয়াছিলেন। গজনিও সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন নগরস্থিত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি ও বেতন স্বরূপ অনেক টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। একবার মাত্র তাঁহার ধন লোভ, তদীয় দানশীলতাকে অতিক্রম করিয়াছিল। মাহ্‌মুদের দানশীলতা ও বিদ্যোৎসাহিতার সংবাদ শ্রবণে, তদানীন্তন বিখ্যাত পারস্য কবিগণ তদীয় দরবার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কবি-গুরু ফর্দ্দোসী সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। * মাহ্‌মুদের অনুরোধে তিনি তাহার বিখ্যাত কাব্য "শাহনামা" লিখিতে প্রবৃত্ত হন। সুলতান এক এক পংক্তি কবিতার জন্য, এক এক স্বর্ণমুদ্রা দিতে অঙ্গীকার] করিয়াছিলেন। ফর্দ্দোসী ত্রিশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া, ষষ্টিসহস্র কবিতায় "শাহনামা" শেষ করেন। সুলতান কবিকে পারিশ্রমিক দিবার সময় স্বর্ণমুদ্রা না দিয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিলেন; সুলতানের ঈদৃশ অন্যায় ব্যবহারে ফর্দ্দোসী অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া, মুদ্রা-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন; এবং সুলতান মাহ্‌মুদের নিন্দাসূচক এক কবিতা লিখিয়া, স্বদেশ তুসে চলিয়া গেলেন। তৎপরে সুলতান প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া, কবির ন্যায্য পাওনা অপেক্ষাও অনেক অধিক পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যখন স্বর্ণমুদ্রা লইয়া মাহ্‌মুদের কর্ম্মচারিগণ তুস নগরের এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেছিল; তখন অন্য দ্বার দিয়া কবির মৃত দেহ গোরস্থানে নীত হয়। ফর্দ্দোসীর একমাত্র কন্যা বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি মুদ্রা গ্রহণে কোনও মতেই সম্মত হইলেন না; অগত্যা মাহ্‌মুদের কর্ম্মচারিগণ সেই মুদ্রারাশি দ্বারা তুস নগরে মৃতকবির স্মরণার্থ এক পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, গজনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

মাহ্‌মুদের ন্যায়পরতা ও সদ্বিচার সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্প শুনিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে দুইটী এস্থলে প্রদত্ত হইল। একদা এক কৃষক

* এতদ্ব্যতীত, আনসারি, আস্‌দি, ফারখি, আস্‌জুদি, উজারি, যারুণী প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি ও সাহিত্যবিৎ এবং দার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলী গজনি রাজসভার অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন।

আসিয়া তাঁহার নিকট অভিযোগ করিল যে, আপনার ভাগিনেয় আমার স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া, মদীয় গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, আমাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। মাহ্‌মুদ তৎক্ষণাৎ উন্মুক্ততরবারি হস্তে, কৃষকের সঙ্গে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন; এবং গৃহের আলোক নির্ব্বাণ করিয়া, অত্যাচারীকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। পরে কৃষকের দ্বারা জল আনাইয়া পান করিলেন। কৃষক, সুলতানের নিকট করযোড়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক, দীপ নির্ব্বাণ ও জলপানের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, আমার ভাগিনেয়কে আমি অত্যন্ত স্নেহ করিতাম; গৃহে আলোক থাকিলে আমাকে পাষণ্ডের মুখাবলোকন করিতে হইবে এবং ঐ সময়ে অজ্ঞাতসারে স্নেহ আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিলে পাষণ্ডের বিনাশ সাধন ও অত্যাচারীর শাস্তি প্রদান অসম্ভব হইবে—এই আশঙ্কায় দীপ নির্ব্বাণের আদেশ দিয়াছিলাম। ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এই অত্যাচারের প্রতিকার না করিয়া স্নান বা আহার করিবনা এক্ষণে অত্যাচারের প্রতিকার হইয়াছে, এজন্য জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম।

আর এক সময় এক বৃদ্ধা আসিয়া এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, দস্যুগণ তাহার বণিক্ পুত্রকে ইয়াকের মরুভূমিতে হত্যা করিয়াছে। মাহ্‌মুদ উত্তর করিলেন, তাদৃশ দূরদেশে ভালরূপ তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, যে স্থান ভালরূপ শাসন করিতে না পার, অথচ যাহা রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী, ঐরূপ স্থান অধিকার না করাই উচিত। মাহ্‌মুদ স্বীয় শাসন সম্বন্ধে বৃদ্ধার এরূপ তিরস্কার শুনিয়া কিছু-মাত্র রাগান্বিত হইলেন না; বরং বৃদ্ধাকে প্রচুর অর্থদ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন; এবং বণিকদিগের রক্ষা ও দস্যুদিগের শাসনের জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলেন।

মাহ্মুদের উত্তরাধিকারিগণ।

মোহাম্মদ ও মসউদ নামক দুইটী যমজ পুত্র রাখিয়া সুলতান মাহ্মুদ পরলোক গমন করেন। মোহাম্মদ কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করাতে জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন; এবং মাহ্মুদ তাঁহাকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। সুতরাং পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর, তিনি গজনির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পিতার জীবদ্দশাতেই দুই ভ্রাতার মধ্যে শত্রুতা বদ্ধমূল হইয়াছিল, মাহ্মুদের মৃত্যুকালে মসউদ পারস্যের রাজধানী ইস্পাহানে ছিলেন; জ্যেষ্ঠের সিংহাসনারোহণের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে পারস্যে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন; এবং দাবানল তেজে অগ্রসর হইয়া, মোহাম্মদের রাজত্বকাল পাঁচমাস পূর্ণ না হইতেই, তাঁহাকে পরাজিত, অন্ধ ও কারারুদ্ধ করিয়া, গজনির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

রাজ্যভার গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরেই তাঁহাকে দুর্দ্ধর্ষ সল্জুকদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সমরাবসানে সমরকন্দ প্রদেশের কর্ত্তৃত্ব প্রদান পূর্ব্বক সলজুকদিগের সহিত তিনি সন্ধিবন্ধন করিতে বাধ্য হন। ইহার পর তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সরস্বতী দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন।

এই সময়ে পারস্য ও ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হওয়ায় সহস্র সহস্র লোক কাল কবলে পতিত হয়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রশমিত হইলে মসউদ ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক হান্সি দুর্গ আক্রমণ করেন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস ছিল, এই দুর্গ অজেয়; সুতরাং ইহা কখনও মুসলমানদিগের দ্বারা বিজিত হইবে না। ছয় দিন অবরোধের পর, মসউদ হান্সি দুর্গ জয় করিয়া, উহাতে বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি প্রাপ্ত হন। তৎপরে তথায় একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, শোনপুথ দুর্গ আক্রমণ করেন। এই দুর্গও সহজে তাঁহার হস্তগত হয়। অনন্তর তিনি লাহোরে গমন পূর্ব্বক স্বীয়পুত্র মওদুদকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, গজনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অতঃপর সলজুকেরা বারম্বার তাঁহারি রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত

দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। মসউদ অবশিষ্ট জীবন নিরুদ্বেগে ভারতবর্ষে অতিবাহিত করিবার মানসে, ১০৪১ খৃঃ অব্দে লাহোরে আগমন করেন। কিন্তু এখানে পঁহুছিবার অল্পদিন পরেই তাঁহার সৈন্য ও দাসগণ বিদ্রোহী হইয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত ও বন্দী করিয়া, তাঁহার অন্ধ ভ্রাতা মোহাম্মদকে পুনঃ সিংহাসন প্রদান করে এবং মসউদকে কিছু দিন বন্দীঅবস্থায় রাখিয়া,শেষে তাঁহার প্রাণ-বিনাশ করে। মসউদ সাহসী. বীরপুরুষ এবং অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। লোকে তাঁহাকে "দ্বিতীয় রোস্তম" বলিয়া অভিহিত করিত। এতদ্ভিন্ন তিনি মাহ্মুদের ন্যায় বিদ্বন্মণ্ডলীর গুণগ্রাহী ও আশ্রয় দাতা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে নানা প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইলেও তিনি বিদ্যার উন্নতি এবং উৎসাহ প্রদানে বিমুখ ছিলেন না; এবং বিদ্বানদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া মহত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। মসউদ গজনিতে অনেক সুরম্য অট্টালিকা ও সুদৃশ্য মস্‌জেদ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং মস্‌জেদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর বৃত্তিরও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মসউদের বীরপুত্র মওদুদ বল্‌খের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি পিতার হত্যা সংবাদ পাইয়া. আপনাকে গজনির সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন; এবং পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সসৈন্য লাহোর যাত্রা করিলেন। মওদুদের সহিত তাঁহার পিতৃব্য মোহাম্মদের যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে মওদুদ জয়ী হইয়া পিতৃব্যের প্রাণ বধ করিলেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার পর মওদুদ যে স্থানে জয়ী হইয়াছিলেন, তথায় এক নগর স্থাপন করিয়া তাহার নাম "ফতেহাবাদ" রাখিলেন। এক্ষণে একমাত্র সহোদর ব্যতীত, তাঁহার অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। লাহোর. মুলতান ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ তাঁহার অধিকৃত ছিল। ভ্রাতা বশ্যতা স্বীকার না করায়, মওদুদ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; যখন যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় সংবাদ আসিল যে, তাঁহার ভ্রাতা আর ইহলোকে নাই। তাঁহার মৃতদেহ শয্যার উপর পতিত রহিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, মওদুদ বিষ প্রয়োগ দ্বারা ভ্রাতার হত্যাসাধন করিয়াছিলেন। এইরূপে লাহোর প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় প্রদেশসমূহ মওদুদের অধিকারে আসিয়াছিল। পরবৎসর (১০৪৩ খৃঃ অব্দে) দিল্লীর রাজা অন্যান্য হিন্দুরাজাদিগের সহিত মিলিত হইয়া, মুসলমান

শাসনকর্ত্তাদিগকে দূরীভূত করিয়া হান্সি, থানেশ্বর ও উহার অধীন অন্যান্য স্থানগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। গজনি রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দর্শনে দিল্লীপতি নগরকোটও অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি হিন্দু জনসাধারণকে উৎসাহিত ও নিজের অনুবর্ত্তী করিবার জন্য ঘোষণা করিলেন যে, তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছেন, নগরকোটের দেবতা বলিতেছেন, “আমি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়া, নগরকোটে আমার পূর্ব্ব মন্দিরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।” এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইলে, বহু সংখ্যক হিন্দু তাঁহার সহিত যোগ দান করিল, তখন তিনি বিপুল সৈন্যসহ নগরকোট আক্রমণ পূর্ব্বক উহা অধিকার করিয়া লইলেন। তৎপরে তিনি মন্দিরের পূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় এক প্রতিমূর্ত্তি রাত্রি কালে মন্দিরের নিকটবর্ত্তী এক বাগানে রাখিয়া দিলেন; প্রত্যূষে হিন্দুরা উহা দেখিয়া আহ্লাদের সহিত ঘোষণা করিল যে, নগরকোটের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গজনি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পরে তাহারা অতি সমারোহে সেই দেবতাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিল। অনতিদীর্ঘকালমধ্যেই এই সংবাদ সমগ্র ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এবং অনেক দূরবর্ত্তী দেশ হইতে হিন্দুগণ দলে দলে, তাহাদের এই পরম পবিত্র পুণ্যময় দেব-ক্ষেত্রে আসিতে লাগিল। সুলতান মাহ্‌মুদ ইতিপূর্ব্বে নগরকোট লুণ্ঠন করিয়া যে পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মাণিক্যাদি হস্তগত করিয়াছিলেন, অতি অল্পকাল মধ্যেই তীর্থযাত্রীদিগের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যরাশিতে মন্দির সেইরূপ পরিপূর্ণ হইল। দিল্লী রাজের জয়লাভের সংবাদ পাইয়া, পঞ্জাবের হিন্দুরাজগণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। পূর্ব্বে তাঁহারা মুসলমানদিগের ভয়ে রাজ্য হইতে বাহির হইতে সাহস করিতেন না, এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তদনুসারে পঞ্জাব প্রদেশীয় তিনজন রাজা মিলিত হইয়া, দশ সহস্র অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতি সৈন্যসহ গজনি-পতিদিগের ভারতীয় রাজধানী লাহোর আক্রমণ করিলেন। তাঁহারা সাতমাস পর্য্যন্ত লাহোর অবরোধ করিয়া রহিলেন। মুসলমানেরাও আত্মরক্ষার জন্য যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যোগের ত্রুটি করিল না। অবশেষে যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, শীঘ্র সাহায্য না পৌঁছিলে তাহাদিগকে নিশ্চয় পরাজিত হইতে হইবে, তখন তাহারা “হয় যুদ্ধে জয়ী

হইব, নচেৎ সম্মুখ সংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন করিব" এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক হঠাৎ হিন্দুশিবির আক্রমণ করে। এরূপ আকস্মিক আক্রমণে হিন্দুগণ ভীত হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করিল। বিজয়ী মুসলমানেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অধিকাংশের বিনাশ সাধন করিল। এই ঘটনার পর ছয়বৎসরের মধ্যে মওতুদকে কয়েকবার সলজুকদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সুলতান মওতুদ নয়বৎসর রাজত্ব করিয়া ১০৪৯ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

মওতুদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মসউদ ছয় দিন মাত্র রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পিতৃব্য আবুল হাসান তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, গজনির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া সুলতান মোহাম্মদের পুত্র আবদর রশীদ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং বন্দীকৃত হন। ইনি হিন্দুদিগের নিকট হইতে নগরকোট দুর্গ পুনর্জ্জয় করেন; তত্রত্য বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি তাঁহার হস্তগত হয়। এই সময় সিস্তানে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে উহার দমনার্থ, টোঘরল হাজিব নামক একজন কর্ম্মচারীকে তথায় সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। সিস্তানের বিদ্রোহ দমন করিয়া, টোঘরলের মনে রাজ্য লাভের প্রবল বাসনা জন্মিল। তখন এই কৃতঘ্ন স্বয়ং রাজ্য লাভ প্রত্যাশায় প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গজনি আক্রমণ পূর্ব্বক প্রভুকে পরাজিত করিল। তৎপরে তাঁহাকে এবং রাজবংশীয় অপর নয়জন রাজকুমারকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। আবদর রশীদ একবৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপর টোঘরল গজনির সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ৪০ দিন মাত্র রাজত্ব সুখ ভোগ করে। ওমরাহগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মিলিত হইয়া, তাহার হত্যাসাধন করেন। টোঘরলের হত্যাকাণ্ডের পর, সবুক্তগিন বংশীয় কোন রাজকুমার জীবিত আছেন কিনা, তাহার সন্ধান করা হইল; অনুসন্ধানে ফরূখজাদ, ইব্রাহিম ও সুজা নামক তিনজন রাজকুমারকে এক দুর্গে বন্দীঅবস্থায় পাওয়া গেল। তাঁহারা গজনিতে আনীত হইলে, তাঁহাদের মধ্যে কে রাজা হইবেন, গুলিবাট করিয়া তাহার মীমাংসা হইল। ফরূখজাদের ভাগ্য প্রসন্ন হওয়াতে তিনি গজনির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ফরূখজাদ মসউদের পুত্র। তিনি একজন

বীর পুরুষ ছিলেন। ফরুখজাদ খোরাসান আক্রমণ করিয়া, সলজুকদিগের নিকট হইতে উহা পুনর্গ্রহণ করেন। ইনি দক্ষতার সহিত ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া, ১০৫৮ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ফরুখজাদের পর তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিম রাজা হন। সলজুকেরা ইতিপূর্ব্বে গজনি রাজ্যের যে যে অংশ জয় করিয়াছিল, তিনি সেই সমুদায় প্রদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন; এবং সলজুক বাদশাহের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। সলজুক দিগের উৎপাত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া, ১০৭৯ খৃঃ অব্দে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কয়েকটী প্রসিদ্ধ স্থান জয় করেন এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন; কেহ কেহ বলেন, তিনি ৩১ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাঁহার রাজত্বকাল ৪২ বৎসর। ইনি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ, ধার্ম্মিক এবং দানশীল নরপতি ছিলেন। তিনি রাজ কার্য্যে ও অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন; এবং অত্যন্ত ন্যায়পরতার সহিত বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যমধ্যে চোর, দস্যু ও বিদ্রোহীদিগের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুলতান ইব্রাহিমের হস্তাক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তিনি স্বহস্তে দুই খানি কোরাণ লিখিয়া বোগদাদের খলিফাকে উপঢৌকন পাঠাইয়া ছিলেন। উহার একখানি মক্কার ও একখানি মদিনার পুস্তকালয়ে অদ্যাপি সংরক্ষিত আছে।

সুলতান ইব্রাহিমের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় মসউদ গজনির সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ন্যায়পরায়ণতা ও পরহিতৈষণার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাজশাসনের পূর্ব্বপ্রচলিত বিধি ব্যবস্থার সংশোধন করেন। তাঁহার একজন সুদক্ষ সেনাপতি লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া, রাজ্য বৃদ্ধির মানসে গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হন; এবং সুলতান মাহমুদ ভিন্ন, গজনির অন্যান্য বাদশাহ অপেক্ষা পূর্ব্বদিকে অধিকদূর পর্য্যন্ত মুসলমানরাজ্য বিস্তার করেন। ইরাণ এবং তুরাণে গজনি রাজ্যের যে যে অংশ ছিল, তাহা সলজুক দিগের অধিকৃত হওয়াতে, মসউদ লাহোরে স্বীয় স্থায়ী রাজধানী নির্দ্দেশ করেন; এবং সমুদয় পরিবার সহ গজনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক লাহোরে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তিনি ১৬ বৎসর কাল নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়া, ১১১৮ খৃঃ অব্দে

পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র কামালওদ্দৌলা এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিলে স্বীয় ভ্রাতা আরসলা কর্তৃক নিহত হন।

আরসলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, তাঁহার ভ্রাতা দিগকে বন্দী করিলেন, কেবল বৈরাম পলায়ন করিয়া তাঁহার মাতুল সুলতান সনজর সলজুকের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সনজর তাঁহার অন্যান্য ভাগিনেয়দিগকে মুক্তি প্রদান জন্য আরসলাকে বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু আরসলা তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হওয়ায়, তিনি গজনি আক্রমণ করিবার জন্য সসৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এক্ষণে বিপদ আসন্ন জানিয়া আরসলা অত্যন্ত ভীত হইলেন। এক পুত্র হত্যা ও অন্যান্য পুত্রগণের বন্দীত্ব নিবন্ধন, আরসলার জননী তাঁহার প্রতি নিতান্ত ক্রোধান্বিতা হইয়াছিলেন। তিনি আরসলাকে ছলনা করিয়া বলিলেন, আমাকে আমার ভ্রাতার নিকট পাঠাইয়া দাও, আমি তোমার সহিত সন্ধিবন্ধন জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিব। তদনুসারে আরসলা দুইলক্ষ দিনার সঙ্গে দিয়া, জননীকে বিপুল আয়োজনের সহিত মাতুলের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজ্ঞী ভ্রাতার শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ও বৈরামকে আরসলার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিলেন। অচিরে দুই দলে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সমারব্ধ হইল। আরসলা পরাজিত হইয়া অবশিষ্ট সৈন্য গণের সহিত ভারতবর্ষে পলায়ন করিলেন। সুলতান সনজর বৈরামকে গজনির সিংহাসন প্রদান করিয়া, স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মাতুলের প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া আরসলা পুনরায় গজনি আক্রমণ করিলেন, কিন্তু সনজর আসিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। আরসলা অগত্যা আফগান দিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু বৈরামের সৈন্য তাঁহার অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া, তাঁহার অনুচরেরা ক্রমশঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল; এবং অবশেষে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া বৈরামের হস্তে সমর্পণ করিল। এই সময় আরসলার বয়ঃক্রম ২৭বৎসর মাত্র; তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতঃপর বৈরাম আরসলাকে নিহত করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক হন।

বৈরাম বাদশাহ হইয়া অধীন শাসনকর্ত্তা ও কর্ম্মচারীদিগকে শাস্তি প্রদান জন্য দুইবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় জামাতা ঘোর

পতি কোতবউদ্দীনের বধকার্য্য সম্পন্ন করেন। কোতবের ভ্রাতা সয়ফ উদ্দীন ঘোরের সুলতান ছিলেন; তিনি ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য গজনি আক্রমণ করিলেন। সয়ফউদ্দীনের আগমনে বৈরাম গজনি হইতে পলায়ন করেন। সয়ফউদ্দীন গজনি অধিকার করিয়া, স্বয়ং তথায় রাজত্ব করিতে মনস্থ করিলেন; এবং স্বীয় ভ্রাতা আলাউদ্দীনকে ঘোর শাসন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও সয়ফউদ্দীন গজনিবাসীদিগের প্রিয়পাত্র হইতে পারিলেন না। গজনিবাসিগণ তাঁহার শাসনে বিরক্ত হইয়া বৈরামকে আহ্বান করিল; এবং বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সয়ফউদ্দীনকে বৈরামের হস্তে সমর্পণ করিল। বৈরাম স্বভাবতঃ অত্যন্ত দয়ালু হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি সয়ফউদ্দীনের ললাটদেশ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাঁহাকে ষাঁড়ের উপর চড়াইয়া গজনির চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করাইলেন; পরে অতি-নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার হত্যা সাধন করিলেন। সয়ফ উদ্দীনের উজীরকে শূলে আরোপিত করিয়া বধ করা হইল। সয়ফউদ্দীনের ভ্রাতা আলাউদ্দীনের নিকট যখন এই শোচনীয় সংবাদ পঁহুছিল, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া, ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য গজনি আক্রমণ করিলেন। তিনি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর গজনি অধিকার করেন। বৈরাম প্রাণভয়ে ভারতবর্ষ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। অতঃপর আলাউদ্দীনের আদেশে দুর্দ্দান্ত রণোন্মত্ত ঘোরীয় সৈন্যগণ ক্রমাগত ৭ দিন পর্য্যন্ত অমরাবতী তুল্য সুদৃশ্য সুশোভনা গজনিনগরীকে অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত এবং অধিবাসীদিগের বধ সাধন করিয়াছিল। নগরের পয়ঃপ্রণালীতে শোণিত স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল; এবং রাজপথ শব রাশিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। গজনির সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ সমূহ, মনোহর অট্টালিকারাজি এবং গজনির সুলতানদিগের সমস্ত কীর্ত্তি কলাপ একেবারে বিলুপ্ত হয়। এমন কি গজনিপতিদিগের সমাধি স্তম্ভ সমূহও উৎসাদিত হইয়াছিল। ফলতঃ আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক গজনিনগরী একেবারে বিধ্বস্ত, উৎসন্ন ও ভীষণ শ্মশানে পরিণত হয়। আলাউদ্দীন পরম সৌষ্ঠবময়ী গজনি নগরীকে উৎসন্ন করিয়া অবশেষে হতাবশিষ্ট বহুসংখ্যক গণ্য মান্য ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসী এবং তৎকালীন খ্যাতনামা বিদ্বান্‌দিগকে বন্দী করিয়া, স্বীয় রাজধানী

ফিরোজ কোহতে লইয়া যান; এবং সেই সকল হতভাগ্য অধিবাসীদিগকে নৃশংসভাবে নিহত করিয়া, তাঁহাদের শোণিত দ্বারা নগরপ্রাচীর রঞ্জিত করেন। ঈদৃশ নৃশংসতার জন্য আলাউদ্দীন "জাহানসুজ" অর্থাৎ পৃথিবী-দগ্ধকারী নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছেন। বৈরাম ভগ্নহৃদয়ে ভারতবর্ষের দিকে পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি ১১৫২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। বৈরামের বুদ্ধি-দোষেই গজনি নগরীর উচ্ছেদ এবং গজনবি-রাজবংশের বিলোপ সাধিত হয়।

সুলতান বৈরাম, উদারহৃদয়, দয়ালু, বিদ্বান এবং অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি বিদ্বান্‌দিগের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। মহাকবি সেখ নিজামী, সৈয়দ আবুল হাসান গজনবি প্রভৃতি কবি ও দার্শনিক-পণ্ডিতগণ তাঁহার দরবারের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। বৈরাম বিভিন্ন ভাষার বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পারসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে কলিলা দমনার গল্প সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

বৈরামের পুত্র খোসরও লাহোরে পঁহুছিলে, তত্রত্য অধিবাসিগণ একবাক্যে তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। আলাউদ্দীন ঘোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে খোসরও সুলতান সনজরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া, পুনর্ব্বার গজনি অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে লাহোর হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু গজনির সীমায় পঁহুছিয়া শুনিতে পাইলেন, গিজার তোর্কমানেরা সুলতান সনজরকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করিয়াছে। সুতরাং তিনি হতাশ হইয়া লাহোরে ফিরিয়া আসিলেন। খোসরও নিষ্কণ্টকে ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া, লাহোরে মানবলীলা সংবরণ করেন; তৎপরে তাঁহার পুত্র খোসরও মলিক লাহোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

খোসরও মলিক, গজনবি বংশের শেষ রাজা। আলাউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র শাহবুদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরি ১১৮০ খৃঃ অব্দে আফগানিস্তান, পেশাওর ও মুলতান জয় করিয়া লাহোর আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য

খোসরওএর রাজ্যের যে যে অংশ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং যাহাতে সন্ধির নিয়মগুলি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার জন্য প্রতিভূস্বরূপ খোসরওএর চারিবৎসর-বয়স্ক পুত্র, মোহাম্মদ ঘোরির হস্তে সমর্পিত হইল। খোসরও সন্ধির নিয়ম প্রতিপালন না করাতে, ১১৮৪ খৃঃ অব্দে মোহাম্মদ ঘোরি পুনরায় লাহোর আক্রমণ করিলেন; কিন্তু এবারও লাহোর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং শিয়ালকোটের দুর্গে একদল আফ্‌গান সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ১১৮৭ খৃঃ অব্দে মোহাম্মদ আবার লাহোর জয় করিবার উদ্যোগ করেন; এবার বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা এ কার্য্যে সফলমনোরথ হইলেন। মোহাম্মদ প্রকাশ করিলেন যে, তিনি বলজুক দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন; খোসরওএর সঙ্গে বিবাদ না করিয়া, পুনঃ সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই তাঁহার একমাত্র অভিপ্রায়। তাঁহার কথায় খোসরও যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি খোসরওএর পুত্রকে কতকগুলি প্রহরী সৈন্যসহ লাহোরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে গোপনে বলিয়া দিলেন যে, তাহারা যেন ধীরে ধীরে লাহোরের দিকে অগ্রসর হয়। খোসরও বহুকাল পরে স্নেহময় পুত্ররত্নকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাকে আনিবার জন্য নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে সুচতুর মোহাম্মদ ঘোরি, বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ অন্য পথে আসিয়া হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। খোসরও আত্মরক্ষার কোনও উপায় না দেখিয়া মোহাম্মদ ঘোরির দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। সুতরাং মোহাম্মদ ঘোরি বিনা বাধায় লাহোর অধিকার করিলেন; এবং খোসরওকে তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত ঘোরে লইয়া গিয়া, জুরজিস্থানের দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিছুদিন পরে খারজমের বাদশাহের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, খোসরওকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। সুলতান বৈরাম যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছিলেন, সমগ্র গজনি বংশীর শোণিতেও তাহা নির্ব্বাপিত হয় নাই; আজ তাঁহার শেষ

বংশধর খোসরূও ও তাঁহার পরিবারবর্গের শোণিত-সলিলে ঘোররাজদিগের ক্রোধানল সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত হইল। পৃথিবী হইতে সুবিখ্যাত গজনি বংশের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইল।

হতভাগ্য খোসরূও লাহোরে ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। গজনির রাজবংশ ৯৬২ খৃঃ অব্দ হইতে ১১৮৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ২২৪ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া বিলুপ্ত হইল; এবং পার্ব্বত্য ঘোর বংশীয়েরা গজনিরাজ্য অধিকার করিয়া লইল।

চতুর্থ অধ্যায়

মোহাম্মদ ঘোরি

ফেরেদুন পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা জোহাকের বংশধর সুজা নামক এক রাজকুমার, শত্রু পক্ষ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া, সুদূরবর্ত্তী ঘোর নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন এবং একটী অভিনব রাজ্য স্থাপন করেন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পর, ঘোর-রাজ শিস্ত্‌ এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। গজনিপতি সুলতান মাহ্‌মুদের রাজত্ব সময় পর্য্যন্ত শিস্তের বংশধরগণ ঘোরে আধিপত্য করিতেছিলেন। তদানীন্তন ঘোররাজ, সুলতান মাহ্‌মুদের বশ্যতা স্বীকার না করায়, তিনি ঘোর আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য রাজাকে বন্দী এবং তৎপুত্র আবু আলিকে ঘোরের সিংহাসন প্রদান করেন। মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পর, আবু আলির ভ্রাতা আবু আব্বাস ঘোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুলতান ইব্রাহিমের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া বন্দী হন, এবং তৎপুত্র মোহাম্মদ গজনিপতির বশ্যতা স্বীকার করিয়া, পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন। মোহাম্মদের পর, তাঁহার পুত্র কোতব উদ্দীন হোসেন অল্পকাল মাত্র রাজত্ব

করিয়া যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার পুত্র সাম, নিরুপায় হইয়া ভারতবর্ষে পলায়ন করেন, তথায় ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়া, জাহাজারোহণে স্বদেশ যাত্রা করিলেন। পথে ঐ জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে, তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। সামের পুত্র ইজউদ্দীন হোসেন পিতার সমভিব্যাহারে ছিলেন, তিনি ভাসমান এক খণ্ড কাষ্ঠফলক অবলম্বন করিয়া কোনও রূপে প্রাণ রক্ষা করেন। ঐ জাহাজে একটা ভীষণকায় ব্যাঘ্র ছিল। সেই ব্যাঘ্রও ইজউদ্দীনের সঙ্গে কাষ্ঠফলকে আশ্রয় লয়। সেই তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কাষ্ঠফলক যখন তীরে আসিয়া সংলগ্ন হয়, তখন ইজউদ্দীন অবতরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী নগরের উদ্দেশে গমন করেন; কিন্তু তিনি এত অধিক রাত্রিতে নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন যে, তখন নগরের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি নগর-তোরণের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় প্রহরী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, চোর বলিয়া ধৃত করিল। তদনন্তর বিনা বিচারে তাঁহাকে সাত বৎসরের জন্য দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ করা হয়। কিছুদিন পরে সেই নগরের শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত পীড়িত হওয়ায় বহুসংখ্যক কারাবাসী ও ক্রীত দাসকে মুক্তি প্রদান করা হয়। সৌভাগ্য ক্রমে ইজউদ্দীনও সেই সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন। তিনি কারামুক্ত হইয়া গজনির অভিমুখে চলিলেন; পথিমধ্যে একদল দস্যুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাঁহাকে বলিষ্ঠ ও সাহসী দেখিয়া, দস্যুগণ বল পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনাদের সঙ্গী করিয়া লইল। ঘটনাক্রমে সেই রাত্রিতেই সুলতান ইব্রাহিমের সৈন্যগণ সেই দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া গজনিতে আনয়ন করিল। বিচারে দস্যুদলের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। ঘাতুক যখন হত্যা করিবার জন্য ইজউদ্দীনের চক্ষুর্দ্বয় বন্ধন করিতে লাগিল, তখন তিনি এরূপ করুণ স্বরে শপথ করিয়া স্বীয় নির্দ্দোষিতার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন যে, তচ্ছ্রবণে ঘাতুকের পাষাণ অন্তঃকরণেও দয়ার সঞ্চার হইল; তৎপরে ঘাতুক তাঁহাকে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, ইজউদ্দীন তথায় নিতান্ত নম্রতার সহিত বিজ্ঞতাপূর্ণ সরল-বাক্যে স্বীয় নির্দ্দোষিতা ও ভূতপূর্ব্ব বিপৎপরম্পরার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সুলতান ইব্রাহিম—তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সুচতুর ইজউদ্দীন স্বীয়

কার্য্য-পটুতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে ক্রমশঃ উচ্চপদ লাভ করিতে লাগিলেন; সুলতান তাঁহার উপর এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে, অবশেষে স্বীয় পরিবারস্থ এক রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। ইব্রাহিমের পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার পুত্র মস্‌উদ গজনির সিংহাসন লাভ করিয়া, ইজউদ্দীনকে ঘোরের রাজত্ব প্রদান করিলেন। গজনবি রাজকুমারীর গর্ব্ভে ইজউদ্দীনের সাতটী পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র কোতবউদ্দীন মোহাম্মদ, গজনির সুলতান বৈরামের কন্যাকে বিবাহ ও ফিরোজকোহ নগরের পত্তন করিয়া, তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। ইনি গজনি আক্রমণের উদ্যোগ করায়, সুলতান বৈরাম তাহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাকে কৌশল পূর্ব্বক নিজ বশে আনিয়া হত্যা করেন। এই ঘটনা হইতেই গজনি ও ঘোরের মধ্যে ভীষণ বিবাদের সূত্রপাত হয়। ইজউদ্দীনের পঞ্চম পুত্র সয়ফউদ্দীন, ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার মানসে, গজনি আক্রমণ পূর্ব্বক বৈরামকে পরাজিত করিলেন; বৈরাম ভারতবর্ষে পলায়ন করাতে, গজনি সয়ফউদ্দীনের হস্তগত হইল। সয়ফউদ্দীন স্বীয় ভ্রাতা আলাউদ্দীনকে ঘোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং গজনিতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি গজনিবাসীদিগের প্রীতি আকর্ষণের জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাদের প্রিয়পাত্র হইতে পারিলেন না। গজনির অধিবাসিগণ তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইয়া, সুলতান বৈরামকে সংবাদ পাঠাইল যে, তিনি গজনি আক্রমণ করিলে, তাহারা প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিবে। শীতকালে সয়ফউদ্দীনের অধিকাংশ সৈন্য যখন ঘোরে অবস্থান করিতেছিল, বৈরাম তখন হঠাৎ আসিয়া গজনি আক্রমণ করিলেন। সয়ফউদ্দীন পলায়নের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। গজনির বিশ্বাসঘাতক অধিবাসিগণ বলিল যে, তাহারা তাঁহার যথাসাধ্য সাহায্য করিবে; তাহাদের উৎসাহবাক্যে তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কার্য্যকালে গজনির লোকেরা তাহাদের ভূতপূর্ব্ব সুলতানের সহিত যোগ দান করাতে, সয়ফউদ্দীন যুদ্ধে পরাজিত, ধৃত, এবং অবশেষে নিহত হইলেন।

সয়ফউদ্দীনের মৃত্যুর পর ইজউদ্দীনের ষষ্ঠ পুত্র বাহাউদ্দীন গজনি

আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। অবশেষে ইজউদ্দীনের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র আলাউদ্দীন্ প্রবল বিক্রমে গজনি আক্রমণ করিয়া, অগ্নি ও অসি দ্বারা যে প্রকারে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। আলাউদ্দীন গজনি নগরী বিধ্বস্ত করিয়া ঘোরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদে মত্ত হন। সলজুক-বংশীয় সুলতান সনজরকে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘোর-পতিগণ নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করিতেন, আলাউদ্দীন বিজয়-মদে মত্ত হইয়া কর প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহার ঈদৃশ আচরণে সুলতান সনজর নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বিপুল সৈন্য সহকারে ঘোর এবং গজনি আক্রমণ করিলেন; এতদুপলক্ষে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে আলাউদ্দীন পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। কিন্তু সুলতান তাঁহাকে শীঘ্রই মুক্তি প্রদান করিয়া, স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

অতঃপর আলাউদ্দীন, স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাহা উদ্দীনের পুত্র গেয়াস উদ্দীন ও ময়জউদ্দীনকে সাঙ্গা প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা পিতৃব্যের বিনা অনুমতিতে নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ আক্রমণ করাতে, আলাউদ্দীন তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর মলিক সয়ফউদ্দীন ঘোরের রাজা হইয়া, উভয় ভ্রাতাকে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সাঙ্গা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া, সয়ফউদ্দীন তুর্কমানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র গেয়াসউদ্দীন ঘোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; এবং স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ময়জউদ্দীনকে (যিনি ইতিহাসে সাহাবুদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরি নামে প্রসিদ্ধ) সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যে গজনবী বংশীয় সুলতানগণ গজনি অধিকার করিয়াছিলেন; ১১৭১ খৃঃ অব্দে গেয়াস উদ্দীন গজনি জয় করিয়া, মোহাম্মদ ঘোরিকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ১১৭৬ খৃঃ অব্দে মোহাম্মদ ঘোরি মূলতান জয় করিয়া উচ নগর আক্রমণ করিলেন। এই উঁচ নগর আক্রমণকালেই দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজ্যাণ্ডার গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল দুর্গ অবরোধের পর মোহাম্মদ যখন দেখিলেন, উচ আক্রমণ নিতান্ত অসাধ্য

ব্যাপার, তখন তিনি তত্রত্য রাজ্ঞীর নিকট গুপ্তভাবে সংবাদ পাঠাইলেন যে, যদি রাজ্ঞী স্বীয় স্বামীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তিনি রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছেন। তদুত্তরে সেই সর্ব্বনাশিনী কুহকিনী রাজমহিষী বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহার নিজের বয়সের আধিক্য বশতঃ আর বিবাহে প্রবৃত্তি নাই; কিন্তু তাহার এক পরমসুন্দরী যুবতী কন্যা আছে, যদি মোহাম্মদ ঘোরি ঐ কন্যারত্নকে বিবাহ করিয়া তাহাকে (রাজ্ঞীকে) নির্ব্বিঘ্নে উচের রাজত্ব ভোগ করিতে দেন, তাহা হইলে তিনি রাজার প্রাণবধ করিতে পারেন। মোহাম্মদ ঘোরি, রাজ্ঞীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; তদনুসারে অল্প দিনের মধ্যেই সেই রাক্ষসী স্বামীর হত্যাকার্য্য সম্পাদন করিয়া, দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিল। মোহাম্মদ ঘোরি বিনা-বাধায় রাজধানী অধিকার পূর্ব্বক, রাজকুমারীকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। আর স্বামিঘাতিনী রাজ্ঞীকে উচের সিংহাসন না দিয়া, তাঁহাকে গজনিতে লইয়া গেলেন। নিদারুণ দুঃখ ও নৈরাশ্যে গজনিতেই তাহার মৃত্যু হয়। উচের রাজনন্দিনীও শোক দুঃখে জর্জ্জরিতা হইয়া দুই বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার পর মোহাম্মদ ঘোরি গুজরাট আক্রমণ করেন; গুজরাটের যুদ্ধ-কুশল নরপতি ভীমদেব তাঁহাকে সংগ্রামে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘোরির অনেক সৈন্য বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, পথিমধ্যে তিনি নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া গজনিতে ফিরিয়া যান। তৎপরে মোহাম্মদ ঘোরি লাহোর জয় করিয়া যেরূপে গজনিবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন, তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

মোহাম্মদ গজনবি রাজবংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃশঙ্ক হইয়া, হিন্দু স্বাধীনতার বিনাশসাধনে অগ্রসর হইলেন।* তদনুসারে লাহোর শাসনের

---

* মোহাম্মদ ঘোরির ভারতবর্ষ আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, দিল্লীর রাজা অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করেন। আজমীর এবং কনৌজের রাজদ্বয় তাঁহার দৌহিত্র ছিলেন। দিল্লীপতি, আজমীরের রাজা পৃথ্বীরায়কে অধিকতর স্নেহ করিতেন, সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহাকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। ইহাতে কনোজরাজ নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও

সুবন্দোবস্ত করিয়া, ১১৯১ খৃঃ অব্দে বিতুন্দা অধিকার করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া দিল্লী ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীরায় সসৈন্যে বিতুন্দার দিকে ধাবিত হইলেন। মোহাম্মদ ঘোরিও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সোৎসাহে অগ্রসর হন। দিল্লী হইতে ৮ মাইল এবং থানেশ্বর হইতে ১৪ মাইল দূরে সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী তিরোরী ক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইল। দুই দলে যুদ্ধারম্ভ হইলে, রাজপুতেরা বিপুল বিক্রমে অস্ত্র সঞ্চালন করিয়া আফ্‌গানদিগের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বস্থ সৈন্যগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। মোহাম্মদ ঘোরি স্বয়ং মধ্যভাগে আসিয়া সিংহ-বিক্রমে শত্রু পক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে ছিলেন; যে ব্যক্তি প্রথমে যাইয়া তাঁহাকে এই পরাজয় সংবাদ প্রদান করিল, তিনি তরবারির দ্বারা তাহাকে তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে কতিপয় মাত্র সাহসী সৈনিক পুরুষ সঙ্গে লইয়া দুর্ব্বার পরাক্রমে শত্রু সৈন্য মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সেই ভীষণ আক্রমণে রাজপুত সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়ায়, তিনি এরূপ ভীমবলের সহিত স্বীয় বর্শা তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন যে, সেই দারুণ আঘাতে রাজপুতবীরের কয়েকটী দন্ত ভগ্ন হইয়া গেল। ঐ সময় রাজভ্রাতাও ক্ষিপ্রতার সহিত মোহাম্মদ ঘোরির দক্ষিণ বাহুতে শর বিদ্ধ করিলেন। সেই দারুণ শরাঘাতে মোহাম্মদ ঘোরি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন; তাঁহাকে অশ্ব হইতে পতনোন্মুখ দেখিয়া, তাঁহার একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিয়া সবেগে অশ্ব চালাইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হইল। আফ্‌গান সৈন্যেরা ইহার পূর্ব্বেই পরাজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়াছিল; এবং রাজপুতেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, অনেকের প্রাণসংহার করিয়াছিল।*

মোহাম্মদ ঘোরি এই অন্তর্ব্বিবাদকে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির সুপ্রশস্ত উপায় মনে করিয়া, উৎসাহের সহিত ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

* ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মোহাম্মদ ঘোরির ভারতবর্ষ আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আজমীর ও কনোজের রাজাদিগের মধ্যে গুরুতর মনোমালিন্য এবং বিষম আত্মকলহ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কনোজপতি জয়চন্দ্র, আজমীর ও দিল্লীর অধীশ্বর পৃথ্বীরায়কে দমন করিবার জন্য, মোহাম্মদ ঘোরিকে ভারতবর্ষে আসিতে আহ্বান

মোহাম্মদ ঘোরি তিরৌরির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলে, সমবেত হিন্দুরাজগণ বিজয় মদে মত্ত হইয়া বিতুন্দা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ মাস পর্য্যন্ত দুর্গ অবরোধ করিয়াও তাহা অধিকার করিতে না পারায় সন্ধি স্থাপন করিলেন।

করেন। কনোজপতি ইতিপূর্ব্বে আপনাকে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বপ্রধান অধীশ্বর অর্থাৎ রাজাধিরাজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীরায় তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। জয়চন্দ্র স্বীয় অক্ষুণ্ণ প্রাধান্য স্থাপন মানসে "মহারাজাধিরাজ" উপাধি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে অধীন রাজগণই ভৃত্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। জয়চন্দ্র সমুদায় রাজপুত রাজা দিগকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিলেন; এবং তাঁহাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার কন্যা সংযুক্তাও এই সময় উপস্থিত রাজগণের মধ্য হইতে বর মনোনীত করিবেন। উপস্থিত উৎসব সম্পাদনার্থে অনেক রাজা ও রাজকুমার কনোজে আসিলেন; কিন্তু পৃথ্বীরায় পূর্ব্ব হইতেই শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দৌবারিকের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। কনোজরাজ-দুহিতা সংযুক্তার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক আসক্তি থাকিলেও তিনি কনোজে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়কে আনয়ন করিতে না পারিয়া, তাঁহার এক স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সভার দৌবারিক রূপে স্থাপন করিলেন। পৃথ্বীরায় এই সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পাঁচ শত উৎকৃষ্ট যোদ্ধৃপুরুষ সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে কনোজে গমন করিলেন। প্রথমে রাজা জয়চন্দ্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল; পরে রাজকুমারী সংযুক্তাকে সভাস্থলে আনয়ন করা হইল। সংযুক্তা সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে কাহারও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, পুষ্পমাল্য হস্তে অনন্যমনে সভার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন; এবং দৌবারিক-রূপী পৃথ্বীরাজের মূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। এতদ্দর্শনে জয়চন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া সংযুক্তাকে শাস্তি দিতে যাইতেছেন, এমন সময় ছদ্মবেশধারী পৃথ্বীরাজ হঠাৎ দরবার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, সংযুক্তাকে স্বীয় অশ্বোপরি আরোহণ করাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। সমবেত রাজন্যগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে করিলেন, পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলেন, পৃথ্বীরায় প্রথমতঃ নিজ প্রতিমূর্ত্তি (যাহা জয়চন্দ্র সভাগৃহের দ্বারে স্থাপন করিয়াছিলেন) লইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করেন। সংযুক্তা ইহা শুনিতে পাইয়া তাঁহার প্রতি আসক্তা হন, এবং অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে অস্বীকার করেন। জয়চন্দ্র কন্যার ঈদৃশ ব্যবহারে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া

পরাজিত ও আহত মোহাম্মদ ঘোরি লাহোরে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করার পর, ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে সকল অংশ জয় করিয়াছিলেন, তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ঘোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারী তিরৌরী ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে যথোচিত লাঞ্ছিত করিয়া বন্দী করিয়া রাখিলেন।

তিরৌরির পরাজয় মোহাম্মাদ ঘোরি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না; তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণমনে ইহার প্রতিকার-চিন্তায় নিরত থাকিতেন। অনেক চিন্তার পর তিনি পুনর্ব্বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তদনুসারে ১১৯৩ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ১২০০০০ পরাক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্যসহ ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু কাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য কোথায় যাইতেছেন, তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। পেশাওরে পঁহু-

---

তাঁহাকে বিবাহ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হন, এবং কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সহ কনোজে আসিয়া, কবিচন্দের (চাঁদ বর্দ্দের) কৌশলে সংযুক্তাকে হস্তগত করিয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করেন। কনোজের সৈন্যেরা পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তাঁহার অধিকাংশ অনুচরের হত্যাসাধন করে।

অতঃপর পৃথ্বীরায় সংযুক্তার প্রেমে এরূপ মত্ত হইলেন যে, রাজকার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণরূপ ঔদাসীন্য জন্মিল। এমন কি, তিনি অন্তঃপুর হইতে বাহিরও হইতেন না। এই সময় সাহাবউদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরি পঞ্জাব বিজয়ে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি পৃথ্বীরায়ের রাজকার্য্যে ঈদৃশ ঔদাসীন্য ও অমনোযোগিতার সংবাদ পাইয়া, তাঁহার রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে জয়চন্দ্র প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু পৃথ্বীরায়ের সহিত যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম মনে করিয়া, মোহাম্মদ ঘোরিকে দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন; এমন কি তাঁহার সাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন। কেহই পৃথ্বীরায়কে এরূপ আসন্ন বিপদের সংবাদ দিতে সাহসী হইল না। অবশেষে পৃথ্বীরায়ের চিরহিতৈষী কবি চাঁদ, স্ত্রীলোকের বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তখন সেই বিলাসব্যসনানুরক্ত নৃপতির মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ হইল; অচিরে তিনি সমর সজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। বীরাঙ্গনা সংযুক্তা স্বহস্তে স্বামীকে রণবেশে সজ্জিত করিলেন; তাঁহার কটিদেশে করাল অসি বাঁধিয়া দিয়া নানা প্রকার উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক, যুদ্ধে যাইতে বিদায় দিলেন।

ছিবার পরে যখন ব্যক্ত হইয়া পড়িল যে, তিনি তিরৌরীর পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে যাইতেছেন, তখন ঘোরের এক বৃদ্ধ পণ্ডিত মোহাম্মদ ঘোরির নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তিরৌরীর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার অপরাধে যে সকল সৈনিক কর্ম্মচারীকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া, উপস্থিত যুদ্ধে তাহাদের লজ্জা মোচনের সুবিধা দেওয়া হউক। মোহাম্মদ ঘোরি সেই বিচক্ষণ ও বহুদর্শী সম্মানিত পণ্ডিতের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, বন্দী সৈন্য ও সৈনিক কর্ম্মচারী দিগকে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক সত্বর তথায় প্রেরণের জন্য আদেশ-লিপি প্রেরণ করিলেন। তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল; বন্দিগণ মুক্তি লাভ করিয়া নিতান্ত উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে তাঁহার সহিত সংমিলিত হইল। তৎপরে তিনি লাহোরে উপস্থিত হইয়া, রাজপুত রাজা দিগের নিকট এই বলিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন যে, যদি তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। পৃথ্বীরায় পূর্ব্ব-বিজয়ে প্রমত্ত ছিলেন; সুতরাং নিতান্ত তুচ্ছ ভাবে ইঁহার উত্তর পাঠাইলেন; এবং চতুর্দ্দিকের হিন্দু রাজাদিগকে তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। অনতিবিলম্বে ১৫০ জন রাজা সসৈন্যে আসিয়া তাঁহার বিশাল-পতাকা-মূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা সকলেই গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, হয় শত্রুর নিপাত সাধন করিবেন, নচেৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন। তিনলক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র হস্তী ও অগণ্য পদাতি সৈন্য দ্বারা সুবিশাল হিন্দু ব্যূহ গঠিত হইল। হিন্দু সৈনিক দিগের বিকট গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল। এরূপ বিশাল সৈন্য সম্ভবতঃ আর কখনও একত্র সংমিলিত হয় নাই। রাজপুতেরা অগ্রসর হইয়া সরস্বতী নদীর এক তটে, এবং আফ্‌গানেরা অন্য তটে শিবির সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর রাজপুত রাজারা মোহাম্মদ ঘোরিকে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন, "আমাদের সৈন্যদিগের রণপাণ্ডিত্য ও বিক্রম তোমার অবিদিত নহে; এবং আমাদের সৈন্য সংখ্যা কত অধিক, এবং দিন দিন তাহাদের পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতেছ। তোমার নিজের

জীবনের উপর তোমার বিরক্তি জন্মিতে পারে, কিন্তু তোমার সেনা ও সেনানী দিগের বিষয় একবার চিন্তা করা উচিত। তাহাদের সকলেরই বোধ হয় বাঁচিবার সাধ আছে। আমরা এক্ষণেও তোমাকে নিরাপদে ফিরিয়া যাইতে দিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি তুমি যুদ্ধ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক, তবে আমরাও দেবতাদিগের নামে শপথ করিয়াছি যে, কল্য অতি প্রত্যূষে তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমূলে নিম্মূল করিব।" মোহাম্মদ ঘোরি উত্তরে লিখিলেন "আমার ভ্রাতা রাজ্যেশ্বর, আমি তাঁহার অধীন সেনাপতি মাত্র। ভ্রাতার বিনা অনুমতিতে আমার নিজের ইচ্ছায় প্রতিগমন করা অসাধ্য। আমি তাঁহাকে তোমাদের অভিপ্রায় লিখিয়া পাঠাইতেছি, তাঁহার নিকট হইতে উত্তর না আসা পর্য্যন্ত তোমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিলে আমি বাধিত হইব।" রাজপুতেরা এই উত্তর পাইয়া মনে করিল, মোহাম্মদ ঘোরি ভীত হইয়াছেন; সুতরাং তাহারা নিশ্চিন্ত মনে, হৃষ্টচিত্তে আমোদ প্রমোদে সমস্ত রাত্রি কাটাইল। কিন্তু সুচতুর মোহাম্মদ ঘোরি এ দিকে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি অতি প্রত্যূষে নদীপার হইয়া হঠাৎ রাজপুত শিবির আক্রমণ করিলেন। রাজপুতেরা প্রস্তুত না থাকিলেও, তাহাদের সৈন্য সংখ্যা এত অধিক ও সেনাকটক এত বিস্তৃত ছিল যে, সম্মুখের সৈন্যদিগকে অতিক্রম করিতে না করিতে, পশ্চাতের সৈন্যেরা প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে দুই দলে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষীয় যোদ্ধৃপুরুষ দিগের ভীষণ সিংহনাদে রণস্থল মুহুর্মুহু বিকম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমেই যুদ্ধের ভীষণতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুই পক্ষের অসংখ্য সৈন্য নিহত হওয়ায়, রণক্ষেত্রের ভীষণতা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিল। ঐ সময় মোহাম্মদ ঘোরি সুশৃঙ্খলার সহিত ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে ছিলেন; ইহাতে রাজপুতেরা আশা করিয়াছিল যে, তাহারা নিশ্চয়ই জয়ী হইবে। কিন্তু সুচতুর মোহাম্মদ ঘোরি হঠাৎ দ্বাদশ সহস্র অক্লান্ত অশ্বারোহী সহকারে এরূপ প্রবল বেগে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলেন যে, রাজপুতেরা কোনক্রমেই সে ভীষণ বেগ সহ্য করিতে পারিল না। প্রবল বন্যাতাড়িত তৃণ রাশির ন্যায়

হিন্দুসৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। হিন্দুরাজ: ও সেনানী দিগের প্রায় সকলেই নিহত হইলেন। স্বয়ং দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ধৃত হইয়া অসিমুখে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এই শোচনীয় সংবাদ দিল্লীতে পঁহুছিলে রাজমহিষী সংযুক্তা প্রজ্বলিত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই অতুলনীয় রূপরাশি সামান্য ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। এই ভীষণ পরাজয়ে হিন্দু দিগের সমস্ত আশা ভরসা ফুরাইল; সুতরাং মোহাম্মদ ঘোরি অতি সহজেই আজমীর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সমূহ অধিকার করিয়া লইলেন। নিয়মিত রূপে কর প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করায়, তিনি পৃথ্বীরায়ের গোলা নামক এক জারজ পুত্রকে আজমীরের রাজত্ব দান করিলেন; এবং মলিক কুতবউদ্দীনকে সৈন্যসহ ভারতবর্ষে রাখিয়া গজনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুতবউদ্দীন মিরাট ও দিল্লী অধিকার করিয়া, দিল্লীতে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে মোহাম্মদ ঘোরি পুনঃ ভারতবর্ষে আসিয়া কনোজ আক্রমণ করিলেন। কুতবউদ্দীনও সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। পরাক্রান্ত রাঠোর সৈন্য দিগের সহিত মুসলমান দিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে কনোজরাজ জয়চন্দ্র নিহত হইলেন। কুতবউদ্দীনের অব্যর্থ শরসন্ধানে জয়চন্দ্রের চক্ষু বিদ্ধ হয়; এবং সেই দারুণ শরাঘাতেই তাঁহার প্রাণ পক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে। কনোজের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ক্ষেত্রে শবরাশি স্তূপাকার হইয়াছিল। প্রথমতঃ জয়চন্দ্রের মৃত দেহ পাওয়া যায় নাই; অবশেষে তিনি যে কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করিতেন, তদ্দ্বারা তাঁহার শব চিনিতে পারা গিয়াছিল। মুসলমানেরা কনোজ অধিকার করিলে, তত্রত্য রাঠোর বংশীয় কতকগুলি লোক মাড়োয়ারে গমনপূর্ব্বক, তথায় এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিল। কনোজ অধিকার করার পর মোহাম্মদ বারাণসী আক্রমণ করেন; এবং উক্ত নগরীর সহস্রাধিক দেব মন্দির ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। বারাণসীতে তিনি প্রচুর স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তা লাভ করিয়াছিলেন। বারাণসী হইতে তিনি কৈালের দুর্গে আসিয়া, কুতবউদ্দীনকে ভারতবর্ষের একমাত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তদনন্তর চারি সহস্র উষ্ট্রপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং তিনশত হস্তী লইয়া গজনিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই

যাত্রায় একটী শ্বেত হস্তীও (ভারতে তখন এই একমাত্র শ্বেত হস্তী ছিল) তাঁহার হস্তগত হয় ; ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সময় তিনি ঐ হস্তীটী কুতব-উদ্দীনকে দিয়া যান। কুতবউদ্দীন সর্ব্বদা এই হস্তী পৃষ্ঠেই আরোহণ করিতেন। কুতব উদ্দীনের মৃত্যুর পর সেই প্রভুভক্ত হস্তী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিন দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কনোজ বিজয়ের এক বৎসর পরে মোহাম্মদ ঘোরি পুনরায় ভারতবর্ষে আসিয়া গোয়ালিয়র রাজ্য জয় করেন। তৎপরে ভ্রাতার মৃত্যু হওয়াতে তিনি স্বয়ং ঘোরের অধীশ্বর হন। এতদিন তিনি সেনাপতি ও গজনির শাসনকর্ত্তা ছিলেন ; এক্ষণে স্বয়ং এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

মোহাম্মদ ঘোরি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমতঃ রাজ্যের আভ্যন্তরিক সুব্যবস্থা করিলেন ; তৎপরে বিশাল সৈন্যসহ খারিজম আক্রমণ করিলেন। প্রথমতঃ তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া খারিজমের রাজাকে এরূপ বিপন্ন করিয়া তুলেন যে, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া খিতানের তাতারদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। সেই দুর্দ্ধর্ষ তাতার দিগের সাহায্যে খারজমের রাজা মোহাম্মদ ঘোরিকে সম্মুখ সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। তখন মোহাম্মদ ঘোরি খারজমের রাজাকে বিপুল অর্থ দিয়া, সেই ভীষণ বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার বিশাল সৈন্যদল প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময় সর্ব্বত্র এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে, মোহাম্মদ ঘোরি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদে তাঁহার বিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্রই মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়। গজনির শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে গজনি প্রবেশে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন ; মূলতানের শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন ; এবং পার্ব্বত্য গোক্ষুরেরা লাহোর অধিকার করিয়া, সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে লুট পাট করিতে লাগিল। কিন্তু ভারতবর্ষে কুতবউদ্দীন এবং হিরাট ও অন্যান্য পশ্চিম প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ বিশ্বস্ত ভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। মোহাম্মদ ঘোরি অত্যল্প সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ মূলতান অধিকার করিলেন। তৎপরে গজনির শাসনকর্ত্তা ইলদুজ বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অবশেষে ১২০৫ খৃঃ অব্দে তিনি পঞ্জাব আক্রমণ করিলে কুতবউদ্দীন আসিয়া তাঁহার সহিত

যোগ দিলেন। উভয়ের সম্মিলিত সৈন্যগণ গোক্ষুরদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পঞ্জাব উদ্ধার করিল। গোক্ষুরগণ পরাজিত হইয়া, একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হতাবশিষ্ট দিগের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, তাঁহার প্রদীপ্ত রোষানল হইতে রক্ষা পাইল। এই বিজয় কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি জয়োল্লাসে গজনির অভিমুখে চলিলেন। রোহতাক পঁহুছিয়া তিনি সিন্ধুতীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। একদা রাত্রিকালে প্রখর গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে, শীতল সমীরণ সেবন জন্য তিনি স্বীয় পটমণ্ডপের যবনিকা উত্তোলন করিয়া দিয়া নিদ্রা গেলেন, কিন্তু এই নিদ্রাই যে তাঁহার কাল নিদ্রা হইবে, তাহা তিনি জানিতেন না। নিহত গোক্ষুরদিগের বিশ জন আত্মীয়, সুলতানের প্রাণবধের জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল; তাহারা দূর হইতে সুলতানকে রাজকীয় শিবিরে নিদ্রিত দেখিয়া নিঃশব্দে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিল; এবং দারুণ অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে ক্ষত বিক্ষত করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সুলতানের মৃতদেহ গজনিতে প্রেরিত, এবং তথায় যথোচিত সম্মানসহ সমাধিকার্য্য সমাহিত হইল। তাঁহার মন্ত্রী, হত্যাকারী গোক্ষুরদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া, অশেষ যন্ত্রণার সহিত তাহাদের হত্যা সাধন করিলেন। মোহাম্মদ ঘোরি ৩২ বৎসর গজনির শাসনকর্ত্তা, এবং তিন বৎসর ঘোরের অধিপতি ছিলেন। তিনি নয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, অনেক মণি মুক্তা ও স্বর্ণ রৌপ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাণ্ডারে ৫০০ মণ হীরক ছিল।

মোহাম্মদ ঘোরি একজন ন্যায়বান নরপতি ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ভুজবলে প্রচণ্ড প্রতাপশালী শত্রুগণও পরাজিত হইয়াছিল। তিনি প্রজাদিগের হিতব্রতে তৎপর থাকিতেন এবং বিদ্বান্‌দিগের সমাদর করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে তিনিই মুসলমান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান।

মোহাম্মদ ঘোরির জীবনের সহিত তাঁহার বংশেরও ধ্বংস সাধন হইল; খারজমের সুলতানগণ সিন্ধুনদীর পশ্চিমতীরস্থ তাবৎ রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

করিলেন। এদিকে কুতবউদ্দীন স্বাধীন হইয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

দাসবংশীয় নরপতিগণ।

কুতুবুউদ্দীন আয়বক। মোহাম্মদ ঘোরির কোনও পুত্রাদি না থাকায়, তিনি কতিপয় তুর্কী দাসকে ভাবী উত্তরাধিকারী করিবার মানসে, উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। শৌর্য্য বীর্য্য ও রাজনীতি শাস্ত্রে ইহারা প্রভুর অনুবর্ত্তী ছিল। সুতরাং মোহাম্মদ ঘোরির মৃত্যুর পর সেই পরাক্রান্ত দাসগণই তদীয় বিশাল সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইল। গিয়াস-উদ্দীনের পুত্র মাহ্‌মুদ নামমাত্র ঘোরের সুলতান হইলেন, কিন্তু তাজউদ্দীন ইলতুজই পশ্চিম রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া ছিলেন। ইলতুজের হস্তে গজনি শাসনের ভার অর্পিত হইল। এদিকে কুতবউদ্দীন ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজা হইয়া, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কুতবউদ্দীন একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি প্রথমে তুর্কস্থান হইতে আনীত হইয়া, নিশাপুরের এক বণিকের নিকট বিক্রীত হন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া, বণিক্ তাঁহাকে পারস্য ও আরব্য ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা দেন। বণিকের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ ঘোরি তাঁহাকে ক্রয় করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ভগ্ন ছিল বলিয়া, মোহাম্মদ ঘোরি তাঁহাকে আয়বক বলিয়া ডাকিতেন। আয়বকের বিদ্যাবুদ্ধি দেখিয়া ঘোরপতি তাঁহাকে দিন দিন উচ্চ পদে উন্নীত করিতে লাগিলেন; এবং অবশেষে "কুতবউদ্দীন" উপাধি দিয়া তাঁহাকে ভারত-বর্ষের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন।

মোহাম্মদ ঘোরির জীবন-কালেই কুতবউদ্দীন মিরাট ও দিল্লী প্রভৃতি

প্রদেশ পরাজিত করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। হেমরাজ নামক পৃথ্বীরায়ের একজন আত্মীয়, পৃথ্বীরায়ের জারজ পুত্র গোলাকে বিতাড়িত করিয়া আজমীরের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, কুতবউদ্দীন হেমরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া, আজমীরে একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ইহার পর তিনি গুজরাটের রাজা ভীমদেবকে পরাস্ত করিয়া, মুসলমানদিগের পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তৎপরে পুনরায় গুজরাট আক্রমণ করেন এবং কালঞ্জর ও কল্পী রাজ্য জয় করেন।

মোহাম্মদ ঘোরির মৃত্যু হইলে কুতবউদ্দীন ১২০৬ খৃঃ অব্দে আপনাকে ভারতবর্ষের স্বাধীন অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। মোহাম্মদ ঘোরির ভ্রাতুষ্পুত্র (যিনি ঘোরের রাজা হইয়াছিলেন), কুতবউদ্দীনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া, তাঁহার জন্য রাজচ্ছত্র, সিংহাসন, পতাকা ইত্যাদি পাঠাইয়া দিলেন। ইতি মধ্যে তাজউদ্দীন গজনি হইতে আসিয়া, লাহোর অধিকার করিয়া লইলেন। কুতবউদ্দীন এই সংবাদ পাইয়া লাহোরে গমন পূর্ব্বক তাজউদ্দীনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতে হইতে গজনিতে উপস্থিত হইলেন; এবং তন্নগরী অধিকার করিয়া, তথাকার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এইরূপ বিজয়মদে মত্ত হইয়া কুতবউদ্দীন আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে গজনির অধিবাসীরা বিরক্ত হইয়া তাজউদ্দীনকে আহ্বান করিল। তাজউদ্দীন কুতবকে গজনি হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন। এক্ষণে কুতব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ন্যায়পরায়ণতা, মিতাচার ও সুনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মোহাম্মদ ঘোরির মৃত্যুর পর কুতবউদ্দীন কেবল চারি বৎসর স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। তিনি প্রজা-হিতৈষী ও দানশীল বলিয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। প্রত্যহ তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও যদি কেহ দানশীল বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন, তবে তাঁহাকে 'সেই সময়ের কুতবউদ্দীন' বলিয়া অভিহিত করা হইত। ১২১০ খ্রীঃ অব্দে তিনি চোগান খেলিবার সময় অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। অদ্যাপি দিল্লী নগরে কুতব মসজিদ এবং কুতব-

মিনার নামক সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতি-স্তম্ভ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া, কুতব-উদ্দীনের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

কুতবউদ্দীন যখন উত্তর ভারতবর্ষ-বিজয়ে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় বক্তিয়ার খিলজী নামক এক প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃপুরুষ, বিহার ও বাঙ্গালা দেশ জয় করেন। বক্তিয়ার ঘোরের খিলজী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তেজস্বী, সাহসী, বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ গজনিতে আসিয়া মোহাম্মদ ঘোরির সরকারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন; কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ সুবিধা বোধ না করিয়া, ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক বদাউন, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানে ক্রমান্বয়ে রাজকর্ম্ম গ্রহণ করেন। অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে একটী জায়গীর প্রদান করেন। ইহাতে বক্তিয়ার খিলজি প্রোৎসাহিত হইয়া, বিহারের স্থানে স্থানে লুঠপাট করিতে লাগিলেন। এবং অল্পদিনের মধ্যে অনেক অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্ব এবং সম্পত্তি হস্তগত করিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার অনেক অনুচরও আসিয়া জুটিল। এইরূপে দিন দিন বক্তিয়ারের সাহস, পরাক্রম ও রণনৈপুণ্যের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। কুতবউদ্দীন ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য খেলাত পাঠাইলেন। ইহাতে তাঁহার উৎসাহ আরও বৰ্দ্ধিত হইল। তৎপরে তিনি বিহার প্রদেশের নানাস্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং প্রায় একবৎসর মধ্যে সমগ্র বিহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। কুতবউদ্দীন এই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকেই বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। বিহারের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া বক্তিয়ার বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হন।

তখন লাক্ষণেয় বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। তাঁহার বৃত্তান্ত অত্যন্ত অদ্ভুত। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। রাজমন্ত্রিগণ গর্ভস্থ সন্তানের নামেই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিল, এ বড় অশুভ সময়; এসময় ভূমিষ্ঠ হইলে সন্তান কখনও রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন না; কিন্তু যদি দুই ঘণ্টা পরে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে পারিবেন। সন্তানের প্রতি জননীর কি অদ্ভুত স্নেহ! জ্যোতির্ব্বিদ-

দিগের বাক্য শ্রবণ মাত্র রাজ্ঞী তাঁহার পদদ্বয় ঊর্দ্ধ দিকে বাঁধিয়া, মস্তক নীচের দিকে ঝুলাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। তৎপরে শুভসময় সমাগত হইবামাত্র রাজ্ঞী বন্ধন-মোচনের আদেশ দিলেন; লাক্ষ্মণেয় ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই প্রকারে বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লাক্ষ্মণেয় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী প্রসবকালে নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছিলেন; তাহাতেই প্রসবের পরক্ষণেই তাঁহার মৃত্যু হইল। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র রাজকর্ম্মচারিগণ লাক্ষ্মণেয়কে সিংহাসনে বসাইলেন। জ্যোতিষীদিগের বাক্য সফল হইয়াছিল, তিনি ৮০ বৎসরকাল নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যে রাজত্বের প্রারম্ভ এরূপ অদ্ভুত, তাহার উপসংহারও তদ্রূপ হইবে বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ তাহাই ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা লাক্ষ্মণেয়কে বলিয়াছিলেন যে, কিছু দিনের মধ্যেই বাঙ্গালা দেশ মুসলমানদিগের হস্তগত হইবে; এজন্য নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র গমনার্থ তাঁহারা তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে, মুসলমানদিগের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াই ব্রাহ্মণেরা লাক্ষ্মণেয়কে এরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বক্তিয়ার খিলজি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে স্বীয় সৈন্যদল লুক্কায়িত রাখিয়া, কেবল ১৮ জন সিপাহিকে অশ্ব-বিক্রেতার বেশে লইয়া, রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে কেহ কোনপ্রকার বাধা প্রদান করিল না। লাক্ষ্মণেয় অন্তঃপুরে আহার করিতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় বক্তিয়ার হঠাৎ রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া, প্রহরীদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। লাক্ষ্মণেয় পূর্ব্ব হইতেই মুসলমান দিগের আক্রমণের ভয় করিতেছিলেন, হঠাৎ বহির্দ্দেশে ভীষণ কোলাহল শুনিতে পাইয়া, ভয়ে আহার ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং কম্পান্বিত কলেবরে পতনোন্মুখ হইলেন। ইহা দেখিয়া রাণী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া পশ্চাদ্দ্বার দিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনন্তর লাক্ষ্মণেয় সপরিবারে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় পলায়ন করিলেন; কেহ কেহ বলেন, তিনি পুরীতে গিয়া জগন্নাথ দেবের সেবায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রাজা পলায়ন করিলে পর, বক্তিয়ার খিলজির লুক্কায়িত সৈন্যেরা রাজধানী নবদ্বীপ

অধিকার করিল; তৎপরে মুসলমান সৈন্যগণ বঙ্গদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের জনপদ সমূহ অধিকার করিয়া লইল। বক্তিয়ার নবদ্বীপ ধ্বংস করিয়া, মহানগরী গৌড়ে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন, এবং রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর তিনি পূর্ব্ববঙ্গ ও কোচবিহারের রাজাদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া আসাম জয় করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু অনেক বিপদ সম্মুখীন হওয়াতে তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হয়। ঐ সময় আসামের (কামরূপের) রাজা তাঁহার অনুধাবন করিয়া, তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য নিহত করেন।* হতাবশিষ্ট অত্যল্পমাত্র অনুচরসহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বক্তিয়ার ভগ্নহৃদয়ে অল্প দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ বলেন, পীড়িত অবস্থায় একজন অমাত্য তাঁহাকে ছুরিকাঘাতে নিহত করিয়াছিল।

কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাম দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন; তাঁহার রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা কিছুমাত্র ছিল না। সুযোগ পাইয়া মোহাম্মদ ঘোরির অন্যতম ক্রীতদাস নসির উদ্দীন, সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশ জয় করিয়া লইলেন; এবং বথ্‌তিয়ার খিলজী বঙ্গদেশে স্বাধীন হইলেন। রাজ্যের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শনে, তদানীন্তন মন্ত্রি-সমাজ কুতবউদ্দীনের জামাতা, বদাউনের শাসনকর্ত্তা আল্‌তামস্‌কে শাসন-দণ্ড গ্রহণ জন্য আহ্বান করিলেন। আল্‌তামস্‌ আরামকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, সমস্‌ উদ্দীন আল্‌তামস্‌ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আল্‌তামস্‌ ভদ্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি সুশ্রী, সচ্চরিত্র ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইহাতে অন্যান্য ভ্রাতারা ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া, মৃগয়া গমনকালে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যায়; এবং একদল বণিকের নিকট দাসরূপে বিক্রয় করে। বণিকেরা তাঁহাকে বোথারার এক রাজকুমারের

* কোন কোন ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, তিনি তিব্বৎ আক্রমণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে পার্ব্বত্য দিগের আক্রমণে অনাহারে ও অন্যান্য নানা দুর্য্যোগে তাঁহার বিপুল সৈন্যদল বিনষ্ট হয়।

নিকট বিক্রয় করে। রাজকুমার তাঁহাকে সুবোধ ও মেধাবী দেখিয়া, তাঁহার শিক্ষার উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেন। রাজকুমার তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; কথিত আছে, একদা তাঁহাকে আঙ্গুর ক্রয় করিবার জন্য বাজারে পাঠাইয়াছিলেন; পথে মুদ্রা হারাইয়া যাওয়াতে তিনি ক্রন্দন করিতে থাকেন। তখন সেই পথ দিয়া একজন ফকীর যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহার অবস্থা ও ক্রন্দনের কারণ জানিতে পারিয়া নিজ হইতে কতকগুলি আঙ্গুর ক্রয় করিয়া দিলেন; এবং বলিলেন, তুমি যখন রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে, তখন ফকীরদিগের সম্মান করিও। তিনি ফকীরের বাক্যে স্বীকৃত হইয়া, প্রভুর সন্নিধানে গমন করিলেন। উত্তরকালে ফকীরের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। তিনি রাজ্য লাভ করিয়া ফকীর, ধর্ম্মাচার্য্য, সাধু পুরুষ এবং বিদ্বান্ দিগের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আল্‌তামসের প্রভু পূর্ব্বোক্ত রাজকুমার মৃত্যু মুখে পতিত হইলে, এক বণিক্ তাঁহাকে ক্রয় করিয়া, অপর এক বণিকের নিকট বিক্রয় করে। শেষোক্ত বণিক তাঁহাকে গজনিতে লইয়া আইসে। মোহাম্মদ ঘোরি তাঁহার সৌন্দর্য্য ও বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু তিনি যে মূল্য দিতে চাহিলেন; বণিক তাহাতে স্বীকৃত হইল না। ইহাতে মোহাম্মদ ঘোরি আদেশ করিলেন যে, গজনিতে কেহ তাঁহাকে ক্রয় করিতে পারিবে না। বণিক অগত্যা তাহাকে লইয়া বোখারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তিন বৎসর পরে সে আবার আল্‌তামস্‌কে লইয়া গজনিতে আগমন করিল; কিন্তু মোহাম্মদ ঘোরির ভয়ে কেহ তাঁহাকে ক্রয় করিতে সাহস করিল না। বণিক্ আল্‌তামস্‌কে লইয়া একবৎসর কাল গজনিতে অবস্থান করিলে, কুতব উদ্দীন ভারতবর্ষ হইতে গজনিতে গমন করেন। তিনি আল্‌তামসের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে ক্রয় করিবার জন্য মোহাম্মদ ঘোরির অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। মোহাম্মদ ঘোরি বলিলেন, গজনিতে কেহ তাঁহাকে ক্রয় না করে, এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু তুমি ভারতবর্ষে লইয়া গিয়া তাহাকে ক্রয় করিতে পার। তদনুসারে কুতবউদ্দীন দিল্লীতে আসিয়া, উপযুক্ত মূল্যে তাঁহাকে ক্রয় করিলেন।

আল্‌তামস্‌ স্বীয় প্রখর বুদ্ধিপ্রভাবে শীঘ্রই প্রভুর অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া উঠিলেন। কুতবউদ্দীন তাঁহাকে অপত্যবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। এমন কি, তিনি স্নেহবশে তাঁহাকে পুত্র বলিয়া ডাকিতেন। কুতবউদ্দীন প্রথমতঃ তাঁহাকে প্রহরীদিগের নায়ক নিযুক্ত করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার উন্নতিবিধান করেন। কিছুদিন পরে তাঁহাকে "আমীরশিকারের" পদে নিযুক্ত করা হইল। গোয়ালিয়রে মুসলমান বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইলে, আল্‌তামস্‌ তথাকার আমীর মনোনীত হইলেন; তৎপরে তাঁহার সাহস, বীরত্ব ও কার্য্যদক্ষতা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত হইলে, কুতবউদ্দীন তাঁহাকে বদাউনের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

আল্‌তামস্‌ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, প্রথমতঃ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দূর করিলেন; অতঃপর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। গজনির শাসনকর্ত্তা তাজউদ্দীন ইলদুজ, খারজমের সুলতান কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, পঞ্জাবে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমে থানেশ্বর, এবং ক্রমশঃ সমগ্র পঞ্জাব অধিকার করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া, আল্‌তামস্‌ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিলেন। সেই বন্দী অবস্থাতেই তাঁহার জীবন-লীলা পরিসমাপ্ত হয়।

আল্‌তামসের রাজত্ব কালে, ১২১৭ খৃঃ অব্দে এসিয়া খণ্ডে এক অভাবনীয় বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই ভীষণ বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাতে সমগ্র পৃথিবী বিকম্পিত হইয়া উঠে। তাতার দেশ মাঞ্চু, মোগল ও তোর্ক এই তিন প্রধান জাতির বাসস্থান। উল্লিখিত সময়ে মোগল জাতির মধ্যে জেঙ্গিস খাঁ নামে একজন অতি সামান্য রাজা ছিলেন। কালক্রমে তিনি স্বীয় বাহুবলে তাতার দেশে স্বীয় অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপন করেন। যুদ্ধপ্রিয় দুর্দ্ধর্ষ তাতারিগণ সহজেই তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া রণরঙ্গে মত্ত হইয়া উঠে। তৎপরে জেঙ্গিস খাঁ অসংখ্য সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক প্রবল প্রতাপে মুসলমানদিগের রাজ্যে উপস্থিত হন। তাঁহার সৈন্যদলের ন্যায় বিশাল অনীকিনী পৃথিবীতে পূর্ব্বে বা পরে আর কখনও একত্র হয় নাই। বিজিত রাজ্যে শিক্ষা বিস্তার, শাসন কার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিধান কিংবা অধিকৃত ভূভাগে কোনও প্রকার উন্নতির বীজ বপন করা—ইহার কোনটিই তাঁহার

অভিপ্রেত ছিল না। কেবল ধ্বংস, উচ্ছেদ ও হত্যাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যে সকল হতভাগ্য দেশ তাঁহার পদাঙ্কে অঙ্কিত হয়, তাহা একেবারে উৎসন্ন ও ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ সকল স্থান একমাত্র হৃদয়বিদারক হাহাকার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। মনুষ্য, গৃহপালিত পশু-পক্ষী, ফলবান্ বৃক্ষের উদ্যান, সুন্দর সুন্দর নগর ও উহার মনোহর হর্ম্ম্যরাজি, দরিদ্রদিগের পর্ণকুটীর, সাধু পুরুষদিগের আশ্রম ও উপাসনালয়, ব্যবসায়ীদিগের পণ্য-বীথিকা ইহার কোন একটীও মোগলদিগের পাপহস্ত হইতে নিস্কৃতি পায় নাই। তাহারা মনুষ্যদিগকে আবাল বৃদ্ধ-বনিতা-নির্ব্বিশেষে হত্যা করিয়া আপনাদের দুষ্কৃতি চরিতার্থ করিয়াছে; তাহারা যে দেশে উপস্থিত হইয়াছে,তথায় ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত বা ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের ন্যায় দ্রুতভাবে আপনাদের দানবোচিত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছে। নগর ও পল্লী সমূহ অনল সংযোগে দগ্ধীভূত করিয়া, আপনাদের হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। খারজমের সুলতানই সর্ব্বপ্রথমে জেঙ্গিজখাঁর দূতকে হত্যা করিয়া, মোগলদিগের ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল; নগর সকল উৎসন্ন হইয়াছিল, রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী নিহত কিংবা দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছিল। খারজমের পরাক্রান্ত রাজা অবশেষে ভগ্নহৃদয়ে মানব-লীলা সংবরণ করেন; এবং তাঁহার পুত্র জালাল-উদ্দীন মোগলদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া, রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় তাড়িত হন। এখানে তিনি অসাধারণ সাহসের সহিত স্বরাজ্য রক্ষার্থ একবার শেষ চেষ্টা করেন। সিন্ধুনদের তটে মোগলদিগের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হয়; কিন্তু সেই যুদ্ধে তাঁহার বিশাল সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিনি শত্রুপক্ষের অবিশ্রান্ত শরবৃষ্টির মধ্য দিয়া, সাতজন অনুচর সহ সন্তরণ দ্বারা অতিকষ্টে সিন্ধুনদ পার হন, তৎপরে তিনি ১২২১ খৃঃ অব্দে দিল্লির অভিমুখে পলায়ন করেন; এবং সুলতান আল্তামসের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। দূরদর্শী আল্তামস জেঙ্গিজখাঁর ভয়ে তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করাতে, জালালউদ্দীন সিন্ধুদেশাভিমুখে পলায়ন করেন। শরণার্থীকে আশ্রয় না দেওয়া দোষের কার্য্য হইলেও আল্তামসের

ঈদৃশ্ কার্য্য দ্বারা তৎকালে মোগলদিগের ঘোর উপদ্রব হইতে ভারত-ভূমি রক্ষিত হয়। জেঙ্গিজ খাঁ যদিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার মৃত্যুর পর, মোগলগণ বারংবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের জনপদসমূহ আক্রমণ করে। মোগলগণ তখন পর্য্যন্ত মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই।

১২২৫ খৃঃ অব্দে আল্তামস্ বিহার ও বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া, বক্তিয়ার খিলজির পুত্র গেয়াসউদ্দীনকে নিয়মিত কর প্রদানে বাধ্য করেন; এবং স্বীয় পুত্র নসিরউদ্দীনকে বিহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিছুদিন পরে নসিরউদ্দীন বক্তিয়ারের পুত্রকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া, বঙ্গদেশ অধিকার করেন। পর বৎসর আল্তামস্ রণস্তম্ভর ও তৎপরবৎসর মান্দু অধিকার করিয়া লন। তৎপরে তাঁহার পুত্র নসিরউদ্দীনের মৃত্যু হওয়াতে, বঙ্গদেশে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; এজন্য তিনি তথায় গমন করিয়া, স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রকে "নসিরউদ্দীন" উপাধি দিয়া তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন; এবং ঐ রাজ্যশাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আরামের রাজত্ব কালে হিন্দুগণ গোয়ালিয়র অধিকার করিয়া লইয়াছিল; এক বৎসরকাল অবরোধের পর ১২৩১ খৃঃ অব্দে আল্তামস্ উহা পুনরধিকার করিয়া মালবদেশে যাত্রা করেন। তথায় ভিলসা দুর্গ অধিকৃত ও সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরীতে স্বীয় বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া তত্রত্য মহাকালের সুবিখ্যাত মন্দিরে মহাকাল ও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের যে প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহার ধ্বংস করেন। অতঃপর তিনি মুলতানের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; এবং তাহার অল্প দিন পরেই মানবলীলা সংবরণ করেন।

আল্তামস্ ২৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তিনি সাহসী, সদ্বিচারক, সুদক্ষ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি সুবিচারে ও উৎপীড়িতদিগের দুঃখমোচনে সর্ব্বদাই তৎপর থাকিতেন। তাঁহার আদেশ ছিল যে, যাহার প্রতি কোনওরূপ উৎপীড়ন বা অবিচার হয়, সে যেন রঙ্গীন কাপড় পরিধান

কিংবা রাস্তায় যখন কাহারও রঞ্জিত পরিচ্ছদ দেখিতেন, তাহার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া, পীড়নকারীর দণ্ডবিধান করিতেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি মনে করিলেন যে, হয়ত রাত্রিকালে লোকের প্রতি অনেক প্রকার উৎপীড়ন হয়; এবং অনেকে ভয়ে রঙ্গীন কাপড় পরিধান করে না। অতএব তিনি রাজ-প্রাসাদের দ্বারে প্রস্তর নির্ম্মিত দুই সিংহ স্থাপিত করিয়া, তাহাদের গলায় দুইটা বড় বড় ঘণ্টা ঝুলাইয়া দিলেন। উৎপীড়িত ব্যক্তিগণ রাত্রিকালে আসিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিবামাত্র সুলতান তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া, সদ্বিচার করিতেন। ইনিই প্রথমে স্বীয় উজীরকে "নিজাম উল-মোল্‌ক" উপাধি প্রদান করেন।

আল্‌তামস্‌ তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রোকনউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজা হইয়াই বিলাস-ব্যসনে একান্ত মত্ত হইলেন। আল্‌-তামস্‌ মিতব্যয়িতার দ্বারা যে বিপুল অর্থ রাশি রাজকোষে সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপযুক্ত বিলাসী পুত্র, সেই অর্থরাশি বারাঙ্গনা সেবায় ও জঘন্য আমোদ প্রমোদে নষ্ট করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য জন্মিল। তিনি স্বীয় মাতার হস্তে সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। এই রাণী প্রথমতঃ তুর্কী জাতীয়া ক্রীতদাসী ছিলেন, ইঁহার নিষ্ঠুরতার ইয়ত্তা ছিল না। আল্‌তামসের অন্তঃপুরবাসিনী সমুদায় স্ত্রীলোকের হত্যাসাধন করিয়াও তাঁহার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল না; শেষে আল্‌তামসের কনিষ্ঠ পুত্রকেও নিহত করিলেন। এই রাজকুমার রজিয়ার সহোদর। তাঁহার হত্যার জন্য রজিয়া, রোকনউদ্দীনকে তিরস্কার করিলেন; এজন্য তিনি রজিয়াকেও নিহত করিতে মনস্থ করিলেন। একদা শুক্রবারে রোকনউদ্দীন মস্‌জিদে যাইতেছেন, এমন সময় রজিয়া উৎপীড়িতদিগের বস্ত্র পরিধান করতঃ, রাজ-প্রাসাদের ছাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "এ ব্যক্তি আমার ভ্রাতার প্রাণ সংহার করিয়াছে, এবং আমাকেও হত্যা করিতে চায়।" তিনি ইহাও বলিলেন, "আমার পিতার শাসনকালে প্রজাগণ কেমন সুখী ছিল।" রজিয়ার বাক্যশ্রবণে নগরবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া, রোকনউদ্দীনকে

মসজেদ হইতে ধরিয়া আনিল; এবং রজিয়ার নিকট উপস্থিত করিল। তখন রজিয়া বলিলেন, হত্যাকারীকে হত্যা করা উচিত। এতচ্ছ্রবণে উন্মত্ত জনমণ্ডলী রোকনউদ্দীনকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিয়া, রজিয়াকে সিংহাসনে বসাইল। রোকনউদ্দীন কেবল ছয়মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। রোকনউদ্দীনের মৃত্যু ও রজিয়ার সিংহাসনারোহণ সম্বন্ধে ফেরেস্তা বলেন, রোকনের অত্যাচারে প্রজাগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। তখন বদাউন, লাহোর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তৃগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে, রোকনউদ্দীন তাহাদের দমনার্থ যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে রাজকর্ম্মচারী এবং ওমরাহগণ রজিয়াকে সিংহাসনে বসান। রোকনউদ্দীন এই সংবাদ পাইয়া দিল্লীতে আসিলে, রজিয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন; এবং সেই বন্দী অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষের মুসলমান সম্রাট্দিগের মধ্যে কেবল একমাত্র রজিয়াই স্ত্রীলোক ছিলেন। রজিয়া ভিন্ন অন্য কোন রমণী কখনও দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। রজিয়া অতি দক্ষ স্ত্রীলোক ছিলেন। স্ত্রীজনোচিত কমনীয়তার সহিত সাহস, গাম্ভীর্য্য, বিচার-শক্তি প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণগ্রামে ও যাবতীয় রাজগুণে তিনি অলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহার পিতার রাজত্বকালে তিনি প্রায়ই রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার ঈদৃশ শাসন-নৈপুণ্য ছিল যে, আল্তামস্ তাঁহার দক্ষতা ও শাসন-ক্ষমতা দর্শন করিয়া রাজধানী হইতে কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে গমনকালে, তাঁহার হস্তেই রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া যাইতেন। তিনি বলিতেন, "রজিয়া স্ত্রীলোক হইলেও, হৃদয় ও বিচারশক্তিতে কোন পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন নহেন; আমার এই কন্যা, আমার পুত্র দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"। সিংহাসনারোহণের পর রজিয়া পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সভামণ্ডপে বসিয়া প্রকাশ্যভাবে দরবার করিতেন; এবং পুরুষোচিত দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত বিচারকার্য্য এবং রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত সমুদায় গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার বিচারে ন্যায়পরায়ণতা, দক্ষতা ও সূক্ষ্ম দর্শিতা বিশেষ রূপে প্রকাশ পাইত। কিন্তু একমাত্র কারণে তাঁহার সমুদায় গুণরাশি

কলঙ্কে পরিণত হইল। বিষয়কর্ম্মে তাঁহার পুরুষোচিত বুদ্ধি ও অধ্যবসায় থাকিলেও, তাঁহার হৃদয় স্ত্রীস্বভাব সুলভ চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে নাই; স্বল্পকাল মধ্যেই একজন হাবসি ক্রীতদাস তাঁহার অসামান্য অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া উঠিল। আন্তরিক অনুরাগ বশতঃ তিনি ক্রমশঃ তাহার পদোন্নতি করিয়া, অবশেষে তাহাকে "আমির-উল-ওমরা" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। ইহাতে দরবারের মন্ত্রী ও ওমরাহগণ বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হন; এবং রজিয়া বিদ্রোহ দমনার্থ রাজধানী হইতে স্থানান্তরে গমন করিলে, সেই সুযোগে তাঁহার ভ্রাতা বাহরামকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। রজিয়ার শত্রুগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, তিনি স্ত্রী জাতির পরম পবিত্র ধর্ম্মে কখনও জলাঞ্জলি দেন নাই।

রজিয়া যুদ্ধে পরাস্ত হইলে, বিদ্রোহীরা তাঁহার প্রিয়পাত্র—হাবসী ক্রীতদাসকে হত্যা করিল; এবং রজিয়াকে বন্দী করিয়া বিতুন্দার শাসনকর্ত্তা মলিক আল্তুনিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিল। আল্তুনিয়া রজিয়ার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন; এবং সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক বাহরামের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই যুদ্ধে আল্তুনিয়া পরাজিত হইয়া রজিয়াসহ ধৃত ও নিহত হইলেন। কোন কোন ইতিহাস লেখক বলেন, যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর রজিয়া অশ্বারোহণে পলায়ন করেন। অবশেষে ক্ষুধায় নিতান্ত অধীর হইয়া, এক কৃষকের নিকট কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী প্রার্থনা করেন। কৃষক এক টুকরা রুটি দিলে, তিনি তাহা আহার করিয়া নিদ্রা যান; ঐ সময় তিনি পুরুষের পরিচ্ছদে ছিলেন। তিনি নিদ্রিত হইলে কৃষক ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে, তাঁহার গলায় এক বহুমূল্য মুক্তাহার রহিয়াছে। উহা দেখিয়া কৃষকের লোভ জন্মিল; সে তৎক্ষণাৎ রজিয়াকে হত্যা করিয়া, সমস্ত অলঙ্কারাদি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার মৃতদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া ফেলিল; এবং তাঁহার অশ্বটীকে অন্যত্র তাড়াইয়া দিল। কৃষক তৎপরে ঐ মুক্তাহার বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত হইলে, তাহার প্রতি লোকের সন্দেহ হইল; এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে কাজির নিকট লইয়া গেল। তথায় সে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিল। তৎপরে রজিয়ার মৃতদেহ আনয়ন

করতঃ যথা বিধানে স্নানাদি করাইয়া সম্মান সহকারে সমাহিত করা হইল; এবং তদুপরি এক সুন্দর সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইল। ঐ সমাধি-মন্দির দিল্লীর নিকটে যমুনা তীরে অবস্থিত।

রজিয়া তিন বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে বাহরাম দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন। তদনন্তর স্বীয় প্রধান মন্ত্রী কর্ত্তৃক প্রথমে বন্দী, এবং তৎপরে নিহত হন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। অবশেষে রোকনউদ্দীনের পুত্র আলাউদ্দীন মসউদ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি স্বীয় পিতৃব্য, আল্‌তামসের অন্যতম পুত্র নসিরউদ্দীন ও জালালউদ্দীনকে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ইঁহারা এতদিন স্বীয় ভ্রাতা বাহরাম কর্ত্তৃক বন্দিদশায় ছিলেন। মসউদ সিংহাসনে আরোহণ করিবার কিছুদিন পরেই ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ও সুরাপায়ী হইয়া উঠিলেন; সুতরাং রাজকার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ ঔদাস্য জন্মিল। তিনি ক্রমশঃ প্রজাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের ওমরাহ মণ্ডলী ইহাতে বিরক্ত হইয়া, নসিরউদ্দীনকে আহ্বান পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে বসাইলেন। মসউদ চারি বৎসর রাজত্বের পর বন্দী হইয়া, অবশিষ্ট জীবন কারাগারে অতিবাহিত করেন।

নসিরউদ্দীন মোহাম্মদ তাঁহার পিতার রাজত্বকালে নামে মাত্র বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; কারণ, তিনি তখন শিশু ছিলেন। আল্‌তামসের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার বিমাতা (ফিরোজের জননী) কর্ত্তৃক বন্দী হন; এবং মসউদ কর্ত্তৃক মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কারা-যন্ত্রণা ভোগ করেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী, জ্ঞানী এবং বিদ্বান্ ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজত্বকালে বিদ্যার উন্নতিকল্পে যত্নবান ছিলেন এবং বিদ্বান্ মণ্ডলীর সম্যক্ গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাদিগের রক্ষক এবং দরিদ্রদিগের বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার দাস ও জামাতা গেয়াসউদ্দীনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন; এবং তাঁহার সুপরামর্শে, ক্রমে রাজ্যের অশেষবিধ উন্নতিবিধান করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানদিগের সময় যে সকল প্রদেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল, তিনি সে সমুদয় পুনরধিকার করিলেন। তিনি দিল্লী হইতে

কালঞ্জর পর্য্যন্ত এবং মিত্তয়াত, রণস্তম্ভর, চিতোর আলওয়া এবং চন্দেরী স্ববশে আনিয়াছিলেন। নসিরউদ্দীন সরলতা এবং ভদ্রতার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার ভোগ-বিলাসের জন্য রাজকোষ হইতে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করেন নাই। তিনি সর্ব্বদা বিদ্যালোচনা ও ধর্ম্মালোচনায় নিরত থাকিতেন। তিনি পুস্তকের অনুলিপি করিয়া, তল্লব্ধ আয় দ্বারা নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার একমাত্র রাজ্ঞী ছিলেন; তাঁহাকে স্বহস্তে সমুদায় গৃহ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। একদা রন্ধনকালে তাঁহার অঙ্গুলি দগ্ধ হওয়ায়, তিনি একটী দাসীর জন্য স্বামীর নিকট প্রার্থনা করেন। সুলতান তদুত্তরে বলেন, "আমি রাজ্যের রক্ষক মাত্র, সুতরাং রাজস্ব অনর্থক ব্যয় করিতে পারি না। তুমি ধৈর্য্যের সহিত নিজের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে থাক, ঈশ্বর তোমাকে পুরস্কৃত করিবেন।" ইনি সামান্য বস্ত্র ভোজন ও সামান্য শয্যায় শয়ন করিতেন; এবং দীন-দরিদ্রের দুঃখ ও অভাব মোচনে সর্ব্বদাই তৎপর থাকিতেন। একদা কোন পুস্তকের অনুলিপি কালে একজন আমীর উহা দেখিয়া বলিলেন, "অমুক শব্দ ভুল হইয়াছে"। তাঁহার কথামত তিনি তৎক্ষণাৎ সেই শব্দটীর পরিবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু উক্ত আমীর চলিয়া যাওয়ার পর, তিনি সেই নূতন সংযোজিত শব্দটী কাটিয়া পুনরায় পূর্ব্ব শব্দটী বসাইয়া দিলেন। একব্যক্তি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "আমার লিখিত শব্দটী শুদ্ধ ছিল বলিয়া আমি বেশ জানিতাম, কিন্তু ভদ্রলোককে লজ্জিত ও অপ্রস্তুত করা অপেক্ষা উহা কাট কুট করাই ভাল মনে করিলাম।" নসিরউদ্দীন ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ১২৬৪ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করেন।

নসিরউদ্দীনের পর তাঁহার মন্ত্রী গেয়াসউদ্দীন বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বলবনের পিতা একজন অতি ক্ষমতাশালী সামন্ত ছিলেন; একদা তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক বলবনকে সঙ্গে লইয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে গমন করেন। এই যুদ্ধে মোগলেরা বলবনকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, এবং বোগদাদে তাঁহাকে দাসরূপে বিক্রয় করে। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে দিল্লীর অধিপতি আল্তামস্ বংশীয় জানিতে পারিয়া, দিল্লীতে উপস্থিত হন; এবং বলবনকে উপহার

প্রদান পূর্ব্বক, আল্তামসের নিকট হইতে যথেষ্ট পুরস্কার গ্রহণ করেন। * বলবন, সম্রাট্ আলতামস্ কর্তৃক ক্রীত হইয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন; এবং আলতামসের উত্তরাধিকারীদিগের রাজত্বকালে, উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করেন। অবশেষে সম্রাট্ নসির-উদ্দীন তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। অপুত্রক নসিরউদ্দীন পরলোক গমন করিলে বলবন বিনা-বাধায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে দিল্লীর

---

* কোন কোন ইতিহাস লেখক বলেন, বলবন দেখিতে খর্ব্বকায় ও কদাকার ছিলেন বলিয়া, আল্তামস্ প্রথমতঃ তাঁহাকে ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হন। তৎপরে বলবন স্বয়ং তাঁহাকে ক্রয় করিবার জন্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা করেন, আল্তামস্ ক্রয় করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহাকে ভিস্তির কার্য্যে নিযুক্ত করেন। জ্যোতিষীরা আল্তামসকে অনেক সময় বলিত যে, আপনার এক দাস, আপনার পুত্র হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া, স্বয়ং রাজ্যাধীশ্বর হইবে। তিনি জ্যোতিষী দিগের কথায় কর্ণপাত করিতেন না। রাজসভায় বারংবার এই কথার আলোচনা হওয়াতে, রাজ্ঞী ইহা শুনিতে পাইলেন; এবং তিনিও সুলতানকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে বলিলেন। তৎপরে আল্তামস্ জ্যোতিষীদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি সেই ভৃত্যকে চিনিতে পারিবে?" তাহারা বলিল, "হঁা পারিব।" তদনুসারে আল্তামস্ দাসদিগকে সমবেত হইতে আদেশ করিলেন। সুলতানের আজ্ঞানুসারে দাসগণ আসিয়া জ্যোতিষীদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যখন বেলা একটা বাজিল, তখন ভিস্তি-ব্যবসায়ী দাসেরা ক্ষুধাতুর হইয়া, কিছু খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য বল-বনকে বাজারে পাঠাইল। বলবনকে সকলে ঘৃণা করিত বলিয়া, সকলেই তাহার দ্বারা কাজ কর্ম্ম করাইয়া লইত। ভিস্তিরা যে খাদ্য দ্রব্য আনিতে বলিয়াছিল, তাহা না পাওয়াতে বলবন নগরের ভিন্ন ভিন্ন বাজারে তাহা খুঁজিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইল। এদিকে ভিস্তিদের জ্যোতিষিসমীপে উপস্থিত হওয়ার সময় হওয়াতে, তাহারা বলবনের মশক ইত্যাদি আর একজনকে দিয়া, ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া সম্রাটের সমীপে উপস্থিত হইল। ঐ সময় বলবনের নাম ধরিয়া ডাকাতে, তাহার স্থলবর্ত্তী ব্যক্তি উপস্থিত হইল। তৎপরে ভিস্তিরূপী দাসদিগকেও এক এক করিয়া দেখা হইল, কিন্তু জ্যোতিষিগণ যাহাকে খুঁজিতে ছিল, তাহাকে পাইল না। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে বলবন বাজার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং পূর্ব্বোক্ত ঘটনা পরম্পরায় আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহার গুণরাশি ক্রমশঃ প্রকাশ পাওয়াতে, দিন দিন তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি আলতামসের কন্যাকে পর্য্যন্ত বিবাহ করিলেন।

সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তাঁহার রাজত্বকাল কেবল মোগলদিগের আক্রমণ নিবারণেই পর্য্যবসিত হয়। তিনি মোগলদিগকে বারংবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাহাদের সহস্র সহস্র লোকের প্রাণবধ করেন।

দিল্লীর ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী পার্ব্বতীয় অরণ্য প্রদেশে অনেক মেওয়াতি বাস করিত; লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করাই তাহাদের ব্যবসায় ছিল। কোন কোন রাজার রাজত্বকালে তাহারা দিল্লীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া লুঠ পাট করিত। সম্রাট্ বলবন তাহাদের বিরুদ্ধে একদল প্রবল সৈন্য প্রেরণ করিয়া, তাহাদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিলেন। কথিত আছে যে, এইরূপে এক লক্ষ মেওয়াতি নিহত হইয়াছিল। তৎপরে জঙ্গল কাটিয়া ঐ প্রদেশ পরিষ্কৃত করা হয়; ইহা দ্বারা দস্যুদিগের আশ্রয় স্থান নষ্ট হইয়া যায়। আমরহা, বদাউন প্রভৃতি স্থানেও ঐ শ্রেণীর দস্যুদলের নিপাত সাধন করেন।

বলবনের শাসনকালে, বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তঘরল খাঁ বিদ্রোহী হইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বলবন তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিবার জন্য পত্র লিখিলেন; কিন্তু সেই হতভাগ্য শাসনকর্ত্তা গৌরবমদে মত্ত হইয়া তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা বলবন সসৈন্যে বঙ্গদেশে আসিলেন; তাঁহার আগমনে তঘরল রাজধানী লক্ষ্মণাবতী পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাজ নগরের দিকে পলায়ন করিলেন। বলবন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। একদা সম্রাটের একজন সৈনিক পুরুষ ৪০ জন অশ্বারোহী সহকারে শত্রু পক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইয়াছিলেন; তিনি তঘরলের অনুসন্ধান পাইয়া হঠাৎ তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইলেন; এবং সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তঘরলের সৈন্য সংখ্যা অনেক ছিল; কিন্তু তিনি মনে করিলেন, সম্রাটের সমগ্র সৈন্যদল একত্রে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি দ্রুতবেগে পলায়ন পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সৈনিক পুরুষ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া, তীর দ্বারা সেই নদী গর্ভে তাঁহাকে নিহত করিলেন, এবং তাঁহার মস্তক কাটিয়া আনিয়া বলবনের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তৎপরে বলবন স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া, তঘরলের পরিবারবর্গকে নিহত করিলেন।

শিশু ও স্ত্রীলোকেরাও তাঁহার নিষ্ঠুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল না। এই ঘটনার পর তিনি লক্ষ্মণাবতীতে পঁহুছিয়া, বাজারের দুই পার্শ্বে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত ফাঁসী কাষ্ঠ উত্তোলন করিলেন; এবং তঘরলের পরিবারস্থ অবশিষ্ট লোক, সৈন্য, ভৃত্য ও কর্ম্মচারীদিগকে ফাঁসী দিলেন। এক প্রাণীও তাঁহার কঠোর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না।

বঙ্গদেশের বিদ্রোহানল এইরূপে নির্ব্বাপিত করিয়া, তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বগরা খাঁকে নসিরউদ্দীন উপাধি দিয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন পুর্ব্বক রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ নানা সদগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। বলবন তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; তিনি তাঁহাকে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি আমীরখস্‌রো, মোহাম্মদের দরবারের অলঙ্কার স্বরূপ ছিলেন। মোহাম্মদ দুইবার সিরাজের মহাকবি সেখ সাদিকে নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু কবি বার্দ্ধক্য বশতঃ আসিতে পারেন নাই। ১২৮৫ খৃঃ অব্দে মোহাম্মদ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। মোগলেরা মহাকবি আমীরখস্‌রোকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে তিনি মুক্তি লাভ করেন। সম্রাট বলবন প্রাণোপম পুত্রের অকাল মৃত্যুতে নিদারুণ শোকে অবসন্ন হইলেন এবং স্বীয় মৃত্যুকাল আসন্ন মনে করিলেন। অনন্তর তিনি দিল্লীর সিংহাসন প্রদান জন্য স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র বগরা খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বগরা খাঁ বিলাস ব্যসনে নিমগ্ন হইয়া, বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি সম্রাট্ হওয়া অপেক্ষা লক্ষ্মণাবতীতে আমোদ-প্রমোদে জীবনাতিবাহিত করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন। সুতরাং যদিও পিতার আদেশে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন, তথাপি অত্যল্পকাল মাত্র তথায় অবস্থিতি করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলবন অগত্যা মোহাম্মদের পুত্র কায় কায়খুসরওকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া, ১২৮৬ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গমন করিলেন।

বলবন ন্যায়পরায়ণ এবং সুশাসক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার অলোক-সামান্য প্রতিভা ও অসাধারণ বুদ্ধি শক্তি ছিল। তিনি সদ্বংশজাত

এবং যোগ্যব্যক্তি ভিন্ন কাহাকেও রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন না। নীচ-শ্রেণীর লোকেরা অর্থশালী হইলেও, তাঁহার দরবারে প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। কথিত আছে, এক ব্যক্তি ব্যবসায় ও সুদ গ্রহণ দ্বারা অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল; সুলতান তাহার সহিত একবার মাত্র কথা কহিলে, সে তাঁহাকে কয়েক লক্ষ টাকা নজর দিতে প্রস্তুত ছিল। ইহা শুনিয়া বলবন বলিলেন, "যে রাজা এই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহে, প্রজাগণ তাহাকে কোন্ চক্ষে দেখিবে?" বলবন উপযুক্ত লোকদিগকে যেমন পুরস্কৃত করিতেন, দোষীদিগকে তেমনই কঠোর শাস্তি দিতেন। পূর্ব্বতন সুলতানদিগের সময়ে, বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, কেবল তাহার দলপতিদিগকেই শাস্তি দেওয়া হইত; কিন্তু বলবনের ইহাতে তৃপ্তি হইত না; তিনি বিদ্রোহীদিগের আত্মীয় স্বজন, অনুচর, অনুগত সেনা ও সেনানী সকলকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। তদ্ব্যতীত পরাজিত ও বন্দীকৃত শত্রুদিগকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিতেন। বলবন যৌবনকালে অত্যন্ত মদ্যাসক্ত ছিলেন; কিন্তু রাজা হইয়া মদ্যপান পরিত্যাগ করেন, এবং রাজ্য হইতে মদ্য প্রস্তুত ও উহার ব্যবহার একেবারে উঠাইয়া দেন। যাহারা এ আদেশ লঙ্ঘন করিত, তিনি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিতেন। মদ্যপানের ন্যায় জুয়াখেলার প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল; তিনি জুয়াড়ীদিগকে দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

সুলতান বলবন অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তুর্কীস্থান, খোরাসান, ইরাণ ও ইরাক প্রভৃতি স্থানের পঞ্চদশাধিক সংখ্যক নৃপতি, দুর্দ্দান্ত মোগল দলপতি জেঙ্গিজ খাঁ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের দ্বারা রাজ্যচ্যুত ও তাড়িত হইয়া, তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেন। তিনি বৃহৎ বৃহৎ রাজকীয় অট্টালিকাসমূহে এই সকল আশ্রিত নরপতিদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল রাজগণের সঙ্গে এসিয়ার তদানীন্তন খ্যাতনামা পণ্ডিতগণও আসিয়া বলবনের দরবার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আর কোনও নরপতির সময় দিল্লীতে এরূপ বিদ্বন্মণ্ডলীর সমাগম হয় নাই।

কায়কোবাদ অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি

নম্রস্বভাব বিদ্যানুরাগী ও শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু দিল্লীর বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলে তাঁহার গুণরাশি বিকৃত হইল;—তাঁহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিল। তরুণবয়স্ক অধিপতি উদ্দাম চিত্তবৃত্তি দমন করিতে পারিলেন না। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বৃথা আমোদ-প্রমোদ ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকেই জীবনের সারব্রত মনে করিলেন। রাজকার্য্যের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য হইল; রাজকর্ম্মচারীরাও প্রভুর অনুকরণ করিতে লাগিল। রাজধানীতে ও রাজ্যের সর্ব্বত্র আমোদের স্রোত প্রবাহিত হইল। দরবারে বেশ্যা, নর্ত্তকী, ভাঁড়, নট ও দুষ্ক্রিয়াশীল লম্পটদিগের, অক্ষুন্ন আধিপত্য স্থাপিত হইল। এই সকল ঘটনা ও কার্য্য-পরম্পরায় রাজ্যের সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতেছে শুনিতে পাইয়া, তাঁহার পিতা বঘরা খাঁ পত্রদ্বারা তাঁহাকে অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না। কায়কোবাদ ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পুত্রের ঈদৃশ অধঃপতনের সংবাদ শুনিয়া বঘরা খাঁ সসৈন্যে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কায়কোবাদও এই সংবাদ পাইয়া, পিতার সহিত যুদ্ধ করণার্থ সসৈন্যে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং বিহারে আসিয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই স্থানে পিতাপুত্রের মিলনের প্রস্তাব হইল। বঘরা খাঁ পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; কিন্তু কায়কোবাদের মন্ত্রী নিজামউদ্দীন প্রভুকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতে লাগিল। যখন দুরাচার দেখিল যে, তাহার বাধায় ফল হইবে না, তখন সে অর্ব্বাচীন কায়কোবাদকে বুঝাইল যে, তাঁহার পিতা তাঁহার অধীন একজন শাসনকর্ত্তা মাত্র; সুতরাং অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় তাঁহাকেও দরবারে সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে। নিজাম মনে করিয়াছিল, বঘরা খাঁ কদাচ এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না; কিন্তু সরলহৃদয় বঙ্গেশ্বর আত্মাভিমান বিসর্জ্জন করিয়া, ঈদৃশ অন্যায়, অসঙ্গত ও ঘৃণিত প্রস্তাবেও সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সাক্ষাতের দিন নিরূপিত হইলে, কায়কোবাদ দরবার করিয়া সম্রাটের বেশে সিংহাসনে বসিলেন; বঘরা খাঁ প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহাকে বলা হইল যে, তিন স্থানে তাঁহাকে কুর্ণিস করিতে হইবে। ঐ সময় চোপদার

আসিতেছেন।" ঈদৃশ অপমানসূচক বাক্য শ্রবণে বঘরা খাঁ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কায়কোবাদ পিতার ঈদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া, আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া, পিতাকে আলিঙ্গন পুর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া সম্পূর্ণরূপে রাজসম্মান প্রদর্শন করিলেন। পিতাপুত্র কয়েকদিন পর্য্যন্ত একত্র রহিলেন; তৎপরে বঘরা খাঁ পুত্রকে নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া, বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। কায়কোবাদ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতার উপদেশানুসারে কিছুদিন আমোদ-প্রমোদ হইতে বিরত ছিলেন, কিন্তু দুষ্ট মন্ত্রীর কুমন্ত্রণায় আবার পুর্ব্ববৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। নিজাম উদ্দীন ক্রমশঃ তাঁহাকে অসৎ পথে লইয়া চলিল। অবৈধ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল। তখন তিনি নিজামউদ্দীনকেই সর্ব্বনাশের নিদান মনে করিয়া, তাহাকে অন্তত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন; এবং সামানার শাসনকর্ত্তা বৃদ্ধ জালালউদ্দীন খিলজিকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর কায়কোবাদ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়াতে, মন্ত্রিগণ তাঁহার তিনবৎসর বয়স্ক শিশুকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজকীয় সমুদায় ক্ষমতা হস্তগত করিলেন। কিছুদিন পরে শিশু সম্রাটকে বন্দী এবং কায়কোবাদকে হত্যা করিয়া, জালালউদ্দীন খিলজি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন; এবং অবশেষে সেই শিশুকেও হত্যা করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক হইলেন। কায়কোবাদ তিন বৎসর তিন মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১২০৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১২৮৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ৮৩ বৎসরকাল রাজত্বের পর দাসবংশ বিলুপ্ত হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

খিলজিবংশীয় সুলতানগণ।

খিলজিবংশের পূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া যায় না। সবুক্তগিন এবং সুলতান মাহ্‌মুদের রাজত্বের ইতিহাসে তাঁহাদের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কায়কোবাদকে হত্যা করিয়া জালালউদ্দীন ফিরোজ খিলজি সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রভুহত্যারূপ নিষ্ঠুরাচরণ দ্বারা রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সম্রাট হওয়ার পরে কখনও নিষ্ঠুরতা দেখান নাই। তিনি স্বীয় রাজত্ব কালে কখনও কোন বিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই; বরং দয়া ও পর-হিতৈষণার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দিল্লীর ওমরাহগণ ৮০ বৎসর তুর্কীদিগের অধীন থাকাতে খিলজিদিগকে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, এবং তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া জানিতেন। কিন্তু তাঁহারাও জালাল উদ্দীনের সুশাসনে এরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন যে, খিলজিদিগের প্রতি তাঁহাদের পূর্ব্বতন বিদ্বেষভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াগিয়াছিল। অধীনস্থ লোকেরা কোন দোষ করিলেও তিনি তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান করিতেন না। তিনি দিল্লীর মহামান্য সম্রাটপদে অভিষিক্ত হইয়াও বিলাসী বা গর্ব্বিত হন নাই। পূর্ব্বে মিত্রবর্গের সহিত যে ভাবে মিশিতেন, রাজা হইবার পরেও সেই ভাবে মিশিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার এরূপ সরল ব্যবহার এবং উদারতা দর্শনে কতিপয় ওমরাহ উৎসাহিত হইয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন। জালালউদ্দীন ইহা জানিতে পারিয়াও তাহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। প্রকৃত দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইত; এমনকি, আর চুরি করিব না এইরূপ শপথ করাইয়া চোরদিগকেও ছাড়িয়া দিতেন। খিলজিরা তাঁহার এরূপ সদাশয়তা

ও ক্ষমাশীলতা দেখিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, আমার ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছে, এ বয়সে রক্তপাত করিতে আমার স্পৃহা নাই; এ বয়সে কোন ক্রমেই নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইব না। একদা তিনি রণস্তম্ভোর দুর্গ আক্রমণ করেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, অসংখ্য লোকের প্রাণ বিনাশ ভিন্ন দুর্গ জয়ের সম্ভাবনা নাই, তখন দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ বিষয়ে ঈদৃশ অস্থির চিত্ত বিশেষ নিন্দনীয়। তিনি উত্তর করিলেন, "আমার পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এক্ষণে আমি বিধবা এবং পিতৃহীন বালক বালিকাদিগের অভিসম্পাত নিজের মস্তকে লইতে ইচ্ছুক নহি।"

জালালউদ্দীন দয়ালু এবং সরলহৃদয় হইলেও, সাহসী এবং সমরকুশল নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোগলেরা জেঙ্গিজ খাঁর পৌত্রের অধিনায়কতায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল; জালালউদ্দীন তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অধিকসংখ্যক নিহত এবং এক সহস্র মোগলকে বন্দী করেন; কিন্তু শেষে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক, নিরাপদে স্বদেশ গমনের অনুমতি দেন। এই সময় বহুসংখ্যক মোগল, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।* মান্দুর হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধেও বৃদ্ধ সম্রাট্ সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

জালাল উদ্দীনের রাজত্বকালে এক অদ্ভুত ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। সিদ্দিমওলা নামক একজন ধার্ম্মিক ফকির জুরজান, পারস্য প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ এবং অনেক ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ লোকের সংসর্গ লাভ করিয়া, তাপসপ্রবর মহাত্মা সেখ ফরিদউদ্দীন সেখরগঞ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করণার্থ ভারতবর্ষে আগমন করেন। উক্ত সেখ মহোদয়ের সংসর্গে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া বলবনের রাজত্বকালে দিল্লীতে উপস্থিত হন। তিনি যখন সেখ ফরিদউদ্দীনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন, "দরবারের বড়লোকদিগের সঙ্গে কখনও সৌহার্দ্দ স্থাপন করিওনা; তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে নিশ্চয়

* সম্ভবতঃ মোগলেরা তখন পর্য্যন্তও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল।

তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।” যাহা হউক সিদ্দিমওলা দিল্লীতে আসিয়া এক বিদ্যালয় এবং সকলজাতীয় দরিদ্র, ভ্রমণকারী ও ফকিরদিগের জন্য এক অতিথিশালা স্থাপন করেন। তাঁহার দ্বার হইতে কেহ রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইত না। সিদ্দিমওলা একজন ধার্ম্মিক মুসলমান হইলেও, কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মতবৈষম্য লক্ষিত হইত; তিনি মস্‌জিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের উপাসনায় যোগদানে বিরত থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী পরিবার কিংবা দাস ছিলনা, তিনি সামান্য খাদ্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। নিজের সম্বন্ধে এরূপ করিলেও, তিনি দান কার্য্যাদিতে এরূপ বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেন যে, লোকে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইত। তিনি কাহারও নিকট হইতে কখন কোনও উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন না; এরূপ বিপুল অর্থব্যয় করায় লোকে মনে করিত, তিনি রসায়ন বিদ্যা জানেন। সম্রাট বলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার ব্যয় আরও অধিক হইয়া পড়ে। কথিত আছে যে, তিনি প্রত্যেক দিন ১০০০ মণ আটা, ৫০০ মণ মাংস, ২০০ মণ চিনি এবং তদ্ব্যতীত প্রভুত পরিমাণ চাউল ডাউল, ঘৃত, তৈল ইত্যাদি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। তাঁহার গৃহে সর্ব্বদাই বহুলোকের সমাগম হইত; সম্রাটের পুত্রগণ এবং রাজপরিবারের অন্যান্য লোক অনুচরবর্গ সহ তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন; এবং বিজ্ঞানসম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই সময় কাজি জালালউদ্দীন নামক এক ব্যক্তি সিদ্দিমওলার অত্যন্ত অনুগত হইয়া উঠে; এবং সে ক্রমশঃ সিদ্দিমওলাকে যশোলিপ্সু ও গৌরবাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলে। সে সর্ব্বদা বলিত, খিলজিদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে এবং হিন্দুস্থানে, ন্যায় ও ধর্ম্মমূলক শাসন স্থাপিত করিবার জন্য ঈশ্বর আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। সিদ্দিমওলা, ধূর্ত্ত জালালউদ্দীনের কথায় প্রতারিত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া শিষ্যদিগকে উপাধি বিতরণ ও নানা কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। সিদ্দিমওলার মনে ক্রমশঃ রাজ্যলিপ্সা প্রবেশ করিল। অতঃপর আপনার সিংহাসনারোহণ করিবার পথ নিষ্কণ্টক করিবার মানসে দুইজন অনুচরকে সুলতানের হত্যা সাধনে নিযুক্ত করিলেন। স্থির হইল, শুক্রবার সুলতান যখন উপাসনার্থ

মসজেদে গমন করেন, সেই সময় তাঁহার হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইবে। এতদ্ব্যতীত বলপূর্ব্বক সিংহাসনাধিকার করিবার জন্য তিনি দশ সহস্র অনুচরও প্রস্তত রাখিলেন। ঐ সকল অনুচর বর্গের মধ্যে এক ব্যক্তিকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পূর্ব্বোক্ত ষড়যন্ত্রের বিষয় সম্রাটের নিকট ব্যক্ত করিয়া দিলে সিদ্দিমওলা ও তাঁহার অনুচরগণ ধৃত হইল। তাহারা জেদ করিয়া বলিতে লাগিল যে তাহারা নির্দ্দোষী; তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী না পাওয়াতে, দোষ ভালরূপ প্রমাণ হইল না; সুতরাং তাহাদিগকে অগ্নি-পরীক্ষাধীন করা সিদ্ধান্ত হইল। এতদর্থে বুরহাণপুরে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইল। কিন্তু ঈদৃশ অগ্নিপরীক্ষা মুসলমান ধর্ম্মবিধির বিরুদ্ধ বলিয়া অবশেষে ইহা পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর দুইজন ষড়যন্ত্রকারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, এবং সিদ্দিমওলাকে একজন অনুচর সহ বন্দী করিবার আদেশ প্রচারিত হয়; অবশিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল। যখন শান্তিরক্ষকগণ সিদ্ধিমওলাকে বিচারগৃহ হইতে কারাগারে লইয়া যাইতেছিল, তখন সুলতান তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কয়েকজন কলন্দর (ফকির) কে বলিলেন, "এই ব্যক্তিই আমাদের সর্ব্বনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিল, ইহার দোষের বিচার তোমরাই কর।" সুলতানের উক্তি শ্রবণমাত্র একজন কলন্দর দৌড়িয়া গিয়া সিদ্ধিমওলাকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। সিদ্ধিমওলা ইহাতে বাধা না দিয়া অবিকম্পিত স্বরে তাহাকে এই বলিয়া মিনতি করিতে লাগিল যে, "যত শীঘ্র হয়, আমাকে ঈশ্বরের নিকট পাঠাইয়া দাও।" তৎপরে সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমাকে শীঘ্র মারিয়া ফেলিতে মনস্থ করিয়াছ বলিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি; কিন্তু ধার্ম্মিক ও নির্দ্দোষী লোককে শাস্তি প্রদান করা মহাপাপ। নিশ্চিত জানিও যে, আমার অভিশাপ তোমার এবং তোমার বংশের উপর পড়িবে।" সুলতান তাহার তেজঃপূর্ণ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষন্ন বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডলে এক গভীর চিন্তার ভাব প্রকটিত হইল। কিন্তু তাঁহার এক পুত্র সিদ্ধিমওলার একান্ত বিদ্বেষী ছিলেন; তিনি সুলতানের ঈদৃশ অবস্থা দেখিতে পাইয়া, এক হস্তীর

মাহুতকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলেন। মাহুত রাজকুমারের ইঙ্গিত-ক্রমে সিদ্দিমওলাকে তৎক্ষণাৎ হস্তীর পদতলে দলিত করিয়া হত্যা করিল। কথিত আছে, সেই মুহূর্ত্তেই চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া প্রচণ্ডবেগে বায়ু সমুত্থিত হইল এবং দিবাভাগকে অর্দ্ধঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত রাত্রির ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন করিল। সেই বৎসরেই (১২৯১ খৃঃ অব্দে) ভারতবর্ষে মহা দুর্ভিক্ষ হয়; উহাতে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

আলাউদ্দীন ও আলমাসবেগ নামক দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে, সম্রাট্ জালাল-উদ্দীন অত্যন্ত ভালবাসিতেন। স্বীয় দুই কন্যার সহিত ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের বিবাহ দিয়া তাঁহাদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আলাউদ্দীন করা প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাটের অনুমতি লইয়া তিনি ভিলসা আক্রমণ ও বশীভূত করেন; এবং তথা হইতে বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য আনিয়া সম্রাট্সমীপে প্রেরণ করেন। ইহাতে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া, অযোধ্যা প্রদেশও তাঁহার শাসনাধীন করিয়া দেন। তৎপরে আলাউদ্দীন চন্দেরী রাজ্যের ঐশ্বর্য্যের বিষয় সম্রাটকে লিখিয়া ঐ রাজ্য আক্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাটের মহিষী তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, আলাউদ্দীন অত্যন্ত গৌরবাকাঙ্ক্ষী, সে স্বাধীন হইবার চেষ্টায় আছে। আলাউদ্দীনের চরিত্র পিতৃব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, তথাপি তিনি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। সুতরাং রাজ্ঞী এবং মন্ত্রীদিগের অনেকে তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্রের স্নেহ তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি আলাউদ্দীনকে চন্দেরী আক্রমণের অনুমতি প্রদান করিলেন। আলাউদ্দীন পিতৃব্যের আদেশানুসারে চন্দেরীতে না গিয়া, আট সহস্র পরাক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্যসহ তদানীন্তন মহারাষ্ট্রপতি রামদেবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন; এবং তাঁহার রাজধানী দেবগিরি হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। রাজা অত্যন্ত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইলেন। আলাউদ্দীন প্রকাশ করিয়াছিলেন যে,তাঁহার সঙ্গে রাজকীয় সৈন্যের পুরোভাগ মাত্র আসিয়াছে; মূল সৈন্য পশ্চাৎ আসিতেছে। এই সংবাদে রামদেব মনে করিলেন, আলাউদ্দীন সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন; সুতরাং

যে প্রকারে হউক, সন্ধিস্থাপন করাই শ্রেয়ঃ। কথিত আছে যে, তিনি ৬০০ মণ স্বর্ণ ২ মণ হীরক ও অন্যান্য মণি-মাণিক্য, ১০০০ মণ রৌপ্য এবং আরও অনেক বহুমূল্য সামগ্রী সহ ইলিচপুর প্রদেশের কর্তৃত্ব প্রদান পূর্ব্বক, আলাউদ্দীনের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। আলাউদ্দীন বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি লইয়া দেবগিরি হইতে বিজয়োল্লাসে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; এবং সম্রাটের নিকট বিনীত ভাবে লিখিলেন যে, দেবগিরি হইতে আপনার জন্য রাশীকৃত মণি-মুক্তা আনয়ন করিয়াছি; কিন্তু আপনার অনুমতি না লইয়া দেবগিরি আক্রমণ করায়, এবং দরবারে আমার অনেক শত্রু থাকায় আমার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং আপনি এ দাসের নিকট আগমন করিলে, আমার আশঙ্কা দূর হয়, এবং আমি নিতান্ত অনুগৃহীত হই। সম্রাটের মন্ত্রিগণ তাঁহাকে আলাউদ্দীনের দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুরভিসন্ধি হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত সতর্ক করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। তিনি আলাউদ্দীনের তোষামোদপূর্ণ ও ক্ষমা-প্রার্থনাসূচক পত্র পাইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্রহণ জন্য মলিকপুরে * আসিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর জালালুদ্দীন সসৈন্যে করায় উপস্থিত হইয়া যখন কতিপয় সশস্ত্র অনুচরসহ আলাউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন আলাউদ্দীনের ভ্রাতা আলমাসবেগ বলিলেন, আপনি দলবল লইয়া গেলে আলাউদ্দীন ভীত হইবেন; সুতরাং আপনার একাকী যাওয়াই শ্রেয়ঃ। সরলহৃদয় বৃদ্ধ সম্রাট ইহাতে কোনরূপ সংশয় না করিয়া একাকীই ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। আলাউদ্দীন পিতৃব্যকে দেখিবামাত্র তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; সম্রাট তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তুলিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন, এমন সময় আলাউদ্দীনের সঙ্কেত অনুসারে ঘাতকগণ তাঁহাকে নৃশংসরূপে নিহত করিল। পরে তাঁহার ছিন্ন মস্তক বর্শাগ্রে বিদ্ধ করিয়া মলিকপুর নগরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করাইল। জালালউদ্দীন আট বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

---

* করা প্রদেশের তদানীন্তন রাজধানী; আলাউদ্দীন এই নগরে অবস্থিতি করিতেন।

আলাউদ্দীন খিলজি।

জালালউদ্দীনের হত্যাকাণ্ডের পর আলাউদ্দীন মুক্তহস্তে উপহার বিতরণ করিয়া, সৈন্যদিগকে বশীভূত করিয়া দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দিল্লীতে পঁহুছিলে তত্রত্য দুর্গের সৈন্যগণ দুর্গ দ্বার খুলিয়া দিতে সম্মত হইল না। আলাউদ্দীন তোপের ভিতর স্বর্ণমুদ্রা পূরিয়া দুর্গাভিমুখে ছুড়িতে লাগিলেন; ইহাতে সৈন্যেরা বাধা দিতে ক্ষান্ত হইল। তদ্দর্শনে জালাল-উদ্দীনের মহিষী ও কনিষ্ঠ পুত্র দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া মৃত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুলতানের শাসনকর্ত্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর আলাউদ্দীন ১২৯৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া মহা আড়ম্বর সহকারে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি আমোদ ও উৎসব দ্বারা সাধারণ লোকের প্রিয়পাত্র হইলেন, আর উপাধি বিতরণ ও উপহার প্রদান পূর্ব্বক বড়লোকদিগকে হস্তগত করিলেন। অতঃপর মুলতান আক্রমণ করিবার জন্য স্বীয় ভ্রাতার সহিত চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দুই মাস অবরোধের পর মুলতানের সৈন্য ও অধিবাসিগণ, আক্রমণকারীর হস্তে নগর সমর্পণ করিল। আলাউদ্দীন পিতৃব্য-পুত্রদ্বয়ের প্রাণরক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করায় নগরবাসিগণ তাহাদিগকেও তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। কিন্তু দিল্লীতে পঁহুছিয়াই তিনি তাঁহাদের চক্ষুরুৎপাটন পূর্ব্বক কিছু দিন কারাগারে রাখিয়া হত্যা সাধন করেন। পরে স্বীয় শ্বশ্রূ ও মৃত সম্রাটের অন্যান্য মহিষীদিগকে কারারুদ্ধ করেন।

আলাউদ্দীনের সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় বৎসরে মোগলদিগের অধি-নায়ক আমীর দাউদ, একলক্ষ মোগল সৈন্যসহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া দেশ আক্রমণ ও উৎসন্ন করিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলেই আলাউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভীষণ যুদ্ধে মোগলদিগের সম্পূর্ণরূপ পরাজয় হইল। দ্বাদশ সহস্র মোগল যুদ্ধে নিহত এবং বহুসংখ্যক মোগল বন্দী হইয়া স্ত্রীপুত্রসহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। মোগল-দিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করাতে, দেশ মধ্যে আলাউদ্দীনের খ্যাতি প্রতি-পত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, এবং বৈদেশিক শত্রুদিগের হৃদয়ে বিষম ত্রাস উপস্থিত

হইল। তৎপরে আলাউদ্দীনের ভ্রাতা এবং মন্ত্রী গুজরাট আক্রমণ ও উহার রাজধানী অধিকার করিলেন। রাজা পলায়ন করিয়া দেবগিরিতে আশ্রয় লইলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশি মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। বন্দিনীদিগের মধ্যে গুজরাটের রাণী কমলাদেবী, অনুপম সৌন্দর্য্য ও বিবিধ সদ্‌গুণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে বিবাহ করিয়া, স্বীয় রাজ্ঞীশ্রেণীভুক্ত করিলেন। তৎপরে সৈন্যগণ কাম্বে আক্রমণ করিয়া অনেক সামগ্রীসম্ভার হস্তগত করিল; এবং অন্যান্য বন্দীদিগের সহিত কোন বণিকের কাফুর নামক এক দাসকেও বন্দী করিয়া সম্রাটের নিকট পাঠাইল। কাফুর অত্যন্ত সুশ্রী, বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিল। আলাউদ্দীন তাহার সৌন্দর্য্যে ও গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া ক্রমশঃ তাহার পদবৃদ্ধি করিয়া দিলেন, অবশেষে মলিক কাফুর উপাধি দিয়া, তাহাকে ওমরাহ শ্রেণী ভুক্ত করিলেন।

অতঃপর মোগলদলপতি দাউদের পুত্র দুইলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য সহকারে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন এবং লুণ্ঠন ও অত্যাচার করিতে করিতে দিল্লীর অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাটও তিন লক্ষ অশ্বারোহী এবং ২৭০০ হস্তী লইয়া, মোগলদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য দিল্লী হইতে বহির্গত হইলেন। মুসলমানদিগের অধিকার কালে এরূপ বিপুল বাহিনী ভারতবর্ষে আর কখনও সম্মিলিত হয় নাই। মোগলেরা আপনাদিগকে যুদ্ধে অসমর্থ জানিয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতে হইতে ভারতবর্ষের সীমা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ঈদৃশ জয়লাভে মত্ত হইয়া আলাউদ্দীন নানাপ্রকার অস্বাভাবিক কল্পনায় তৎপর হইলেন। প্রথমতঃ তিনি এক নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়া আপনাকে পয়গম্বর বলিয়া প্রচার করিতে অভিলাষ করিলেন। আবার ভারতবর্ষে একজন প্রতিনিধি রাখিয়া আলেক-জ্যাণ্ডারের ন্যায় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতে ইচ্ছুক হইলেন; এবং তদনুসারে "দ্বিতীয় আলেকজ্যাণ্ডার" উপাধি গ্রহণ করিলেন। দরবারে তোষামোদকারী অমাত্য ও মোসাহেবগণ, তোষামোদ পূর্ণ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে অধিকতর উৎ-সাহিত করিতে লাগিল। কিন্তু অবশেষে একজন সাহসী জ্ঞানী পুরুষের সদুপদেশ লাভ করিয়া, তিনি এই সকল অদ্ভুত সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

‘আলাউদ্দীন ১২৯৯ খৃঃ অব্দে রণস্তম্ভর আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক দিন শিকারে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহাকে একাকী দেখিয়া তাঁহার ভাগিনেয় রোকন খাঁ মনে করিল আলাউদ্দীন যেরূপে স্বীয় পিতৃব্য জালালউদ্দীনকে হত্যা করিয়া রাজা হইয়াছেন, আমিও সেই প্রকারে আলাউদ্দীনকে হত্যা করিয়া অবাধে রাজা হইতে পারি। রোকন খাঁ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কয়েকজন অনুচরের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিল , এবং আলাউদ্দীনের নিকট উপস্থিত হইয়া, হঠাৎ তাঁহার প্রতি কয়েকটী তীর নিক্ষেপ করিল। উহার দুইটী তীরে আলাউদ্দীনের শরীর বিদ্ধ হওয়াতে, তিনি অজ্ঞান হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে রোকন খাঁ তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে ধাবিত হইলে আলাউদ্দীনের অনুচরেরা বলিল যে, সুলতান প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার মস্তক ছেদন করা অনাবশ্যক। ইহা শুনিয়া রোকনউদ্দীন দ্রুতপদে রাজকীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া, সিংহাসনে আরোহণ করিল। এদিকে সম্রাটের চেতনা হইলে, তিনি ক্ষত স্থান বন্ধন করিয়া, কোনও প্রকারে শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, সৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন করিল। রোকনউদ্দীন পলায়ন করিতে চেষ্টা পাইল বটে, কিন্তু ধৃত হইয়া অন্যান্য ষড়্‌যন্ত্রকারীদিগের সহিত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তাঁহার নিরপরাধ কনিষ্ঠ ভ্রাতাও নিহত হইল। রোকনের ছিন্ন মস্তক বহুদিন পর্য্যন্ত নানা স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

সম্রাট কিয়ৎ পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়া, রণস্তম্ভরে গমনপূর্ব্বক, তথাকার দুর্গ বেষ্টন করিলেন ; ঐ দুর্গ তৎকালে দুর্ভেদ্য ও অজেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এক বৎসর অবরোধের পর দুর্গ অধিকৃত হইল। পরিবারবর্গ ও দুর্গস্থিত সৈন্যগণের সহিত রাজা নিহত হইলেন। তৎপরে রাজার মন্ত্রী রণমল্ল এবং অন্যান্য যে সকল কর্ম্মচারী ও অনুচর আলাউদ্দীনের সহিত যোগদান করিয়াছিল, তাহাদিগকে এই বলিয়া হত্যা করা হইল যে, “যাহারা স্বীয় প্রভুর সহিত এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে, তাহাদের ন্যায় অবিশ্বাসের পাত্র জগতে নাই”। অনন্তর নিহত রাজার ভ্রাতাকে রণস্তম্ভরের সিংহাসন প্রদান পূর্ব্বক আলাউদ্দীন দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন।

তৎপরে ১৩০৩ খৃঃ অব্দে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিলেন। ইতি-পূর্ব্বে কোনও মুসলমান রাজা চিতোর আক্রমণ করেন নাই। ছয়মাস অব-রোধের পর চিতোর জয় করিয়া, সম্রাট স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র খেজের খাঁকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন; এবং চিতোরের রাজা রায় রতনসিংহকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনিলেন। কারাগারে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইয়া, তিনি কিছুদিন পরে পলায়ন করেন; এবং খেজের খাঁর শাসনাধীন চিতোর রাজ্য লুঠপাট করিতে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে সম্রাট যখন দেখিলেন যে, চিতোর অধিকারে রাখিয়া কোনও ফল নাই, তখন তিনি খেজের খাঁকে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন; এবং সেই রাজ্য, পূর্ব্ব-তন রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রদান করিলেন। এই নূতন ভূপতি অল্পকালমধ্যেই রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া সম্রাটের করপ্রদ নৃপতিরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইনি বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক মুদ্রা সম্রাটকে নজর স্বরূপ পাঠাইতেন; এবং যুদ্ধকালে ৫০০০ অশ্বারোহী ও ১০০০০ পদাতিক সৈন্য দ্বারা সম্রাটকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।*

---

* চিতোরের রাজার পলায়ন সম্বন্ধে কথিত আছে যে, পদ্মিনী নাম্নী তাঁহার পরম সুন্দরী রাজ্ঞী ছিলেন। (ফেরেস্তা বলেন, পদ্মিনী রাণার কন্যা, রাজ্ঞী নহেন।) আলাউদ্দীন তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য ও অসাধারণ সদগুণের বিষয় শুনিতে পাইয়া, রাণার নিকট প্রস্তাব করেন যে, যদি তুমি পদ্মিনীকে আনাইয়া দাও, তবে তোমাকে মুক্তি প্রদান করিব। এই সংবাদ অচিরে চিতোরে পঁহুছিলে, সুচতুরা পদ্মিনী এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, "আমি আমার সহচরীদিগকে সঙ্গে লইয়া, শীঘ্রই আপনার সমীপে উপস্থিত হইব।" তদনুসারে বহু সংখ্যক দোলিকায় অস্ত্রসজ্জিত রাজপুত সৈন্য দিল্লীতে পাঠাইয়া রাণাকে গোপনে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পরে আলাউদ্দীনকে পদ্মিনীর উপস্থিতি সংবাদ জানাইয়া অন্তঃপুরে যাওয়ার পূর্ব্বে, একবার রাণার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহা গ্রাহ্য হইল। একজন রাজপুত বন্দিশালায় প্রেরিত হইলেন। তখন অন্ধকারে সমগ্র ধরণী আচ্ছন্ন হইয়াছিল, দোলিকা সকল বন্দিশালায় পঁহুছিবামাত্র রাজপুত সৈন্যেরা উহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া, প্রহরীদিগকে হত্যা করিয়া রাণাকে তথা হইতে বাহির করিল; পূর্ব্ব হইতেই তথায় দ্রুতগামী অশ্ব সজ্জিত রাখা হইয়াছিল, রাণা তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। ইহাতে আলাউদ্দীনের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি অনতিবিলম্বে দাবানলতেজে চিতোর আক্রমণ করিলেন। রাজপুতেরা কিছুদিন পর্য্যন্ত মুসলমানদিগকে বাধা দিয়া, অবশেষে খাদ্য সামগ্রীর অভাবে, স্বজাতীয় প্রথানুসারে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। পদ্মিনী এবং রাজপুত রমণীগণ প্রজ্বলিত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, তৎপরে রাজপুতেরা অসি হস্তে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া, মুসলমানদিগের

তৎপরে আলাউদ্দীন উজ্জয়িনী, মান্দু, ধারানগরী, চন্দেরী এবং ঝালাওর বশীভূত করিলেন।

দেবগিরির রাজা রামদেব তিন বৎসর পর্য্যন্ত নিয়মিত কর না দেওয়াতে সম্রাট্ মলিক কাফুরকে তথায় একদল সৈন্য সহ প্রেরণ করিলেন। কমলা দেবী ইহা জানিতে পারিয়া সুলতানকে বলিলেন যে, তিনি বন্দী হইবার সময় তাঁহার দুইটী কন্যা বর্ত্তমান ছিল; তন্মধ্যে একটীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছেন কিন্তু দ্বিতীয়া কন্যা দেবলদেবী এখনও জীবিতা আছেন। তিনি সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, সৈন্যদিগকে এই আদেশ করুন যে কোনও প্রকারে দেবল দেবীকে ধৃত করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করে। তদনুসারে সম্রাট কাফুরকে ঐরূপ আদেশ প্রদান করিলেন। কাফুর দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া, গুজরাটের রাজাকে সংবাদ পাঠাইল, যদি দেবল দেবীকে আমার করে সমর্পণ না কর, তবে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। রাজা, কুমারীকে দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। অনেক দিন হইতে দেবগিরির রাজকুমার শঙ্কুল দেব, দেবল দেবীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছিলেন। কিন্তু গুজরাটের রাজপুত রাজা স্বীয় কন্যারত্নকে মহারাষ্ট্র রাজকুমারের নিকট বিবাহ দিতে কিছুতেই সম্মত ছিলেন না। এক্ষণে ক্রমাগত দুই মাস পর্য্যন্ত মুসলমান সৈন্যদিগের গতিরোধ করার পর যখন দেখিলেন যে, আর তাহাদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইতেছেন না, তখন শঙ্কুল দেবের সহিত দেবলের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, এবং সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য প্রতিমাকে একদল সৈন্য ও অনুচরবর্গের সহিত দেবগিরিতে পাঠাইয়া দিলেন। মুসলমান সৈন্যগণ ইহা জানিতে পারিয়া নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল; কিন্তু দৈব তাহাদের অনুকূল হইল। দিল্লীর সৈন্যদল প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি ইলোরার গুহা দেখিতে গিয়াছিল; যে রাজপুত সৈন্যগণ দেবল দেবীকে দেবগিরিতে লইয়া যাইতেছিল, তাহাদিগের সহিত সেই সৈন্যদের সাক্ষাৎ হওয়ায় মুসলমান সৈন্যগণ রাজপুতদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাস্ত করিয়া দেবল-

সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে করিতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কেবল তাহাদের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক রাজপুত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল।

দেবীকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিল। কমলাদেবী বহুদিন পরে স্নেহ-প্রতিমা কন্যারত্নকে পাইয়া, অপার আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইলেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র খেজের খাঁ দেবলদেবীর প্রেমে মুগ্ধ হইলে আলাউদ্দীন তাঁহাদের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইলেন। কমলাও এ প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতিদান করিলেন। কিন্তু খেজেরের জননী ইহাতে অস্বীকৃতা হইলেন; এবং স্বীয় ভ্রাতৃ-কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন; দেবলের চিন্তায় খেজের খাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল; এবং তিনি প্রতিদিন দুর্ব্বল ও শীর্ণকায় হইয়া যাইতে লাগিলেন। পরে তাঁহার জননী পুত্রের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে, আবার দেবলের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। মহাকবি আমীর খসরু স্বীয় মনোহারিণী কবিতামালায় ইহাদের প্রণয় কাহিনী গ্রন্থন করিয়া, এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। দেবলের সৌন্দর্য্যই তাঁহার নানা বিপদের কারণ ছিল। সম্রাটের মৃত্যুর পর, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মোবারক খেজের খাঁকে হত্যা করিয়া দেবলদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; আবার মোবারককে হত্যা করিয়া খসরু নামক ক্রীতদাস সেই ভুবনমোহিনী রমণীরত্নকে স্বীয় অন্তঃপুরচারিণী করে।

মলিক কাফুর মহারাষ্ট্রদিগের অধিকাংশ রাজ্য জয় করার পর, দেবগিরি (দওলতাবাদ) আক্রমণ করিল; রামদেব আপনাকে যুদ্ধে অসমর্থ জানিয়া পুত্র শঙ্খলদেবকে দুর্গে রাখিয়া বিপুল উপঢৌকন সহকারে সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কাফুর তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলে, তিনি বিবিধ বহুমূল্য উপঢৌকনসহ সম্রাটের সম্মানার্থ দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায় রায়ান" উপাধিতে ভূষিত এবং হৃতরাজ্য তাঁহাকে পুনঃপ্রদান করিলেন। রামদেব ইহার পর যতকাল জীবিত ছিলেন, দিল্লীতে নির্দ্দিষ্ট কর পাঠাইতে কখনও অবহেলা করেন নাই। তৎপরে কাফুর বরঙ্গল, কর্ণাট এবং দক্ষিণস্থ আরও কতিপয় রাজ্য লুণ্ঠন ও অধিকার করিয়া, দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কথিত আছে যে, কাফুর ৩১টী হস্তী, ২০০০০ অশ্ব, ৯৬০০০ মণ স্বর্ণ ও অনেক বাক্স মণি-মুক্তা আনিয়া প্রভুকে উপহার দিয়াছিল। ইহাতে সম্রাট অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। কাফুর ঈদৃশ উচ্চপদ ও পূর্ণ রাজক্ষমতা

লাভ করিয়া, সকলের সঙ্গেই অশিষ্ট আচরণ এবং প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিল। ইহাতে দরবারের ওমরাহগণ অত্যন্ত বিরক্ত এবং প্রজা সাধারণ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু আলাউদ্দীন ইহার কোন প্রতিকার করিলেন না। কাফুরের দুষ্টাভিসন্ধির সীমা ছিল না; সে সম্রাটকে ক্রীড়নক করিয়া, পরিণামে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার বাসনায় ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রধান অমাত্যের প্রাণ সংহার করিল। সম্রাট ইহার অত্যাচার নিবারণ করা দূরে থাকুক, বরং তাহার পরামর্শে বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ লোকদিগকে রাজকার্য্য হইতে অপসারিত করিয়া, মূর্খ যুবা দাসদিগকে তাঁহাদের স্থানে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এমন কি, তিনি কাফুরের কুমন্ত্রণায় অবশেষে রাজ্ঞী এবং রাজকুমারদিগের প্রতিও দারুণ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন; পুত্রদিগকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত ও অবশেষে বন্দী করিলেন। বোধ হয় এই সময় আলাউদ্দীনের বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, সম্রাটের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভঙ্গ হওয়ায়, কাফুর রাজবংশকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া রাজ্যলাভের উপায় দেখিতে লাগিল। এই সময় চিতোরের রাজপুতেরা সুযোগ বুঝিয়া মুসলমানদিগকে স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তথায় আপনাদিগের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ইহার পর দক্ষিণ হইতেও মুসলমানেরা বিতাড়িত হইতে লাগিল। এই সকল সংবাদ পাইয়া ক্রোধে ও দুঃখে আলাউদ্দীনের পীড়া বৃদ্ধি পাইল; এবং ২০ বৎসর রাজত্বের পর, ১৩১৬ খৃঃ অব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। অনেকের বিশ্বাস যে, কাফুর প্রদত্ত বিষেই তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছিল।

আলাউদ্দীন যদিও বিগর্হিত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা হইবার পর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন প্রভৃতি উপায়ে প্রজাদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। বস্তুতঃ তাঁহার রাজত্বকালে বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই শান্তি সৌভাগ্য বিরাজ করিয়াছিল। আলাউদ্দীনের ন্যায় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কোনও মুসলমান সম্রাট পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন নাই। প্রথম কয়েকটী যুদ্ধে জয়লাভের পর, আলাউদ্দীন রাজকার্য্যে অমনোযোগী হওয়াতে সকলেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয়, এবং কয়েকজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া আলাউদ্দীন যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার রাজকার্য্যে শৈথিল্য, রাজ-

পুরুষদিগের অত্যাচার এবং রাজ্যে মদ্যের অত্যন্ত ব্যবহারই ইহার মূল কারণ, তখন হইতে তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও বিচার কার্য্যে অত্যন্ত মনোযোগী হইলেন এবং দুঃখীর দুঃখমোচন ও অন্যায়ের প্রতিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এরূপ কঠোরতা ও সতর্কতার সহিত বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন যে, রাজ্য মধ্যে দস্যু ও তস্করের নাম পর্য্যন্ত রহিল না। ঐ সময় পথিকগণ নিশ্চিন্ত মনে রাজপথে শুইয়া থাকিত, বণিকেরা নিরাপদে বঙ্গসাগর হইতে কাবুলের পর্ব্বত মালা পর্য্যন্ত এবং তেলেঙ্গানা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত পণ্য দ্রব্যাদি লইয়া যাতায়াত করিতে পারিত। তিনি স্বীয় রাজ্যে মদ্য প্রস্তুত ও মদ্যের ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য এক কঠোর আদেশ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় ভাণ্ডারস্থ উৎকৃষ্ট মদ্যপূর্ণ পিপা সকল রাস্তায় ঢালিয়া দিলেন। আমির ওমরাহ হইতে সাধারণ শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুকরণ করিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত দিল্লীর পয়ঃপ্রণালী সমূহ মদ্যে পরিপূর্ণ ছিল। মদ্য পান জন্য প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত বিহিত হইয়াছিল।

আলাউদ্দীন বিদ্রোহ দমনে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেন; সন্দেহ হইলেও কঠোর শাস্তি বিধানে বিরত থাকিতেন না। মোগল সৈন্য ও কর্ম্মচারীদিগের উপর সন্দেহ হওয়ায়, তাহাদের সকলকে পদচ্যুত করেন। ইহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তিনি এক দিনে ১৫০০০ হাজার মোগলের প্রাণসংহার পূর্ব্বক তাহাদের স্ত্রী পুত্রদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। তাঁহার শাসনকালে, কেহ কোথাও বিদ্রোহের নামও শুনিতে পাইত না।

আলাউদ্দীন প্রথমে কিছুমাত্র লেখা পড়া জানিতেন না; অবশেষে যখন দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সভাসদ এবং কর্ম্মচারীরা তাঁহারই অজ্ঞানতা-নিবন্ধন আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লয়, তখন অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত পারসী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক অল্প দিনের মধ্যেই উত্তমরূপে শিক্ষা করিলেন। এই সময় হইতে তিনি বিদ্যার উন্নতি সাধনে, এবং বিদ্বান্‌দিগের উৎসাহবর্দ্ধনে প্রবৃত্ত হন। আলাউদ্দীন বিচারকার্য্যে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার ও করিতেন। তিনি অনেক সময় হিন্দু মুসলমান উভয়

সম্প্রদায়েরই সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেন। ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায় স্বাধীন নৃপতি তাঁহা কর্ত্তৃক পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হন। তিনি এই প্রকার নানা উপায়ে যেরূপ বিপুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও মুসলমান সম্রাট সেরূপ পারেন নাই। এমন কি, সুলতান মহম্মদ গজনবি ১৭ বার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়াও এত ঐশ্বর্য্য লইয়া যাইতে পারেন নাই।

সম্রাট আলাউদ্দীন শস্য, কাপড়, গো, মেষ, অশ্ব ইত্যাদির মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে প্রায় সকল দ্রব্যই সুলভ ছিল। যাহারা দ্রব্যাদি ওজনে কম দিত, তাহাদের কঠোর শাস্তি হইত। তিনি রাজকোষ হইতে বণিকদিগকে টাকা ধার দিতেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ হইতে বস্ত্রাদি আনাইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করাইতেন। তিনি জমির বার্ষিক উৎপন্ন দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ রাজকর স্বরূপ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু জমীদারেরা যাহাতে কৃষকদিগের নিকট নির্দ্ধারিত কর অপেক্ষা অধিক আদায় করিতে না পারে, তজ্জন্য কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আলাউদ্দীনের সহিত যুদ্ধে অনেক লোক নিহত এবং অনেক লোকের সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল বটে, তথাপি তাঁহার রাজত্বকালে ভারতবর্ষ যেরূপ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই। সুপ্রশস্ত রাজপথ, মনোহর অট্টালিকা, সুদৃশ্য মস্‌জেদ, সুদৃঢ় দুর্গ, কারুকার্য্য শোভিত সমাধি স্তম্ভ, সুরুচি সম্পন্ন সাধারণ স্নানাগার, সুবৃহৎ পান্থশালা, উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই বিরাজ করিত। ইতিপূর্ব্বে কখনও এরূপ পণ্ডিত মণ্ডলী নানাদেশ হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষে সমবেত হন নাই। আলাউদ্দীন একজন সুচতুর, সাহসী, যুদ্ধকুশল তীক্ষ্ণ রাজনীতি বিশারদ বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে ভারত সাম্রাজ্য সবিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনগুণে দূরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহেও সুশৃঙ্খলতা বর্ত্তমান ছিল।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর দিন, মলিক কাফুর প্রধান প্রধান ওমরাহ-দিগকে একত্র করিয়া এক কৃত্রিম নিয়োগ পত্র (উইল) বাহির করিল উহাতে সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রদিগের দাওয়া রহিত করিয়া, সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র

ওমর উত্তরাধিকারী এবং তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় কাফুর রাজপ্রতিনিধি রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তদনুসারে কাফুর ৭ বৎসর বয়স্ক ওমরকে সিংহাসনে বসাইয়া, স্বয়ং স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ করিল। সম্রাটের পুত্র খেজের খাঁ এবং সাদি খাঁ পিতার জীবদ্দশায় তাহারই চক্রান্তে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। কাফুর প্রথমেই তাঁহাদের চক্ষু উৎপাটন করিল; এবং তাঁহাদের জননীকে কঠোরতার সহিত বন্দী করিয়া রাখিল। সে নিজে নপুংসক হইলেও সম্রাটমহিষী—ওমরের জননীকে বিবাহ করিল। তৎপরে আলাউদ্দিনের অন্যতম পুত্র মবারক খাঁকে হত্যা করিবার জন্য কয়েকজন ঘাতক পাঠাইল। তাহারা মবারকের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বিনীতভাবে বলিলেন, "তোমরা আমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছ, আমাকে হত্যা করিলে তোমাদিগের গুরুতর পাপ হইবে।" এই বলিয়া স্বীয় গলদেশ হইতে এক ছড়া বহুমূল্য মুক্তাহার তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন; ঐ মুক্তাহার লইয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হওয়ায়, রাজকীয় সৈন্যগণ এই সংবাদ জানিতে পারিল, এবং ক্রোধে অধীর হইয়া হঠাৎ কাফুরের গৃহ আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার প্রাণসংহার করিল। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর ৩৫ দিন পরে এই দুরাচার ক্রীতদাস কাফুরের পাপ জীবনের অবসান হয়।

অতঃপর রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা সমাগত হইয়া, মবারককে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিলেন। মবারক দুইমাস পর্য্যন্ত ভ্রাতার প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন; পরে ওমরাহদিগকে স্বীয় পক্ষাবলম্বী করিয়া, ভ্রাতাকে পদচ্যুত করতঃ স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, এবং সেই তরুণবয়স্ক বালক ওমরের চক্ষু নষ্ট করিয়া, তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় রাখিলেন।

মবারক খিলজি।

মবারক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই অত্যাচার ও অবিচার আরম্ভ করিলেন। যে সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে তাঁহার জীবন রক্ষা ও

সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তাহারা স্ব স্ব কার্য্যের জন্য পুরস্কার প্রার্থনা করিবে বলিয়া সর্ব্বপ্রথমেই তাহাদিগকে হত্যা করিলেন। এইরূপে অকৃতজ্ঞতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া, তিনি সামান্য সামান্য ভৃত্য-দিগকে ওমরাহ শ্রেণীভুক্ত করিলেন। তাঁহার এই আচরণে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ওমরাহমণ্ডলী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। গুজরাট প্রদেশে পরোয়ারি নামধেয় এক শ্রেণীর অতি নীচ জাতীয় হিন্দু বাস করিত, ইহারা সর্ব্বপ্রকার মাংস আহার করিত এবং এরূপ অপরিষ্কৃত ও কদর্য্য-ভাবে থাকিত যে, তাহাদিগকে নগরের মধ্যে গৃহাদি নির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া হইত না। এই পরোয়ারি বংশীয় হাসন নামক একটা ক্রীতদাসকে মবারক অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ক্রমশঃ তাহার পদোন্নতি করিয়া সম্রাট্ তাহাকে "মলিক খুসরও" উপাধি প্রদানপূর্ব্বক রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রদান, এবং মলিক কাফুরের অধীনে যে বিশাল সৈন্যদল ছিল, তাহার সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সম্রাট্ তাহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া স্বীয় নীচপ্রবৃত্তি ও নীচবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন। পরিশেষে এই হাসনই মবারকের জীবন বিনষ্ট করিয়াছিল।

রাজত্বের প্রথম বৎসরে মবারক গুজরাটে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন; গুজরাটের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইলেন এবং তাঁহার ও তদীয় পক্ষভুক্ত অপর সকলের সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে গৃহীত হইল। এতদ্দ্বারা গুজরাটে সহজেই শান্তি স্থাপিত হইল। দ্বিতীয় বৎসর রামদেবের জামাতা হরপালের দণ্ডবিধানার্থ মবারক স্বয়ং দক্ষিণে যাত্রা করেন। হরপাল, দক্ষিণের অন্যান্য রাজাদিগের সাহায্যে, মহারাষ্ট্র দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন; মবারকের আগমনে তিনি পলায়ন করিলেন; কিন্তু সম্রাটের সৈন্যগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তাঁহাকে ধৃত করিল। সম্রাটের আদেশে জীবিতাবস্থায় শরীরের চর্ম্ম উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করা হয়। তৎপরে সম্রাট মলিক খুসরওকে একদল সৈন্যসহকারে মালবের দিকে পাঠাইয়া, দক্ষিণে স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করণান্তর, দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গুজরাট প্রদেশ, দক্ষিণ এবং উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত দেখিয়া, মবারক নানা

প্রকার ঘৃণিত আমোদ প্রমোদে মত্ত এবং রাজকার্য্যে উদাসীন হইয়া উঠিলেন। এতদ্দর্শনে তাঁহার এক মাতুলপুত্র তাঁহাকে নিহত করিয়া, দিল্লীর সিংহাসন আত্মসাৎ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন; কিন্তু মবারক ইহা অবগত হইয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার সাহায্যকারীদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে গোয়ালিয়রের দুর্গে অবরুদ্ধ তাঁহার অন্ধ ভ্রাতৃদ্বয়েরও হত্যাসাধন করিলেন। সেই হতভাগ্য রাজকুমারেরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া মবারক কোনও প্রমাণ পাইয়াছিলেন কিনা, জানা যায় না।

মবারক স্বীয় ভ্রাতাদিগের বিনাশ সাধন করিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খেজের খাঁর পত্নী সেই ভুবনমোহিনী দেবলদেবীকে স্বীয় অন্তঃপুরভুক্ত করিলেন।* তৎপরে মবারক দিন দিন অধিকতর একগুঁয়ে, অহঙ্কারী ও অত্যাচারী হইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি লোকের সদুপদেশ একেবারেই শুনিতেন না; স্বীয় হিতৈষী বন্ধুদিগের প্রতিও দুর্ব্ব্যবহার করিতে তাঁহার সঙ্কোচবোধ হইত না; সুতরাং অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। মদ্য, বারাঙ্গনা ও ঐ শ্রেণীর নানা প্রকার কদর্য্য উপসর্গ তাঁহার জীবনের সঙ্গী হইল; মনুষ্য চরিত্র যতপ্রকার পাপে কলুষিত হইতে পারে, তৎসমুদায়ই মবারকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। তাঁহার রুচি এতদূর নীচ হইয়াছিল যে, অভিনেতা বা বারাঙ্গনাদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, তিনি বারাঙ্গনাদিগের সঙ্গে ওমরাহদের গৃহে গিয়া নৃত্য করিতেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকার জঘন্য আমোদে নিরন্তর লিপ্ত থাকিতেন। মলিক খুসরও এক বৎসর কাল মালব দেশ লুটপাট করিয়া, বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; এবং রাজ্যের মধ্যে সেই নীচাশয়ই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিল। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, এক্ষণে সে স্বয়ং রাজ্যলাভের জন্য চক্রান্তজাল বিস্তার করিল। বড় বড় কর্ম্মচারী ও আমীর ওমরাহদিগের বিরুদ্ধে মবারকের নিকট নিন্দা ও অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে লাগিল। তাঁহারা ইহা জানিতে পারিয়া খুসরওএর চক্রান্তের বিষয় সম্রাটকে জ্ঞাপন

* কেহ কেহ বলেন, খেজের খাঁর হত্যার সময় দেবলদেবী তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন; সুতরাং স্বামীর সঙ্গে তিনিও নিহত হন।

করিলেন। কিন্তু খুসরও যেন তাঁহাকে মন্ত্রৌষধিবলে এমনই বশীভূত করিয়াছিল যে, তাঁহার বিবেক শক্তি ও হিতাহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। মবারক অমাত্যবর্গের কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, বরং খুসরওকে ঐ সকল কথা বলিয়া দিলেন; এবং তাঁহার উপদেশানুসারে মন্ত্রিবর্গ ও ওমরাহদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও ওমরাহ, নানা প্রকার ওজর আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক প্রাণ ও সম্মানের ভয়ে রাজ্যের দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে চলিয়া গেলেন। কেবল কতকগুলি তোষামোদকারী নীচপ্রকৃতি পরোয়ারি লোক রাজধানীতে রহিয়া গেল। এই সময় খুসরও সুবিধা পাইয়া, তাহার স্বজাতীয় অনেক পরোয়ারিকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিল; এবং তাহাদের সাহায্যে সম্রাট্‌কে হত্যা করিবার সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিল। খুসরওএর দুরভিসন্ধির বিষয় অনেকেই জানিত, কিন্তু কেহই মবারককে বলিতে সাহস করিত না। অবশেষে সুবিখ্যাত সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বসম্মানিত প্রাজ্ঞ পণ্ডিত কাজি জিয়াউদ্দীন এক দিন মবারককে সকল কথা বলিয়া দিলেন; এবং ইহার অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। খুসরও পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠ হইতে এই সকল কথা শুনিতেছিল। সে স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইয়া অঙ্গভঙ্গি সহকারে মবারকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মবারক তাহাকে দেখিয়া কাজি সাহেবের সাক্ষাতেই উঠিয়া তাহাকে পরম সমাদরে আলিঙ্গন করিলেন; আর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কাজি সাহেব খুসরওএর ভয়ঙ্কর দুরভিসন্ধির বিষয় যাহা তাঁহাকে জলন্ত ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। পরদিন রাত্রিকালে খুসরওএর নিয়োজিত হত্যাকারীদিগের দ্বারা পরম প্রাজ্ঞ কাজি জিয়াউদ্দীনের হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইল, মবারককেও হত্যা করিবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। যখন হত্যাকারীরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাহাদের প্রবেশের শব্দ শুনিয়া মবারক খুসরওকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কিসের শব্দ? খুসরও দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক সম্রাটকে বলিল, আস্তাবল হইতে কয়েকটী অশ্ব ছুটিয়া এদিক ওদিক ধাবিত হইতেছে। তন্মুহূর্ত্তেই হত্যাকারিগণ সেই গৃহে উপস্থিত হইল। কৃতান্তরূপী হত্যাকারীদিগকে দেখিয়া মবারক দৌড়িয়া

পলায়ন করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু খুসরও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল; এবং হত্যাকারিগণ তাঁহার হত্যাসাধন পূর্ব্বক, তদীয় ছিন্নমস্তক প্রাঙ্গণে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে পরোয়ারিরা অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক, আলাউদ্দিনের বিধবা রাজ্ঞী এবং তাঁহার পুত্রদ্বয়—ওমর ও ফরিদকে নৃশংসরূপে হত্যা করিল; এবং স্ত্রীলোকদিগের উপর এরূপ নিষ্ঠুর অত্যাচার করিল যে, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। এইরূপে মবারকের পাপের পার্থিব প্রায়শ্চিত্ত বিধান হইল। এই হতভাগ্য সুলতান চারি বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অতঃপর খুসরও নসিরউদ্দীন উপাধি ধারণ করিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ ও সেই পবিত্র রাজাসন কলুষিত করিল। পর দিনই সে মবারকের কর্ম্মচারী ও ভৃত্যদিগকে হত্যা করিয়া, তাহাদের স্ত্রী পুত্রদিগকে দাসদাসীরূপে বিক্রয় করিল; তদনন্তর স্বীয় ভ্রাতাকে "খান খানান" উপাধি প্রদান পূর্ব্বক সম্রাট্ আলাউদ্দীনের এক কন্যার সহিত উহার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিল; এবং সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি দেবলদেবীকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া গেল। তদ্ব্যতীত মবারকের অন্যান্য পত্নী ও উপপত্নীদিগকে, পরোয়ারি সহচরদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল এবং রাজবংশের পুরুষদিগকে অন্বেষণ করতঃ এক এক করিয়া নিহত করিল। অনন্তর স্বজাতীয় ও অন্যান্য নীচ শ্রেণীর লোকদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিল এবং যাহাদিগের সহিত তাহার কোনরূপ শত্রুতা ছিল, তাহাদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল। মুসলমান ধর্ম্মের উপরও পাশব আচরণে প্রবৃত্ত হইল। এমন কি, পবিত্র কোরাণের অবমাননা করিয়া মসজেদে প্রতিমা স্থাপন করিল। তাহার আসুরিক আচরণে রাজ্যের সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহার এবংবিধ অত্যাচার স্রোত অধিক দিন প্রবাহিত হইতে পারে নাই। ঈদৃশ অকথ্য অত্যাচারের কথা শুনিয়া পাঁচ মাস গত হইতে না হইতে লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্ত্তা গাজী বেগ টগলক্, অন্যান্য সর্দ্দারদিগের সহিত মিলিত হইয়া, খুসরওকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজিত করিলেন। সে কতিপয় অনুচর সহ পলায়ন করিয়া এক সমাধি মন্দিরে লুক্কায়িত হইল; কিন্তু তথা হইতে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে বধ করা হইল। যেস্থানে

তাহারা মবারকের হত্যাসাধন করিয়াছিল, ঠিক সেই স্থানেই তাহাদের হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

টগলক বংশীয় সম্রাটগণ।

গেয়াসউদ্দীন গাজী বেগ টগলক—খিলজি বংশীয় সুলতানদিগের রাজত্বকালে গাজী বেগ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন; এবং সম্রাট্ মবারকের সময় লাহোরের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। তদনন্তর ১৩২১ খৃষ্টাব্দে খুসরও পয়ওয়ারিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া, তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি দিল্লীতে প্রবেশ পূর্ব্বক, রাজ প্রাসাদের সম্মুখীন হইয়া, অশ্রুপাত করিতে করিতে সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে প্রজাগণ! আমি তোমাদিগেরই একজন; তোমাদিগকে অত্যাচার হইতে মুক্ত, এবং পৃথিবীকে রাক্ষসের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অসি কোষোন্মুক্ত করিয়াছিলাম। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে, অত্যাচারীর কঠোর হস্ত হইতে মানবমণ্ডলীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে যদি রাজপরিবারের কেহ জীবিত থাকেন, তবে আপনারা তাঁহাকে আনিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করুন। আর যদি অত্যাচারীর শোণিতময় ভীষণ কৃপাণ হইতে রাজবংশীয় কেহই মুক্তি না পাইয়া থাকেন, তবে ওমরাহদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র, তিনিই রাজদণ্ড গ্রহণ করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমিও তোমাদের মতানুবর্ত্তী হইব।" তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল যে, "রাজ পরিবারের কেহই জীবিত নাই। বিশেষতঃ আপনি আমাদিগকে মোগলদিগের ভীষণ কবল এবং দারুণ অত্যাচারী পয়োয়ারিদিগের কঠোর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং রাজদণ্ড গ্রহণের

পক্ষে আপনার অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র আমরা আর কাহাকেও দেখিতেছি না।" তৎপরে ওমরাহগণ তাঁহার কর ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইলেন। তিনিও "গেয়াসউদ্দীন" উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। নূতন সম্রাট যেদিন সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, সেই দিনই রাজবংশের জীবিত পুরুষদিগকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন, এবং যাঁহাদিগকে পাইলেন, তাঁহাদিগকে উচ্চ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিলেন। এতদ্ব্যতীত খিলজি রাজপরিবারস্থ মহিলা মণ্ডলীর প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি সম্রাট জালালউদ্দীনের কন্যাদিগকে উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিলেন; এবং যাহারা সম্রাট মবারকের বিধবা রাজ্ঞীর সহিত খুসরুওএর বিবাহ দিয়াছিল,তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিলেন। ইহার সিংহাসনারোহণ যেরূপ নির্দ্দোষ এবং সময়োচিত ছিল, সেইরূপ ইঁহার সমস্ত রাজত্বকাল সম্পূর্ণ শান্তির সহিত প্রশংসনীয় ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল। গেয়াসউদ্দীন বাণিজ্যের উৎসাহদাতা এবং বিদ্যার গৌরববর্দ্ধক ছিলেন। ইনি তৎকালীন অনেক বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকদিগকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করিয়াছিলেন।

তাঁহার সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মোগলেরা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা আক্রমণ করিয়া, মহা অনর্থপাত ঘটাইত; ঐ আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য তিনি কাবুল সীমায় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোগলেরা কখনও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই। রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে সম্রাট স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র আলেফ্ খাঁ উপাধিধারী জুনা খাঁকে একদল প্রবল সৈন্যসহ দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন; তত্রত্য যে সকল রাজা নিয়মিত কর প্রদান বন্ধ করিয়াছিলেন, আলেফ্ খাঁ তাঁহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়া, ঐ সকল রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। অন্যান্য রাজ্য বশীভূত করিয়া আলেফ্ খাঁ ঔরাঙ্গল অবরোধ করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই উহা জয় করিতে পারিলেন না। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইল। অবশেষে তথায় হঠাৎ উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হওয়ায়, এবং সম্রাট গেয়াসউদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জনরব উঠায় আলেফ্ খাঁ, দওলতাবাদের দিকে যাত্রা করিলেন। হিন্দুগণ তখন সুযোগ

বুঝিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া মহা বিপন্ন করিয়া তুলিল এবং বহুসংখ্যক মুসলমানের প্রাণ সংহার করিল। আলেফ খাঁর বিশাল সৈন্যদলের মধ্যে কেবল তিন সহস্র অশ্বারোহী দিল্লীতে ফিরিয়া আসিল। যাহারা গেয়াস উদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ রটাইয়া ছিল, আলেফ খাঁর আদেশে তাহারা জীবন্ত অবস্থায় সমাহিত হইল। দুই মাস পর্য্যন্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আলেফ খাঁ পুনরায় ঔরাঙ্গলে যাত্রা করিলেন। পথে বিদর প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া রাজধানী ঔরাঙ্গল আক্রমণ করিলেন। এবার ভীষণ যুদ্ধে রাজা পরাজিত ও সপরিবারে বন্দী হইলেন। আলেফ খাঁ কয়েক সহস্র হিন্দুকে বধ করিয়া, পূর্ব্ব নিগ্রহের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ রাজা ও রাজপরিবারদিগকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিলেন; এবং স্বয়ং মহারাষ্ট্র দেশ শাসনের বন্দোবস্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৩২৩ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশ হইতে দিল্লীতে সংবাদ পঁহুছিল যে, সুবর্ণ গ্রামের শাসনকর্ত্তা বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন; এবং নিজের ভ্রাতাকে গৌড় হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। গেয়াসউদ্দীন, আলেফ খাঁকে ভাবী উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া, দিল্লীর শাসন ভার তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক, সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তার দণ্ড বিধানার্থ বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার আগমনে সুলতান বলবনের পুত্র, বখরা খাঁ আসিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। গেয়াসউদ্দীন সন্তুষ্ট হইয়া গৌড় রাজ্য তাঁহাকেই প্রদান করিলেন; এবং সুবর্ণগ্রামের শাসন-কর্ত্তাকে বন্দী করিয়া, স্বীয় পুত্র তাতার খাঁকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এই সকল ঘটনার পর সম্রাট দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাগমন করি-লেন; প্রত্যাগমনকালে পথে ত্রিহুতের রাজাকে পরাজিত ও তদীয় রাজ্য স্বীয় সাম্রাজ্য ভুক্ত করিয়া লইলেন। ত্রিহুত জয়ের পর সম্রাট দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। 'জুনা খাঁ' ইতিপূর্ব্বে সম্রাটের অভ্যর্থনার নিমিত্ত আফগান-পুরে যে এক দারুময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই গৃহে পিতাকে সযত্নে গ্রহণ করিলেন। আহারাদি সমাপন হওয়ার পর, জুনা খাঁ প্রভৃতি আচমন জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; সম্রাটও বাহির হইবেন, এমন সময় হঠাৎ সেই গৃহ পতিত হওয়াতে, তিনি পাঁচজন অনুচরসহ মানব-

লীলা সংবরণ করিলেন। অনেকের বিশ্বাস যে, পিতাকে হত্যা করিবার মানসেই জুনা খাঁ ঐ কৌশলময় দারুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফেরেস্তা ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করেন না। গেয়াসউদ্দীন তগ্‌লক চারি বৎসর কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেন। মহাকবি আমীর খুসরও— যাঁহাকে গেয়াসউদ্দীন মাসিক এক সহস্র মুদ্রা বৃত্তি দিতেন—'টগলক নামা (গেয়াস উদ্দীনের রাজত্বের ইতিহাস) লিখিয়া গিয়াছেন।

মোহাম্মদ টগলক।

সম্রাট গেয়াসউদ্দীনের সমাধি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার তিন দিন পরে জুনা খাঁ "মোহাম্মদ টগ্‌লক্" উপাধি ধারণপূর্ব্বক, মহা আড়ম্বরের সহিত দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার বদান্যতার সংবাদ পাইয়া এশিয়া মহাদেশের নানাস্থল হইতে বহু সংখ্যক কৃতবিদ্য লোক আসিয়া যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করেন। তিনি অজস্র অর্থ ব্যয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বিধবা ও মাতৃপিতৃহীন বালক বালিকাদিগের জন্য অনাথাশ্রম প্রস্তুত করেন। তদানীন্তন নৃপতিগণের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুবক্তা, সুলেখক এবং গুণবান্ ছিলেন। আরবী এবং পারসী ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বস্তু বিদ্যা, অঙ্ক বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং মনো-বিজ্ঞানে ও তাঁহার সবিশেষ অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার ঐকান্তিক আস্থা ছিল। তিনি নিতান্ত সতর্কতা ও দৃঢ়তার সহিত ধর্ম্মের সমুদয় নিয়ম পালন করিতেন। দানশীলতার জন্য তিনি অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার নৈতিক চরিত্র নিতান্ত পবিত্র ছিল; মদ্যপান, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বৃথা আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি হইতে তিনি সর্ব্বদা বিরত থাকিতেন; এবং যাহারা এই সকল দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইত, তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতেন। যুদ্ধ নৈপুণ্য এবং সাহসিকতায়ও তিনি কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। মোহাম্মদ টগলকের ইতিবৃত্ত এই স্থানে শেষ করিতে পারিলেই ভাল হইত; কারণ, তিনি সম্রাট্‌ না হইলে, পরম সুখে জীবনাতিবাহিত করিতে পারিতেন, তাঁহার দ্বারা

জগতের অনেক মঙ্গল সাধন হইত; সুতরাং তিনি একজন চিরস্মরণীয় আদর্শ পুরুষ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন; পক্ষান্তরে এত রক্তপাত, প্রাণিহত্যা এবং অত্যাচারের জন্য তাঁহাকে দায়ী হইতে হইত না। মোহাম্মদ টগলক নানাগুণে অলঙ্কৃত হইলেও, রাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত থাকাতে তিনি নানা অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন, এবং বিবিধ সদ্‌গুণের আধার হইয়াও, তিনি প্রজাদিগকে পদে পদে জ্বালাতন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যপরম্পরা দৃষ্টে তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়াই সাধারণতঃ প্রতীতি জন্মে। দয়া এবং সহানুভূতির লেশমাত্রও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি অতি নিষ্ঠুরতার সহিত রক্তপাত করিতেন; এমন সপ্তাহ ছিল না, যাহাতে তিনি রাজসভায় কোনও ধার্ম্মিক কিংবা বিদ্বানের, অথবা কোনও রাজকর্ম্মচারীর প্রাণসংহার করেন নাই। লোকের নাসাকর্ণচ্ছেদ, চক্ষুতে শলাকা বেধ, চর্ম্ম উন্মোচন, জীবন্তদাহ, হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ প্রভৃতি তাঁহার নিত্যকার্য্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহার অত্যাচারের কথা লোকের স্মৃতিপথে জাগরূক হইলে, তাহাদের রোমাঞ্চ হইত। এইরূপ যথেচ্ছাচার ও অত্যাচারের দৃষ্টান্ত, ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা যায়। তাঁহার দিগ্বিজয় বা রাজ্যবিস্তারের প্রলোভনে এবং তন্নিবন্ধন অসঙ্গত ও অসাময়িক আয়োজনে, শতসহস্র প্রাণীর জীবননাশ হয়। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই শিবিরে ও যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত হইয়াছিল।

মহাম্মদ টগলকের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে একদল বিশাল মোগল সৈন্য ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া লমঘান, মূলতান প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করে; এবং তৎপরে ক্রমশঃ দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়। সম্রাট্ আপনাকে যুদ্ধে অসমর্থ জানিয়া, বিজয়োন্মত্ত মোগলদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে অপর্য্যাপ্ত স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তা এবং অন্যান্য অনেক উপঢৌকন (যে সকলের মূল্য সাম্রাজ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক) মোগলদিগকে প্রদান করিয়া, তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তদনন্তর বিজয়গর্ব্বিত মোগলসৈন্যগণ গুজরাট ও সিন্ধুদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে ভারতবর্ষ হইতে

প্রস্থান করে। ইহার কিছুকাল পরেই মোহাম্মদ দ্বারসমুদ্র, কাম্পিল্য, বরঙ্গল, লক্ষ্মণাবতী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিলেন, এবং সর্ব্বত্র এরূপ শান্তি স্থাপন করিলেন যে, বোধ হইল যেন ঐ সকল প্রদেশ দিল্লীর অতি নিকটেই অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত সমগ্র কর্ণাট প্রদেশ এবং পশ্চিমে ওমান উপসাগরের তীর পর্য্যন্ত সমগ্র বেলুচিস্থান বশীভূত করিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে, গুজরাট ব্যতীত সমস্ত দেশই তাঁহার শাসন-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইল। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণ পরম্পরায় ঐরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল :—(১) প্রজাদিগের নিকট অতিরিক্ত করগ্রহণ; (২) রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে তাম্রমুদ্রার প্রচলন; (৩) পারস্য, খোরাসান প্রভৃতি রাজ্য জয়ার্থ ৩৭০০০০ সৈন্য সংগ্রহ; (৪) চীনজয়ের জন্য এক লক্ষ অশ্বারোহী প্রেরণ; (৫) রাজ্যের স্থানে স্থানে হিন্দু ও মুসলমানের হত্যাসাধন। জীবনধারণের অতীব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর অধিক পরিমাণে কর নিরূপণ করাতে, প্রজাগণ তাহা কোন ক্রমেই দিতে সমর্থ হইল না; সুতরাং দেশ দুর্গতি ও দরিদ্রতায় উৎসন্ন হইতে লাগিল। কৃষকেরা গৃহ ছাড়িয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল; এবং লুটপাট দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিল। দুর্ভিক্ষে সমস্তদেশ ছারখার হইবার উপক্রম হইল। লোকের দুঃখ ও কষ্টের সীমা রহিল না। তখন মোহাম্মদ শিকারে বহির্গত হইয়া, জঙ্গল বেষ্টন করতঃ বন্যজন্তুর ন্যায় কৃষকদিগকে শিকার করিতে লাগিলেন। এইরূপ অকারণে সহস্র সহস্র কৃষকের প্রাণসংহার করিয়া তাহাদিগের ছিন্নমস্তকগুলি নগর প্রাচীরে ঝুলাইয়া রাখিতেন। আর একবার তিনি কনোজের দিকে যাইয়া, সেই নগরের অধিবাসীদিগকে বিনা কারণে নিহত করিয়া আসিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণপরম্পরায় রাজকোষ শীঘ্রই শূন্য হইয়া পড়িল; তাম্র মুদ্রার প্রচলনে অনেকেরই সর্ব্বনাশ হইল। পারস্য প্রভৃতি দেশ জয় করিবার জন্য যে বিপুলবাহিনী সজ্জিত করা হইয়াছিল, তাহাদের দীর্ঘকালের বেতন বাকি পড়াতে, তাহারা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং সর্ব্বত্র লুটপাট ও হত্যা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজকোষ একেবারে শূন্য হওয়ায়, মোহাম্মদ টাকা সংগ্রহের এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে

তিনি চীনের ঐশ্বর্য্যের কথা বিশেষরূপে শুনিয়াছিলেন; এক্ষণে ঐ সমৃদ্ধ রাজ্য অধিকার করিবার মানসে, ১৩৩৭ খৃঃ অব্দে স্বীয় ভাগিনেয়ের অধীনে এক লক্ষ পরাক্রান্ত অশ্বারোহী সৈন্য, চীনের পথিপার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য স্থানসমূহ অধিকারার্থ প্রেরণ করিলেন; এবং বলিয়া দিলেন যে, এই সকল স্থান বিজিত হওয়ার পর, তিনি স্বয়ং সসৈন্যে গিয়া চীন জয় করিবেন। এই প্রস্তাবানুসারে তদীয় প্রেরিত সৈন্যগণ, বহু কষ্টে পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া, চীনসীমায় উপস্থিত হইল; কিন্তু তাহাদের বহুসংখ্যক লোক পর্ব্বত-পথে মারা পড়িল। ঐ বিপন্ন সৈন্যগণ চীনের সীমান্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, চীনের একদল বিশাল সৈন্য, তাহাদিগকে বাধা প্রদান-জন্য সজ্জিত হইয়া আছে। পশ্চাতে নানা বিপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথ ও সম্মুখে প্রবল চীনসৈন্য দেখিয়া ভারতীয় সৈন্যগণ জীবনে একেবারে নিরাশ হইল। তাহারা খাদ্য সামগ্রীর অভাবে এবং বর্ষা সমাগত দেখিয়া চীনের সীমা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, চীনসৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অনেকের প্রাণ সংহার করিল। পার্ব্বত্যজাতিরা হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া মহাবিপন্ন করিয়া তুলিল। অবশেষে বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে, সমুদায় পথ জলপ্লাবিত হইয়া গেল; সুতরাং নানাপ্রকার পীড়ায় ও খাদ্যসামগ্রীর অভাবে সমুদায় মুসলমানসৈন্য পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কেবল যাহারা পথিমধ্যস্থ দুর্গাদিতে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারাই দেশে ফিরিল; কিন্তু সম্রাটের রোষবহ্নি হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইল না; প্রত্যাবর্ত্তনকারী সৈন্য ও সেনানীগণ তাঁহার আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

চীনজয় করিয়া ঐশ্বর্য্যলাভের আশা নিষ্ফল হওয়ায়, সম্রাট্ অর্থাগমের আর এক অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, চীনদেশে কাগজের মুদ্রা (নোট) প্রচলিত আছে; তদনুসারে স্বীয় রাজ্যে তাম্রমুদ্রার পরিবর্ত্তে কাগজের মুদ্রা প্রচলিত করিলেন। বিদেশীয় বণিকেরা তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল; এবং দেশীয় বণিকদিগকে বাধ্য করিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল, এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে দরিদ্রতা ও দুঃখ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সম্রাটের যে ভ্রাতুষ্পুত্র দক্ষিণের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি

রাজ্যের দারুণ বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি দেখিয়া, ১৩২৮ খৃঃ অব্দে পিতৃব্যকে বধ করিয়া রাজ্যলাভের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। মোহাম্মদ ইহা জানিতে পারিয়া দক্ষিণে গমনপূর্ব্বক, তাঁহাকে পরাজিত করিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত করিলেন। এই যাত্রায় তিনি দেবগিরি নগরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া এরূপ মোহিত হইলেন যে, দিল্লীর পরিবর্ত্তে সেই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে দিল্লীর সমুদায় অধিবাসীকে সপরিবারে, সমগ্র সামগ্রী সম্ভার সহকারে দেবগিরিতে চলিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। এই সময় দেবগিরির নাম দওলতাবাদ রাখা হইল। ইহার কিছুদিন পরে তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে একবার দিল্লীর নিকট উপস্থিত হন, এবং সেই পরিত্যক্ত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া, তথায় দুই বৎসরকাল অবস্থিতি করেন। এই উপলক্ষে অনেক কর্ম্মচারী ও অন্যান্য লোক দিল্লীতে আসিয়া বাস করে। এই সময় আবার তাঁহার অত্যাচারে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া, বেনামী চিঠিতে তাঁহার নানাপ্রকার কুৎসা, গ্লানি লিখিয়া, গুপ্তভাবে দরবারে ফেলিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া দিল্লী ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; তদনুসারে অধিবাসী-দিগকে আবার দওলতাবাদে যাইতে আদেশ করিলেন; এবং তিন দিনের মধ্যে যাহারা না যাইবে, তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখাইলেন। সুতরাং তাহারা নিরুপায় ও বাধ্য হইয়া পুনর্ব্বার দওলতাবাদে গমন করিল। মনোহারিণী দিল্লী নগরী পেচক, শৃগাল, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য জন্তুর আবাসভূমিতে পরিণত হইল। এই সময় একদা সম্রাটের একটী দন্ত ভগ্ন হওয়াতে, "বির" নামক স্থানে মহা সমারোহে উহার কবর দেন; এবং তাহার উপর এক সুদৃশ্য সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। দওলতাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কয়েক বৎসর পরে, দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন সেই বিকৃতমনা বাদশাহ সমুদায় অধিবাসীকে আবার দিল্লীতে আসিতে অনুমতি প্রদান করেন। সেই স্বদেশ গমনোন্মুখ হতভাগ্য যাত্রীদিগের অনেকে পথেই প্রাণত্যাগ করিল; এবং যাহারা দিল্লীতে পঁহুছিল, তাহারা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে, মারা পড়িতে লাগিল। ঐ সময় দেশে এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল যে, মানুষ মানুষের মাংস ভক্ষণ করিত। এইবার মোহাম্মদ

টগলকের অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হইল; দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে অনেক অর্থ দিয়া সাহায্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার নরহত্যারূপ ব্যাধির কিছুতেই উপশম হইল না। মণ্ডলা, সামানা প্রভৃতি স্থানের লোকেরা কর দিতে না পারিয়া অরণ্য প্রদেশে পলায়ন করিল; মোহাম্মদ টগলক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া, কয়েক সহস্রের প্রাণসংহার করিলেন।

১৩৩৯ খৃঃ অব্দে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হন; মোহাম্মদ তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। পর বৎসর বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন; মোহাম্মদ বহু চেষ্টাতেও এই দেশ পুনঃ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারিলেন না। ১৩৪০ খৃঃ অব্দে দক্ষিণের হিন্দু রাজারা শুনিতে পাইলেন যে, মুসলমানেরা ভারতীয় হিন্দুজাতির সমূলে উচ্ছেদ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তদনুসারে দক্ষিণের হিন্দুরাজগণ একত্র হইয়া, মুসলমানদিগকে ঐ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; এবং ঐ অঞ্চলে দিল্লীশ্বরের অধিকৃত যে সকল স্থান ছিল, তৎসমুদায় অধিকার করিয়া লইলেন। দত্তলতাবাদ ভিন্ন, দিল্লীশ্বরের শাসনে আর কিছুই রহিল না। মোহাম্মদ এই সংবাদ পাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিষ্ঠুরাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষণে তিনি বিনা কারণে নিরীহ প্রজাদিগকে নিহত করিয়া, ক্রোধের উপশম করিতে লাগিলেন। তখন পর্য্যন্ত দিল্লীতে দুর্ভিক্ষ রাক্ষস করালবদন বিস্তার করিয়া, মনুষ্যকুল গ্রাস করিতেছিল। এরূপ দুর্দ্দিনে তত্রত্য অধিবাসিগণ উৎপীড়িত হইয়া, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। সম্ভ্রান্তবংশীয় কর্ম্মচারিগণ উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিতে বিরত থাকেন বলিয়া, তিনি ভৃত্য, গায়ক, তাঁতী, মালী প্রভৃতি নীচ শ্রেণীর লোকদিগকে ওমরাহদিগের পদ প্রদান করিলেন; তাহাদের মধ্যে আবার কাহাকেও রাজকর্ম্মচারী এবং কাহাকেও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ওমরাহগণ ঈদৃশ অন্যায়াচরণ ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, বিদ্রোহী হইবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। সর্ব্ব প্রথমে গুজরাটে ভীষণ বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, অনেক যুদ্ধের পর গুজরাট বশীভূত হয়। তৎপরে দাক্ষিণাত্যের যে অংশ দিল্লীর অধিকারে ছিল, হাসন গাঙ্গু তথায় বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিলেন। কিন্তু সুলতান তথায় সসৈন্যে

উপস্থিত হইলে, বিদ্রোহিগণ পলায়নপর হইল। অনন্তর তাঁহার প্রত্যাগমনের পর তন্নিয়োজিত সেনানীকে নিহত এবং সৈন্যদিগকে পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়া, হাসন গাঙ্গু স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দেখা দেখি অন্যান্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। মোহাম্মদ তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে তত্তা নামক স্থানে পীড়িত হইয়া, ১৩৫১ খৃঃ অব্দে—২৭ বৎসর কাল রাজত্বের পর, পরলোক গমন করেন।

মোহাম্মদ টগলকের ন্যায় এক পক্ষে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, পক্ষান্তরে নানাগুণে অলঙ্কৃত কোনও রাজা কখনও ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। মোহাম্মদের রাজত্বের প্রারম্ভে সিন্ধু নদের পশ্চিম দিকে মুসলমান রাজ্য যতদূর বিস্তৃত ছিল, ভারতবর্ষীয় কোনও মুসলমান সম্রাটের অধিকার কালে ততদূর ছিল না। তাঁহার রাজত্বকালে যে যে প্রদেশ স্বাধীন হয়, অথণ্ড প্রতাপশালী ভারতের একচ্ছত্রাধিপতি মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় পর্য্যন্তও তাহার সকলগুলি দিল্লীর বশীভূত হইয়াছিল না। তাঁহার সময় যে সকল প্রদেশ প্রকাশ্য ভাবে স্বাধীন হয় নাই, সে গুলিতেও মোগলবংশের দিল্লী-সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমতা কখনও বদ্ধমূল হয় নাই। এক কথায় ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মোহাম্মদ টগলক ভারতবর্ষের সকল সম্রাট অপেক্ষা বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধীশ্বর ছিলেন। মস্তিষ্ক-বিকৃতি ও বুদ্ধি-বিপর্য্যয় না ঘটিলে, তিনি পৃথিবীতে একজন প্রধান নরপতি ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন।

আরবদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক ইব্‌নে বতুতা, মোহাম্মদ টগলকের রাজত্ব কালে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার দরবারে অবস্থিতি করেন। তিনি স্বীয় জগদ্বিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্তে মোহাম্মদের রাজ্যশাসন ও তৎকালীন ভারতের আচার ব্যবহারের বিষয় বিশদরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারা যায়।

ফিরোজ সাহ্ টগলক।

মোহাম্মদ টগলকের মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র ফিরোজ টগলক তদীয় শিবিরে উপস্থিত ছিলেন; সম্রাট তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন বলিয়া, অন্তিমকালে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ঐ সময় ফিরোজের বয়ঃক্রম ৫৩ বৎসর। গিয়াসউদ্দীন টগলক যখন লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্ত্তা, তখন তাঁহার ভ্রাতা (ফিরোজের পিতা) তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। তিনি রাণা মল ভট্টির কন্যার অনুপম সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু রাণা এ প্রস্তাবে কোনও ক্রমেই সম্মত হইলেন না। ইহাতে তিনি রাণার রাজ্য আক্রমণ করেন। এক দিন সেই রাজকুমারী রাণার মাতাকে বিলাপ করিতে শুনিয়া, তাদৃশ বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজমাতা বলিলেন, তোমার জন্য মুসলমান সৈন্যগণ এদেশের অধিবাসীদিগের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতেছে; ইহাই আমার বিলাপের কারণ। তাহা শুনিয়া রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন, "যদি আমাকে দিলেই লোকে উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়, তাহা হইলে আমাকে অনতিবিলম্বে পাঠাইয়া দেন; মনে করিবেন, মুসলমানেরা আপনাদের একটী কুমারীকে বন্দি ভাবে লইয়া গিয়াছে"। রাণা স্বীয় কন্যার অভিপ্রায় শুনিতে পাইয়া, তাঁহাকে টগলকের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে রাজকুমারীকে দিপালপুরে পাঠাইয়া দিলে, তথায় মহাসমারোহে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই রাজপুত রাজকুমারীর গর্ভে ফিরোজের জন্ম হয়। ফিরোজের যখন সাত বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। গিয়াস-উদ্দীন ফিরোজের জননীকে বিশেষরূপে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক, ফিরোজকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। ফিরোজের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গিয়াসউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মোহাম্মদ টগলক সম্রাট হইয়া, ফিরোজকে স্বীয় বিশাল সাম্রাজ্যের এক চতুর্থাংশের শাসন-কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে ফিরোজকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রকারে ফিরোজ ৫৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মোহাম্মদের

তত্ত্বাবধারণে রাজকার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ফিরোজ সিংহাসনে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না; মক্কায় গমন পূর্ব্বক অবশিষ্ট জীবন পবিত্র ভাবে ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু ওমরাহগণ তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে বাধ্য করেন। তাঁহারা সকলে যখন একত্র হইয়া ফিরোজকে সিংহাসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন, তখন তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তাতার খাঁ নামক একজন প্রধান ওমরাহ ফিরোজের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইলেন।

ফিরোজসাহ টগলক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তত্তা, গুজরাট, নগরকোট প্রভৃতি স্থান স্বীয় শাসনে আনয়ন করিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য জয় করিতে পারিলেন না। এই দুই স্থানের মুসলমান ভূপতিগণ এক প্রকার স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কেবল সুলতানকে অল্পমাত্র কর দিতে স্বীকৃত হইয়া, দিল্লীর অধীনতা-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ফিরোজের পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতান-দিগের সময়ে, ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে কখনও জিজিয়া কর গ্রহণ করা হইত না। কিন্তু ফিরোজ সাহ ব্রাহ্মণদিগকেই পৌত্তলিকতার পথ প্রদর্শক মনে করিয়া, তাঁহাদের নিকটেও জিজিয়া কর গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। ফিরোজ সাহ ন্যায় ও শান্তির সহিত ৩৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া, বার্দ্ধক্য বশতঃ ১৩৮৭ খৃঃ অব্দে স্বীয় পুত্র মোহাম্মদ খাঁর হস্তে রাজ্যভার প্রদানপূর্ব্বক, অবসর গ্রহণ করিলেন। মোহাম্মদ খাঁ নসিরুদ্দিন উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই নবীন রাজা অল্প দিনের মধ্যেই আমোদ প্রমোদে এরূপ প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন যে, রাজকার্য্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজ্যের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিগণ এ বিষয়ে প্রতিবাদ করাতে, তিনি তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন; এবং তাহাদের স্থলে কতকগুলি স্বার্থপর, তোষামোদকারী নীচপ্রকৃতি অনুপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে আমীরেরা তাঁহার পিতৃব্য-পুত্রদ্বয়কে রাজ্য প্রদানের জন্য, ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই দুই পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দিল্লীতে এরূপ অরাজকতা ও হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল যে,

একদা দুই দিন দুই রাত্রি পর্য্যন্ত শত শত মৃতদেহ রাজপথে পড়িয়া রহিল। তৃতীয় দিনে দিল্লীর অধিবাসিগণ, বৃদ্ধ সম্রাট ফিরোজসাহকে আনিয়া দুইপক্ষের মধ্যস্থলে রাজপথে স্থাপন করিল; সৈন্যগণ বৃদ্ধ সম্রাটকে দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া বেষ্টন করিল; এবং তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মোহাম্মদ ইহা দেখিয়া, কতকগুলি অনুচর সহ সর্ম্মুরের পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করিলেন। বৃদ্ধ ফিরোজ আবার রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্য বশতঃ রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতে অক্ষম হওয়ায়, কিয়দ্দিন পরে তিনি পুনর্ব্বার অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক, স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের (যাঁহার পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল) তনয় গিয়াসউদ্দীনকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপরে ১৩৮৮ খৃঃ অব্দে মহানুভব সম্রাট ফিরোজ সাহ মানব লীলা সংবরণ করিলেন।

ফিরোজশাহ টগলক, মোহাম্মদশাহ টগলকের সম্পূর্ণ বিপরীতপ্রকৃতিস্থ নরপতি ছিলেন। তিনি দানশীল, বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। সম্রাট্ আল্তামসের পুত্র নসিরউদ্দীনের পর, ফিরোজ শাহের মত ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত কোনও সম্রাট্, দিল্লীর সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন নাই। প্রজা ও সৈন্যগণ তদীয় রাজত্বকালে পরমসুখে কালপাত করিত। তাহারা সম্রাটকে একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, তিনিও তাহাদের সহিত পিতা বা বন্ধুর ন্যায় সহানুভূতিপূর্ণ কোমল ব্যবহার করিতেন। তাঁহার ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ শাসনে কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। তাঁহার রাজসভা বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকমণ্ডলীর আশ্রয় স্থান ছিল। তাঁহার শাসনকালে ভারতের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। তিনি দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ জয় করিবার অভিলাষ বা কল্পনা কখনও অন্তরে স্থান দিতেন না; বরং স্বীয় রাজ্যের সুশাসনে এবং প্রজানুরঞ্জনে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। রাজপথ, সেতু, সরাই, উদ্যান, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, মস্জেদ, স্নানাগার, কূপ, বাঁধ, সরোবর, অট্টালিকা, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি রাজ্যের নানা স্থানে বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; অন্যায়-রূপে করগ্রহণ এবং নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি প্রদান করিবার প্রথা রাজ্য হইতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি কি মুসলমান, কি হিন্দু, কোনও অপরাধীরই অঙ্গচ্ছেদ কিংবা চক্ষু উৎপাটন করিতেন না। তিনি রক্তপাতের অত্যন্ত

বিরোধী ছিলেন। এই বিদ্যোৎসাহী সুলতান, বিদ্বান্‌দিগকে সর্ব্বপ্রকারে উৎসাহিত করিতেন; প্রজাদিগের সুশিক্ষার জন্য খ্যাতনামা বিদ্বান্‌দিগকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন। ফিরোজাবাদের সুরম্য মস্‌জেদে তিনি নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র খোদিত করিয়া দিয়াছিলেন; যথা:—পূর্ব্বে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য রক্তপাত করা হইত; এবং সামান্য অপরাধে হস্তপদ ও নাসিকাকর্ণচ্ছেদন, নেত্রোৎপাটন, চর্ম্মোন্মোচন প্রভৃতি ভীষণ ও বীভৎস শাস্তি প্রদান করা যাইত; ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, এই প্রথা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। * * * * ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী, দোকানদার, ফুল ফল ও মৎস্য বিক্রেতা, এবং রাখালগণ রাজকর্ম্মচারীদিগকে যে সকল কর বা উৎকোচ দিয়া থাকে, আমার রাজ্য হইতে উহা গ্রহণের প্রথা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইল। ইহাতে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস হইবে সত্য, কিন্তু এই সকল আবওয়াব আদায় করিতে যে সকল অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা রাজস্ব হ্রাস হওয়াও বাঞ্ছনীয়। যাহারা নাস্তিক এবং যাহারা উৎকোচ গ্রহণ বা প্রদান করে, তাহাদিগকে আমার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা হইবে।”

মাহমুদ টগলক।

ফিরোজশাহের পৌত্র গেয়াস্‌উদ্দীন, পিতামহের মৃত্যুর পর, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, আমোদ-প্রমোদে এরূপ প্রমত্ত এবং রাজকার্য্যে এতাদৃশ উদাসীন হইয়া পড়িলেন যে, রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা এবং অত্যাচার বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি স্বীয় ভ্রাতা সালার এবং খুল্লতাত পুত্র আবুবকরকে বন্দী করিয়া, তাঁহাদিগের উপর বিষম উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সুযোগক্রমে পলায়ন করিয়া বিস্তর সৈন্য সংগ্রহ করিলেন; দরবারের অনেক প্রধান প্রধান আমীর তাঁহাদের সাহায্য করাতে গেয়াস উদ্দীন যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। এই অর্ব্বাচীন নবীন রাজা পাঁচ মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। গিয়াস্‌ উদ্দীনের পর আবুবকর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, দেড় বৎসর রাজত্ব করেন। ইতিমধ্যে ফিরোজ

শাহের পুত্র মাহমুদ (যিনি পিতার জীবদ্দশায় কিছুদিন রাজ্য শাসন করিয়া, স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা ও নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,) সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবুবকরকে আক্রমণ করিলেন। উপর্য্যুপরি কয়েকটী যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন; অবশেষে আবুবকরের একজন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির সাহায্যে তিনি তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া "নসিরউদ্দীন" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজচ্ছত্র ধারণ করেন। তাঁহার রাজত্বের ছয় বৎসর কাল কেবল বিদ্রোহ-দমনেই পর্য্যবসিত হয়। তৎপরে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু কেবল ৪৫ দিন রাজত্ব করিবার পর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তদনন্তর ওমরাহগণ তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতা মাহমুদকে ১৩৯৪ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সিংহাসন প্রদান করেন। সম্রাট অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকাতে, এবং রাজকর্ম্মচারী দিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ বিদ্রোহী হইয়া, স্ব স্ব স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জৌনপুর, লাহোর এবং অন্যান্য অনেক প্রদেশই এই প্রকারে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময় ভারত-বর্ষের এক ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হয়। চঙ্গেজ খাঁর পর এসিয়াবাসীদিগের এরূপ ভীষণ বিপদ আর কখনও উপস্থিত হয় নাই। তাতার জাতির সুপ্রসিদ্ধ অধিনায়ক তৈমুরলঙ্গ পারস্যজয় এবং তুরুস্কের তদানীন্তন মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্, সুলতান বায়াজিদকে পরাজিত ও বন্দী করেন; তৎপরে সমগ্র তাতার, জর্জ্জিয়া, মেসোপটেমিয়া, রুসিয়া এবং সাইবিরিয়ার অধিকাংশ স্থল লুটপাট করিয়া, ভারতবর্ষ বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার পৌত্র পীর মোহাম্মদ ১৩৯৬ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন; এবং রাজকীয় সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়া, উচ ও মুলতান অধিকার করিয়া লয়েন। তৎপরে ভারতবর্ষে অরাজকতা ও গৃহ-বিবাদের সংবাদ পাইয়া, আমীর তৈমুর স্বয়ং ভারত বিজয়ের অভিলাষী হন; এবং ১৩৯৮ খৃঃ অব্দে অসংখ্য তাতার সেনা সমভিব্যাহারে প্রবল হুতাশনের ন্যায় ভারতবর্ষের দিকে অভিযান করেন। ভুতনির, দিপালপুর, সরস্বতী, মূলতান, লাহোর প্রভৃতি প্রদেশ সমূহ লুণ্ঠিত, দগ্ধ ও ঐ সকল স্থানের অধিবাসীদিগকে নিহত এবং দেশ উৎসন্ন করিতে করিতে, তাতারীয়গণ দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইল। বিজয়োন্মত্ত তাতারপতি

দিল্লীর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, সপ্তশত অশ্বারোহীকে বিপক্ষ পক্ষের সংবাদ আনয়ন জন্য দিল্লীতে প্রেরণ করেন। মাহমুদ টগলক ঈদৃশ অল্প সংখ্যক সৈন্য দেখিয়া, ৫০০০ সৈন্যসহ হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু তাতারীয়দিগের দুর্নিবার তেজে পরাজিত হইয়া, রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে তৈমুরের শিবিরে একলক্ষ বন্দী ছিল; দিল্লীর সুলতান তাতারীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছেন শুনিয়া, তাহারা আহ্লাদিত হইয়াছিল; তৈমুর ইহা জানিতে পারিয়া মনে করিলেন যে, সম্ভবতঃ যুদ্ধের দিন বন্দিগণ সুবিধা পাইলে, স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইবে; সুতরাং পরদিন এক এক করিয়া এই লক্ষ বন্দীকে নিহত করিলেন। ইহার পর দিল্লীশ্বরের সৈন্যদিগের সহিত তৈমুরের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল; মাহমুদ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, রজনীর অন্ধকারে গুজরাটে পলায়ন করিলেন। অগত্যা দিল্লীর ওমরাহমণ্ডলী তৈমুরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। দিল্লীর অধিবাসিগণ স্ব স্ব অবস্থানুরূপ অর্থ দিতে স্বীকৃত হওয়াতে, তৈমুর তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন; এবং আপনাকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপরে অধিবাসীদিগের পদ-মর্য্যাদা এবং সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে অর্থ আদায় করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। কতকগুলি বণিক্ ও ওমরাহ অর্থ প্রদানে অস্বীকৃত হওয়ায়, তৈমুর নগরের মধ্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন; সৈন্যগণ তৈমুরের বিনানুমতিতে নগরে লুটপাট ও অত্যাচার আরম্ভ করিল। নগরের হিন্দু অধিবাসিগণ, সৈনিকদিগের দ্বারা তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে অবমানিত, এবং সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, স্ত্রীপুত্রদিগকে বধ এবং গৃহে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক শত্রু-পক্ষকে আক্রমণ করিল। তৈমুর এই সংবাদ পাইবামাত্র সমুদায় সৈন্য নগরে প্রেরণ করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর তাতারসৈন্যগণ নগরে প্রবেশপূর্ব্বক এরূপ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল যে, শবরাশিতে রাজপথ পূর্ণ হইয়া গেল; এমন কি যাতায়াতের পথও রহিল না। চতুর্দ্দিক হইতে নিদারুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়া, এক ভীষণ দৃশ্য ও শ্রবণবিদারক শোচনীয় ভাব প্রকটিত করিল। মোগল দিগের দ্বারা দিল্লী নগরী এই প্রথম লুণ্ঠিত হয়। মোগলগণ ক্রমাগত অনেকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেও, রাজধানী দিল্লী নগরীতে কখনও প্রবেশ করিতে

পারে নাই ; আজ সৌধকিরীটিনী দিল্লী নগরী তৈমুরের দুর্দ্দান্ত সৈনিকদিগের অত্যাচারে ছারখার হইতে লাগিল। ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর তৈমুর স্বয়ং দিল্লীতে প্রবেশ পূর্ব্বক, পাঁচ দিন তথায় অবস্থিতি করেন। অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য তাঁহার হস্তগত হয়। ফিরোজশাহ দিল্লীতে যে সুন্দর মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহা তৈমুরের অত্যন্ত মনোনীত হয়। যে সকল রাজমিস্ত্রী ঐ মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তিনি স্বীয় রাজধানী সমরকন্দে ঐ প্রকার মস্‌জেদ নির্ম্মাণ করিবার জন্য,তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান এবং খেজের খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে মুলতান, লাহোর এবং দিপালপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, মিরাট প্রভৃতি স্থান লুটপাট ও দগ্ধ করিতে করিতে, যে পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে সমরকন্দে প্রত্যাগমন করেন।

তৈমুরের প্রত্যাবর্ত্তনের পর বহুকাল পর্য্যন্ত দিল্লীতে অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রবলভাবে বিরাজ করে। এই সময় প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তৃগণ দিল্লীশ্বরের শাসন-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। গুজরাটে মোজফর খাঁ, মালবে দেলাওর খাঁ, কনোজ, অযোধ্যা, কড়া এবং জৌনপুরে খাজা জাহান, লাহোর, মুলতান এবং দিপালপুরে খেজের খাঁ, সামানা রাজ্যে গালিব খাঁ স্বাধীন হইয়া সকলেই সুলতান উপাধি ধারণ করেন। বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য (বাহমণী রাজ্য) পূর্ব্বেই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। এদিকে মাহমুদের মন্ত্রী একবাল খাঁ দিল্লী অধিকার করিয়া প্রায় তিন বৎসর পরে মাহমুদকে দিল্লীতে আহ্বান করেন। মাহমুদ দিল্লীতে পৌহঁছিবার কিছুদিন পরে একবাল খাঁ তাঁহাকে কনোজে পাঠাইয়া দেন। মাহমুদ তথায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে একবাল খাঁ মুলতান ও লাহোরের শাসনকর্ত্তা খেজের খাঁকে আক্রমণ করিতে যাইয়া, যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। তৎপরে মাহমুদ টগলক দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, পুনর্ব্বার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় লাহোরের শাসনকর্ত্তা খেজের খাঁ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া, নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে ১৪১২ খৃঃ অব্দে এই হতভাগ্য রাজা জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। মাহমুদ টগলক ২০ বৎসর ২ মাস রাজত্ব

করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রায়ই তাঁহার অদৃষ্টে শান্তির সহিত রাজত্ব-সুখ ভোগ করা ঘটে নাই। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ওমরাহগণ দওলত খাঁ লোদি নামক এক মন্ত্রীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; তিনি নাম মাত্র এক বৎসর তিন মাস রাজত্ব করিবার পর, খেজের খাঁ কর্তৃক পরাজিত ও কারারুদ্ধ হন।

সপ্তম অধ্যায়।

সৈয়দবংশীয় সুলতানগণ।

খেজের খাঁর পিতা মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর খেজের খাঁ পিতৃ-পদ প্রাপ্ত হন। যখন তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময় দিপালপুরের শাসনকর্ত্তা খেজের খাঁকে আক্রমণ পূর্ব্বক মুলতান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। খেজের খাঁ তৈমুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আত্মদুঃখ নিবেদন করিলে, তৈমুর তাঁহাকে মুলতান, লাহোর এবং দিপালপুরের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন। এই কয়েকটী বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া, তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন; এবং অবশেষে দওলত খাঁ লোদিকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু দিল্লীর আধিপত্য লাভ করিয়াও তিনি স্বয়ং সুলতান উপাধি ধারণ করেন নাই; প্রথমে তৈমুরের নামে, তাঁহার প্রতিনিধিরূপে এবং তৈমুরের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র শাহরোখ মির্জ্জার নামে রাজ্য শাসন করেন। তিনি সমরকন্দের অধিপতি শাহরোখ বাদশাহের নিকট মধ্যে মধ্যে রাজকরও পাঠাইতেন। খেজের খাঁর সপ্তবর্ষ-ব্যাপী রাজত্বকাল, প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের বশীকরণেই অতিবাহিত হয়। তৎপরে তিনি পীড়িত হইয়া ১৪২১ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ ও উদার-চেতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে প্রজাগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে শোক প্রকাশার্থ দিল্লীর সমুদায় অধিবাসী একমত

হইয়া, তিন দিবস পর্য্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণ বস্ত্র পরিধান করে। তিনি মহাপুরুষ মহম্মদের বংশধর অর্থাৎ সৈয়দ ছিলেন, এজন্য তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সৈয়দবংশীয় সুলতান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

খেজের খাঁ মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র মবারককে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। তদনুসারে মবারক "ময়েজ উদ্দীন আবুল ফতাহ" উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসন কাল প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত যুদ্ধকার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে পঞ্জাবে কয়েকবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; কিন্তু তিনি প্রত্যেক বারেই বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হন। অবশেষে স্বীয় প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁহার মনোবাদ উপস্থিত হওয়ায়, মন্ত্রী ভীত হইয়া সুলতানকে হত্যা করিতে ষড়যন্ত্র করে। সম্রাট্ একদা কতিপয় অনুচর সহ নমাজ পড়িবার জন্য মস্‌জেদে গমন করেন; মন্ত্রীর নিয়োজিত ঘাতকগণ তথায় তাঁহার প্রাণ সংহার করে। সম্রাট্ ময়েজউদ্দীন তের বৎসর সাড়ে তিনমাস রাজত্ব করেন। তিনি অত্যন্ত গুণবান্ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি এরূপ নম্র ছিল যে, তিনি কখনও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাহারও সহিত কথা কহেন নাই। তিনি ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সরলতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ ছিলেন। তিনি যে দিন নিহত হন, মন্ত্রিগণ সেই দিনেই তাঁহার পুত্র মোহাম্মদকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। মবারকের হত্যাকারিগণই দরবারের প্রধান প্রধান পদগুলি অধিকার করিয়া লয়। মোহাম্মদ তরুণবয়স্ক সুতরাং দুর্ব্বল-চেতা এবং ব্যভিচারী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে বহলুল খাঁ লোদি, রাজকীয় সৈন্যগণকে যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া, লাহোরে স্বাধীনতা স্থাপন পূর্ব্বক অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। জৌনপুরের রাজা দিল্লীশ্বরের অধিকারস্থ কতকগুলি প্রদেশ আত্মসাৎ করেন, এবং মালবের অধিপতি দিল্লী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সাহসী হন। দিল্লী আক্রান্ত হইলে, মোহাম্মদ বহলুলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। বহলুলের আগমনে মালবীয় সৈন্যগণ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে। তৎপরে মোহাম্মদের সহিত মনোবাদ উপস্থিত হওয়ায়, বহলুল নিজ রাজ্য লাহোরে প্রতিগমন করেন এবং কিছুদিন পরে স্বয়ং দিল্লী আক্রমণ ও ছয়মাস পর্য্যন্ত উহা

অবরোধ করিয়া থাকেন; কিন্তু অবশেষে অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মোহাম্মদ শাহ প্রায় বার বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৪৫ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, পিতার অপেক্ষাও অধিকতর দুর্ব্বলতার পরিচয় দেন। এই সময় সমগ্র হিন্দুস্থান ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। দাক্ষিণাত্য বা বামনী রাজ্য, গুজরাট, মালব, জৌনপুর এবং বঙ্গদেশ, এক একটী ক্ষমতাশালী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। এতদ্ব্যতীত পঞ্জাব, দিপালপুর এবং সরহিন্দ বহলুল খাঁর অধীন হয় ও অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য রাজা ও সরদারগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। কেবল রাজধানী দিল্লী ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অতি অল্পমাত্রস্থান আলাউদ্দীনের শাসনাধীন ছিল। বহলুল লোদি দিল্লী অধিকার করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। আলাউদ্দীন, দরবারের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের অযথা নিন্দায় স্বীয় প্রধান মন্ত্রীর উপর সন্দিহান হইয়া, তাঁহাকে বন্দী করেন; এবং ঐ সকল স্বার্থপর ক্রূরমনা লোকগুলির কুমন্ত্রণায়, স্বীয় হিতৈষী বন্ধুদিগের নিবারণ অবহেলা করিয়া দিল্লী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বদাউনে বাস করিতে থাকেন। শত্রুপক্ষীয়গণ তাঁহার বধসাধনে সম্রাটকে প্ররোচনা দিতেছে, ইহা জানিতে পারিয়া মন্ত্রী সুযোগক্রমে কারাগার হইতে পলায়ন করেন, এবং আলাউদ্দীনের অনুপস্থিতি কালে দিল্লী অধিকার করিয়া লন। ইহার পর তিনি দিল্লীর শাসন-দণ্ড গ্রহণজন্য বহলুল লোদিকে আহ্বান করেন। বহলুল স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া সম্রাটকে লিখিলেন, "আমি আপনার অবাধ্য মন্ত্রীকে শাস্তি প্রদান জন্য দিল্লীতে যাইতেছি।" তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া তন্নগরী অধিকার পূর্ব্বক আবার আলাউদ্দীনকে লিখিলেন যে, "আমি কেবল আপনার মন্ত্রীকে শাস্তি দিবার জন্যই দিল্লী অধিকার করিয়াছি তদ্ব্যতীত আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই।" ইহার উত্তরে আলাউদ্দীন লিখিলেন, "আমার পিতা তোমাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করাতে, আমি তোমাকে ভ্রাতা বলিয়া মান্য করি; তুমি আমাকে বদাউনের কর্ত্তৃত্ব প্রদান পূর্ব্বক শান্তভাবে থাকিতে দাও, আমি তোমাকে দিল্লীর সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিলাম।" এই পত্র পাইয়া বহলুল লোদি প্রকাশ্যভাবে সমুদায় রাজকীয়

সম্মান গ্রহণ করিলেন। ১৪৭৮ খৃঃ অব্দে বদাউন নগরে সৈয়দ আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ শান্তির সহিত বদাউনে বাস করিয়াছিলেন। সৈয়দ আলাউদ্দীন দিল্লীতে সাত বৎসর রাজত্ব করেন এবং বদাউনে ২৮ বৎসর অতিবাহিত করিয়া পরলোক গমন করেন।

অষ্টম অধ্যায়।

লোদিবংশীয় সুলতানগণ।

বহলুল লোদি।

ফিরোজ টগলকের সময়, বহলুল লোদির পিতামহ মুলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; তিনি পাঁচ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। প্রথম পুত্র মলিক সুলতান, খেজের খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া ইস্‌লাম খাঁ উপাধি ধারণ করেন; এবং সরহন্দের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার ভ্রাতারা ও উচ্চ উচ্চ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। বহলুলের পিতা, কালে খাঁ, একটী ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন; তাঁহার স্ত্রী গৃহ চাপা পড়িয়া গর্ব্ভাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে কালে খাঁ তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর উদর বিদীর্ণ করিয়া সন্তানটী বাহির করিলেন; এবং তাঁহার নাম বহলুল রাখিলেন। কালে খাঁ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাতে, জ্যেষ্ঠতাত ইসলাম খাঁ বহলুলকে প্রতিপালন করেন। বহলুলের তেজস্বিতা ও যুদ্ধ নৈপুণ্য দেখিয়া, ইস্‌লাম খাঁ স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন, এবং নিজের সন্তানদিগকে উপেক্ষা করিয়া, মৃত্যুকালে বহলুলকেই উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। এইরূপে বহলুল সরহন্দের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হন; এবং অবশেষে রাজকীয় সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া, স্বীয় স্বাধীনতা স্থাপন করেন। ইহার পর তিনি ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হইয়া লাহোর, দিপালপুর প্রভৃতি প্রদেশ সমূহ স্বীয় রাজ্য ভুক্ত করিয়া লন এবং অবশেষে ১৪৫০ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে

যে, বহলুল বাল্যাবস্থায় একদা সামানানগরের এক খ্যাতনামা দরবেশের (তাপসের) সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দরবেশের সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দরবেশ বলিয়া উঠিলেন, "দিল্লীর রাজত্ব দুই হাজার টাকায় ক্রয় করিবে?" বহলুলের নিকট কেবল ১৬০০ টাকা ছিল; তিনি তাপসের বাক্য শ্রবণমাত্র, ভৃত্যদ্বারা সেই টাকা আনাইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করিলেন। দরবেশ টাকা লইয়া, বহলুলের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক বলিলেন, "হে পুত্র! তুমি রাজা হও।" বহলুলের সঙ্গিগণ তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। বহলুল বলিলেন, 'যদি দরবেশের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে রাজ্য অতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়াছি; আর যদি তাহা না হয়, তবে দরবেশের আশীর্ব্বাদে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।" সেইদিন হইতে বহলুলের মনে দিল্লীর সাম্রাজ্য লাভের আশা বদ্ধমূল হয়। তিনি কিরূপে রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সিংহাসনে আরোহণ করিবার অল্প দিন পরেই তিনি দেখিলেন যে মন্ত্রীর সাহায্যে রাজ্যলাভ করিয়াছেন, তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি কৌশল পূর্ব্বক মন্ত্রীকে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করিলেন। তৎপরে স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ় হইয়াছে দেখিয়া, বহলুল রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। দিল্লীর চতুষ্পার্শবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের যে সকল অধিপতি প্রথমতঃ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তিনি শস্ত্রবলে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিলেন। জৌনপুর বশীভূত করিতে তাঁহার ২৬ বৎসর লাগিয়াছিল। তৎপরে কাল্পী, ধৌলপুর প্রভৃতি রাজ্যসমূহও পুনর্ব্বার দিল্লীশ্বরের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। অবশেষে বৃদ্ধ হওয়াতে আপনাকে দুর্ব্বল ও অক্ষম বুঝিয়া স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে বহলুল সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন, এবং স্বীয় পুত্র নিজাম খাঁকে দিল্লী প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বহলুল লোদি ৩৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৪৮৮ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

বহলুল ধার্ম্মিক, নম্র, বুদ্ধিমান, পরিণামদর্শী, ন্যায়বান্ মিতাচারী এবং সাহসী বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মান লাভ কয়াছিলেন। তিনি লোকের প্রতি অতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন; এবং বিদ্বানদিগের

সংসর্গ ভাল বাসিতেন। তিনি সর্ব্বদা দরিদ্রদিগের তত্ত্ব লইতেন। কখনও কোন প্রার্থী তাঁহার নিকট হইতে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায় নাই। তিনি ঐশ্বর্য্যদ্বারা কোষাগার পূর্ণ করিতেন না; সৈন্য ও কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উহা বিভাগ করিয়া দিতেন। তিনি নিজের আহারে এবং পরিচ্ছদে অধিক অর্থ ব্যয় করিতেন না।

সেকন্দর লোদি।

বহলুল লোদির মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র নিজাম খাঁকে "সেকন্দর" উপাধি দিয়া আমিরেরা সিংহাসনে বসাইলেন। সেকন্দরের জননী স্বর্ণকার-বংশোদ্ভবা ছিলেন। ঐ রমণী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন বলিয়া, বহলুল লোদি তাঁহাকে বিবাহ করেন। নীচ জাতীয়া রমণীর গর্ভজাত বলিয়া, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য বহুকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধক্ষেত্রে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি ক্রমান্বয়ে পান্না, চন্দেরী, ধোলপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলি বশীভূত করেন। সেকন্দর ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বদা শান্তি বিরাজ করিত; খাদ্যসামগ্রী সুলভ ছিল। সম্রাট্ সেকন্দর সুপুরুষ, বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান ছিলেন; তিনি সুবিচার করিতেন এবং সর্ব্বদা প্রজাদিগের উন্নতিকল্পে তৎপর থাকিতেন। কথিত আছে, একদা তিনি যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক ফকীর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঈশ্বর আপনাকে জয়যুক্ত করুন।" তদুত্তরে সেকন্দর কহিলেন, "আপনি ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন যে, যে নৃপতি প্রজার মঙ্গলসাধনে তৎপর থাকে তাহারই জয় হউক।" তিনি কর্ম্মচারীদিগের বংশ-মর্য্যাদা ও বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ রূপ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের পদোন্নতি করিতেন। তাঁহার দানশীলতা ও ভদ্রতা দেশ-বিখ্যাত ছিল। বাহ্যাড়ম্বরে তাঁহার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। নিজের আহার ও পরিচ্ছদে তিনি বৃথা ব্যয় করিতেন না। দুশ্চরিত্র ও

দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকেরা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। তিনি সতত ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধুশীল লোকের সংসর্গে কালযাপন করিতেন। তিনি প্রবল ও দুর্ব্বল সকলকেই একই চক্ষে দেখিতেন; এবং দীন দুঃখীকে যথোপযুক্ত অর্থ সাহায্য করিতেন। বহুসংখ্যক সাধুসজ্জন তাঁহার রাজকোষ হইতে নিয়মিত রূপে বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। রাজসভার ওমরাহদিগের মধ্যে কেহ দানাদি করিলে, সম্রাট তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন; সুতরাং দানশীলতা বিষয়ে লোকের মনে, বিলক্ষণ অনুরাগ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তিনি পরমার্থপরায়ণ পরমধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তবে তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিতান্ত সংকীর্ণ ভাবাপন্ন এবং অনুদার ছিল। অপরের ধর্ম্মের প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি হিন্দুদিগের বহুসংখ্যক দেবমন্দির বিনষ্ট করেন; তদ্ব্যতীত স্বীয় রাজ্যমধ্যে তীর্থযাত্রা ও গঙ্গাস্নানাদি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা নিজে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ছিলেন; এবং তিনি বিদ্বন্মণ্ডলীর বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার সমুদায় সৈনিক কর্ম্মচারীই প্রায় সুশিক্ষিত ছিলেন। হিন্দুরা ইতিপূর্ব্বে কখনও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিত না; সেকন্দর লোদির সময়েই তাহারা ঐ ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। তিনি এই বিশাল অধিকারে সর্ব্বত্রই ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার এরূপ বন্দোবস্ত ছিল যে, সাম্রাজ্যের অতি দূরবর্ত্তী প্রদেশ সমস্ত হইতেও শাসনঘটিত বিবরণ তাঁহার নিকট নিয়মিত রূপে আসিত।

ইব্রাহিম লোদি।

সম্রাট সেকন্দর লোদি পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ভ্রাতা জালাল বিদ্রোহী হইয়া, জোনপুর অধিকার করতঃ আপনাকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন; কিন্তু সেই হতভাগ্য রাজকুমার যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়া নিহত হন। ইব্রাহিম অত্যন্ত অহঙ্কারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন;

পিতার কোন গুণই তাঁহাতে লক্ষিত হইত না। তিনি রাজকর্মচারী ও প্রজাসাধারণের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেন; এবং দরবারের আমীর ওমরাহ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন। তাঁহার ঈদৃশ অন্যায়াচরণে নানাস্থানের আফগান সর্দারেরা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিল। রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই বিদ্রোহিগণ অধিকার করিয়া লইল। দিল্লী, আগ্রা এবং দুয়াব ব্যতীত প্রায় সকল স্থানই ইব্রাহিমের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। বাঙ্গালা, মালওবা ও গুজরাটের শাসনকর্তৃগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মেওয়াত হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত সকল স্থানের রাজপুত রাজারা দলবদ্ধ হইয়া এবং উদয়পুরের রাণা সংগ্রাম সিংহকে আপনাদের অধিনায়ক করিয়া ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশ দওলত খাঁ লোদি এবং তাহার পুত্র গাজি খাঁ ও দিলাওর খাঁর হস্তগত ছিল। ইহারা যদিও আফগান জাতীয় ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য স্থানের আফগান ওমরাহদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এরূপ নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী স্বজাতীয় রাজার অধীনে থাকা অপেক্ষা ভিন্ন জাতীয় রাজার অধীনতা স্বীকার করাও ভাল। এইরূপ স্থির করিয়া দওলত খাঁ লোদি, কাবুলের তৎকালীন অধিপতি, বাবর শাহকে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার জন্য আগ্রহসহকারে আহ্বান করিলেন।

ভারতবর্ষ তৈমুরের সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত বলিয়া, বাবর উহা দাওয়া করিতেন; এবং ইতিপূর্ব্বে তিনবার পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণও করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে দওলত খাঁর আহ্বানে আহ্লাদিত হইয়া, বাবর চতুর্থবার ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে ইব্রাহিমের পক্ষাবলম্বী আফগান সর্দ্দারগণ দওলত খাঁকে পঞ্জাব হইতে তাড়াইয়া দিলেন। উক্ত পাঠান সামন্তগণ বাবরের গতিরোধ করিবার উদ্দেশে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবর উহাদিগকে পরাজিত করিয়া লাহোর ভস্মীভূত করিলেন; এবং তৎপরে দিপালপুর অধিকার করিয়া লইলেন। এই স্থানে দওলতখাঁ লোদি আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তাঁহার উপর সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, বাবর তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রগণকে বন্দী করিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া, এবং উপযুক্ত জায়গীরাদি

দিয়া বিদায় করিলেন। এই ঘটনার পরে বাবর দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সবহন্দে পঁহুছিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে, দওলত খাঁ ও তাঁহার পুত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া, পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছেন। বাবর এরূপ শত্রু-দিগকে পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রসর হওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন না; সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তথায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আলাউদ্দীন নামক ইব্রাহিমের জনেক পিতৃব্য বন্দী অবস্থা হইতে পলায়ন করিয়া, বাবরের শরণাগত হইলেন; বাবর তাঁহাকে দিপালপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। বাবর প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, দওলত খাঁ পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লইলেন; তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আলাউদ্দীন কাবুলে পলায়ন করেন। ইতিমধ্যে বাবরের একজন সেনাপতি দওলত খাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। ঐ সময় বাবর উজ্‌বক্‌দিগের নিকট হইতে বল্‌খ্‌ উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি আলাউদ্দীনকে পুনরায় ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন। আলাউদ্দীন চল্লিশ সহস্র সৈন্যসহ দিল্লী আক্রমণ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। এদিকে বাবর বল্‌খ উদ্ধার করিয়া লাহোর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। দওলতখাঁ পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছেন জানিতে পারিয়া, বাবর সর্ব্বপ্রথমেই উহা আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করিলেন; তৎপরে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাণিপথ নগরে মোগল ও পাঠানগণ স্ব স্ব অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য, পরস্পরের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইল। ইব্রাহিম একলক্ষ সৈন্য ও এক সহস্র হস্তী লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; বাবরের কেবল দ্বাদশ সহস্র সৈন্য ছিল। সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রাম চলিল; পরিশেষে ইব্রাহিম পরাজিত ও নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে ইব্রাহিমের ১৫।১৬ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছিল, গোয়ালিয়রের রাজা সসৈন্যে ইব্রাহিমের সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তিনিও এই কালসময়ে নিহত হন। যুদ্ধ জয়ের পর দিল্লী নগরী বিনা বাধায় বাবরের হস্তগত হইল; তৎপর তিনি অগ্রসর হইয়া আগরা অধিকার করিলেন। এই স্থানে লোদিবংশীয় রাজপরিবার বাস করিতেন। আগরাতে বাবর ইব্রাহিমের মাতাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করিলেন

এবং তিনি নির্ব্বিঘ্নে আপন ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিবেন এরূপ অভয়দান করিলেন। দিল্লীর রাজকোষ হইতে বাবর তাঁহার পুত্র হুমায়ুনকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা এবং পিতৃব্য পুত্রকে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার দিলেন। এতদ্ব্যতীত সমুদায় সরদারদিগকে—এমন কি বালকদিগকে পর্য্যন্ত—বহুমূল্য দ্রব্যাদি দান করিলেন। প্রজাদিগের মধ্যে বিতরণের জন্যও অনেক অর্থ নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল। ঈদৃশ অপরিমিত দানশীলতা ও মুক্তহস্ততার জন্য বাবর কলন্দর * বলিয়া লোকসমাজে অভিহিত হইতেন।

ইব্রাহিম বিংশতি বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের সহিত লোদিবংশের পতন এবং ভারতবর্ষ হইতে পাঠান রাজত্বের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। পক্ষান্তরে মোগলগণ ভারতসাম্রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করেন।

---

* কলন্দরেরা এরূপ দানশীল যে পরদিনের জন্য কিছুমাত্র না রাখিয়া যে যাহা পায় সকলই দান করিয়া ফেলে।